



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
May 2018

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার, তোমাদের ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করতে হবে, দুঃখধামকে সুখধাম করতে হবে"

প্রশ্ন:- সঙ্গমে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কোন্ বিষয়ে খুব এক্সপার্ট হয়ে যাও ?

উত্তর :- সকল মানুষ আত্মার মনস্কামনা পূর্ণ করার কার্যে তোমরা এক্সপার্ট হয়ে যাও। মানুষের মনস্কামনা থাকে মুক্তি ও জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হোক, সেসব তোমাদের পূর্ণ করতে হয়। তোমরা সবাইকে শান্তির পথ বলে দাও। শান্তি কখনও বনে জঙ্গলে প্রাপ্ত হয়না, বরঞ্চ আত্মার স্ব ধর্ম হলই শান্তি। দেহ থেকে ডিট্যাচ হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই সুখ-শান্তির বর্ষা প্রাপ্ত হবে

গীত :- মুখশ্রী দেখ রে হে প্রাণী মন রূপী আয়নায়.....

ওম্ শান্তি। বেহদের বাবা নিজের হারানিধি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। যে বাচ্চারা বাবার পরিচয় জেনেছে এবং বাবার শরণে এসেছে। তারা বলে প্রভু আপনার শরণে এসেছি। শরণ মিলবে তখন, যখন বাবা আসবেন এবং বাচ্চাদের বোঝাবেন। ভক্তরা ভগবানের শরণে আসে কারণ এখানে সবাই দুঃখে আছে। ভারত হল দুঃখধাম। একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন এ হল তোমাদের হংস মন্ডলী। এখানে পবিত্র বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউ আসতে পারেনা। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, পবিত্র ভারতকে সুখধাম বলা হয় অন্য কোনও খন্ডকে সুখধাম বলা হবেনা। ভারত সুখধাম, ভারত দুঃখধামে পরিণত হয়। ভারতবাসী অনেক দুঃখে আছে কারণ পতিত হয়েছে। কিন্তু এই কথা তাদের কেউ বোঝায়না। বাবা বোঝান - সন্ন্যাসীরা পবিত্র, ঘর সংসার ত্যাগ করে, কিন্তু তবুও নিজেরাই গায়ন করে - পতিত পাবন সীতারাম....। এখন তোমরা এসেছ পতিত পাবন বাবার কাছে। তিনি হলেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা, তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করেন। মানুষ, মানুষকে পবিত্র করতে পারেনা। এই হল পতিত দুনিয়া। কেউ যেখানে পবিত্র নয়। বলাও হয় - যে পরম পিতা পরমাত্মা। তারপর বলে দেয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। শিবোহম্ , ততত্বম। সবাই বাবাকে ভুলে গেছে। যেমন মানুষ মদ্যপানের নেশায় , যতই দেউলিয়া স্থিতি হোক তবুও মদ্যপানের নেশায় মত্ত হয়ে থাকে। তেমনই মানুষ এই কথা জানতে পারেনা যে এই বিকার পতিতে পরিণত করে , তাইতো সন্ন্যাসী পবিত্র হওয়ার জন্যে গৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু সে হল নিবৃত্তি মার্গ। এখানেতো বাবা এসেছেন। যারা অর্ধকল্প দুঃখে থাকে তারা বাবার কাছে এসে শরণ নেয়। দুঃখী করে মায়া। পাঁচ বিকারের মহা রুগী করে। মানুষকে রাবণ একেবারে অসুর করেছে। যখন সম্পূর্ণ দুঃখধামে পরিণত হয় , তখন আবার বাবা এসে সুখধাম স্থাপন করেন।

তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । তোমাদের দ্বারা বাবা সেবা করান যে - বাচ্চারা , তোমরা এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করো। সমস্ত কিছু নির্ভর করে যোগের উপরে। যদি কেউ সাত দিন যোগে ভালোভাবে থাকে তাহলে তো কেবলা ফতে। এমন খুব কমই যোগে টিকতে পারবে। ঘর বাড়ি মনে পড়বে , মন সেদিকে ছুটবে। সাত দিনের কথা তো বিখ্যাত। গীতা, ভাগবত, গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি সাত দিনের জন্যেই রাখা হয়। এই পরম্পরা এই সঙ্গম যুগেরই নিয়ম। সাত দিন ভাঙিতে বসতে হবে। কারো স্মৃতি আসা চলবেনা। একমাত্র বাবার সঙ্গে যেন যোগ যুক্ত থাকে। সাত দিন

এরকম একরস অবস্থায় থাকা, খুবই কঠিন ব্যাপার। বাচ্চারা তোমাদের স্মরণিকা এখানেই আছে। তোমরা এখন বৃষ্টির নীচে বসে রাজ যোগের তপস্যা করছ। জগৎ অস্বাভাবিক আছেন তোমরা বাচ্চারাও আছে। তোমরা হলে সকল মানুষের মনস্কামনা স্বর্গে পূরণকারী অর্থাৎ মানুষকে মুক্তি জীবনমুক্তির ফল দাতা। তোমরা হলে এক্সপার্ট। দুনিয়ায় কেউ জানেনা যে মুক্তি জীবনমুক্তি কাকে বলে হয়? কে প্রদান করেন? পতিত দুনিয়ায় যে পবিত্র করতে পারেন? সন্ন্যাসিজন শান্তির জন্যে গৃহ ত্যাগ করেন। জঙ্গলে গমন করেন, কিন্তু শান্তি প্রাপ্ত হয়না। আত্মার স্বর্গ ধর্ম হলই শান্ত এবং মানুষ বাইরে খুঁজে বেড়ায়। এই কথা কেউ জানেনা আত্মার স্বর্গ ধর্ম হল শান্ত। (রানীর গলার হারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়) এ হল কর্মেন্দ্রিয়, ব্যবহার কর বা নাই কর। আমরা আত্মা এই শরীর থেকে নিজেকে ডিট্যাচ করে থাকি। যেমন রাত্তিরে আত্মা ডিট্যাচ হয়ে যায় তাইনা। সবকিছু ভুলে যায়। সে স্থিতিকে নিদ্রা বলা হয়। এখানে তোমরা কেবল শান্তিতে বসো। আত্মা বলে আমি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে ক্লান্ত হয়েছি। আত্মা, নিজেকে শরীর থেকে ডিট্যাচ করে নাও। এই হল কর্মেন্দ্রিয়, কর্ম করার জন্যে। এই নলেজ বাবা-ই প্রদান করেন। ডিট্যাচ হয়ে বসো, কোনও কথা বোলোনা। কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ ডিট্যাচ হয়ে বসবে? এই কথা তো তোমরা জানো কর্ম ছাড়া কেউ থাকতে পারেনা। ডিট্যাচ তো হবেই কিন্তু তার সঙ্গে কিছু লাভও তো হওয়া উচিত। শুধুমাত্র ডিট্যাচ হয়ে বসলে এতখানি লাভ হবেনা। ডিট্যাচ হয়ে আমরা স্মরণ করো তাহলে লাভ হবে, শক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা নিজের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এই হল জ্ঞান-ইন্দ্র-সত্তা। এখানে তোমরা বসে আছ, তোমরা সবাই রত্ন। কেউ পাথর-বুদ্ধি বসে থাকলে বায়ুমন্ডল খারাপ করবে কারণ শিববাবার স্মরণে থাকবেনা। সে নিজের আত্মীয় পরিজন কে স্মরণ করবে। তোমাদের তো নিজের বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। এইটি কোনও সাধারণ সংসঙ্গ নয়। এই হল বিশাল ইউনিভার্সিটি। মেডিকেল কলেজে যদি কেউ অশিক্ষিত গিয়ে বসে তবে সে কিছুই বুঝবেনা। তাকে তো অ্যালাও করা হবেনা। শুধু দেখলে তো কিছু বুঝবেনা। এই নলেজ বিকারী পতিত বুঝবেনা, তাই এমন আত্মাদের অ্যালাও করা হয়না। কেউ যদি ভাবে আমরা ক্লাসে এসে লেকচার শুনতে পারি? কিন্তু তাতে কিছু বুঝবেনা। এই ইউনিভার্সিটি হল ক্লেঙ্ক থেকে স্বচ্ছ দেবতা হওয়ার। এখানে এমন কাউকে অ্যালাও করা হয়না। বাবাকে তো জানতে পারেনা। বাবা হলেন গুপ্ত। তোমরা জানো বেহদের বাবার শরণে এসেছি - সদা সুখের বর্ষা নিতে। বাবা নিজেই বলেন এই ব্রহ্মার শরীর হল অনেক জন্মের অন্ত কালের বাণপ্রস্থি শরীর। ব্রহ্মাও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেছেন। এখন আমি সব বেদ শাস্ত্রের সার এনার দ্বারা বলি। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম। বোঝান হয় বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নাভি কমল থেকে বিষ্ণুর জন্ম হয়। ব্রহ্মা সরস্বতী দুজনে কিভাবে নারায়ণ লক্ষ্মী স্বরূপে পরিণত হয়। তারপর ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে অন্ত কালে ব্রহ্মা সরস্বতী হন। তারা আবার গান্ধীর নাভি কমল থেকে নেহরুকে দেখিয়েছে। এখন তো এখানে ফীরের সাগর নেই। এই হল বিষয় সাগর। ফীর সাগর সত্যযুগে দেখানো হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো - অর্ধকল্প মায়া দুঃখী করেছে। ভারতের মতন দুঃখে আর কেউ নেই। ভারতের মতন সুখীও আর কেউ হয়না। বাবা বলেন দেবী দেবতা ধর্ম তো প্রায় লুপ্ত হবেই। তবেই আমি এসে আবার নতুন ধর্ম স্থাপন করি। যথার্থ ভাবে সেই স্থাপনের কার্য এখন চলছে। তোমরা বাচ্চারা এসে বাবার কাছে বর্ষা নিচ্ছ। জানো যে স্বর্গে করা রাজত্ব করতেন। শৈশবের রাধে-কৃষ্ণ তারা-ই আবার লক্ষ্মী নারায়ণে পরিণত হয়। এখন তো বাবা এসেছেন। ভিন্ন নাম রূপ দ্বারা লক্ষ্মী নারায়ণ পড়াশোনা করেছেন। শ্রী কৃষ্ণ শ্যাম স্বরূপে এখানে বসে আছেন। বাবা তাঁকে ঐ পারে নিয়ে

যান। শাস্ত্রে দেখানো হয় কৃষ্ণকে ঝুড়িতে করে ঐ পারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন শিববাবা এসেছেন। বাচ্চারা তোমাদের নয়নে বসিয়ে স্বর্গের মালিক করেন। সম্পূর্ণ বংশাবলীকে জ্ঞান প্রদান করে বাবা-ই নিয়ে যান - কংস পুরী থেকে কৃষ্ণ পুরী। একজনের তো কথা নয়। রাবণ পুরী থেকে তোমাদের সকলকে মুক্ত করে , নয়নে বসিয়ে সুখধামে নিয়ে যাই। আমি বাচ্চাদের স্বর্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এসেছি। তারপর এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। যুদ্ধের কথা তো শাস্ত্রেও লেখা আছে। কিন্তু বুঝতে পারেনা। এই দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাও অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছেন। এখন বাবা বলছেন এই সব ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো। আমি সকলের সদগুরু। কংসপুরী কলিযুগকে, কৃষ্ণপুরী সত্যযুগকে বলা হয়। এখন তোমাদের রাবণ পুরী থেকে রাম পুরী অথবা কৃষ্ণ পুরী নিয়ে যাই। তোমরা সুখধাম কৃষ্ণ পুরীতে যাবে ? গায়ন আছে কিনা - ভজ রাধে গোবিন্দ এ হল ভক্তি মার্গ। এখন তোমরা রাধে গোবিন্দ স্বরূপে আবার পরিণত হচ্ছে। এখন তোমাদের দ্বি-মুকুট নেই - না আলোর মুকুট, না রাজার মুকুট। পবিত্রদের আলোর মুকুট প্রদান করা হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ তো হলেন সদা-ই পবিত্র । তাঁদের কখনও সন্ধ্যাস করতে হয়না। সন্ধ্যাসী জন্ম নিয়ে ঘর সংসার ত্যাগ করে পবিত্র হওয়ার জন্য। তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে এই একটি জন্ম সন্ধ্যাস নিতে হয়। তারা ২১ জন্মের জন্যে পবিত্র হয়না। তারা প্রথমে বিকারীদের কাছে জন্ম গ্রহণ করে পতিত হয় তারপর পবিত্র হওয়ার জন্যে ঘর সংসার ত্যাগ করে। ঐ হল রজো গুণী সন্ধ্যাস। বাবা বলেন আমি হলাম নলেজফুল। নলেজফুল , রিসফুল আমার মধ্যে ফুল নলেজ আছে। সূক্ষ্ম বতন , মূল বতন, স্থূল বতন এবং সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের ফুল নলেজ বাচ্চারা তোমাদের প্রদান করি , যাতে তোমরাও ফুল অর্থাৎ সম্পূর্ণ হও। দেবী-দেবতারা সম্পূর্ণ হন। তোমরা বাচ্চারা বাবার কোলে এসেছ। জানো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পুনরায় রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। এইটি হল হার জিতের খেলা। মায়ার কাছেই হার, মায়ার সাথেই জিত। তোমরা সর্ব শক্তিমানের সঙ্গে যোগ করে, শক্তি নিয়ে মায়াকে পরাজিত কর। বুঝতে পারো যে আমাদের ৮৪ জন্মের ড্রামা এখন পূর্ণ হচ্ছে। আমরা আবার রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। লক্ষ্মীনারায়ণকে ক্ষীর সাগরে দেখানো হয়েছে। এইটি হল বিষয় সাগর। রাধে-কৃষ্ণ তো শিশু ছিলেন। কৃষ্ণকে খুব ভালোবেসে বুলায় দোলানো হয়। জানে - তিনি হলেন স্বর্গের প্রিন্স। কৃষ্ণকে ১৬ কলা সম্পন্ন বলা হয়, রামকে ১৪ কলা সম্পন্ন। সেই কৃষ্ণ আবার ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় পরিণত হন। পুনর্জন্ম তো হবেই । বাবা বুঝিয়েছেন - পুরোপুরি ৮৪ জন্ম তো সবার হবেনা। অন্য ধর্মীয় জনের ৮৪ জন্ম হবেনা। বুঝবার কথা এইসব। পিতার কাছে নিশ্চয়ই বর্সা প্রাপ্তি হবে। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক করবেন। তিনি পিতা পরম ধামে বাস করেন। আমরাও সেখান থেকেই আসি। বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করলেই শান্তি প্রাপ্ত হবে। মানুষ তো জিজ্ঞাসা করে - পরমাত্মার সঙ্গে যোগ কিভাবে করতে হয় ? তোমরা তো এখন সব কিছু বুঝেছ।

বাবা আসেন দুঃখধাম ও সুখধামের সঙ্গমে। কলিযুগ অন্ত হল দুঃখধাম, সত্যযুগের আদি হল সুখধাম। দুঃখধামকে পরিবর্তন করে সুখধামে বাবা-ই বসাবেন। এইটুকুই বুঝবার কথা। এই পড়াশোনা পবিত্রতা ছাড়া কেউ পড়তে পারেনা তাই এখানে পতিতদের বসতে দেওয়া হয়না। বোঝাতে হবে - তোমরা অর্ধকল্পের মহা রুগী। মায়া তোমাদের মহা রুগী বানিয়েছে তবেই সর্বপ্রথম ভাঙিতে বসানো হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন সবার অকুপেশন জেনেছ। শিবের মন্দিরে গেলে বুঝে যাবে - ইনি হলেন বাবা গতি-সদগতি দাতা। সবচেয়ে বিশাল তীর্থ স্থান হল ভারত। কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখা আছে। শিববাবার নাম লুপ্ত হয়েছে। শিববাবা-ই এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। গঙ্গা

নদী কোনো পতিত পাবনী নয়। সে নদীর উৎস হয় পাহাড় থেকে। নদীকে পতিত পাবনী কিভাবে বলা হবে। একেই বলে অন্ধ শ্রদ্ধা। মানুষ কি কি করতে থাকে। গায়ন করে - মানুষ জন্মের মত দুর্লভ জন্ম হয়না। সেই দুর্লভ জন্ম তোমাদের এখনই যখন বাবা আসেন। এইটি হল তোমাদের অমূল্য জন্ম। তোমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর তাই শিব-শক্তি ভারতমাতা গায়ন আছে। তোমরা জানো - বাবা পবিত্রতার সাহায্যে শুধু ভারত নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করেন। যারা পবিত্রতার আগুল দিয়ে সাহায্য করে, মন্মনাভব হয়ে থাকে, তারাই হল সহযোগী। এর অর্থ তোমরাও ভালোরকম জানো। ব্রহ্মাবাবাও শুরুতে জানতেননা। অনেক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। তবেই বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো। আমি-ই তোমাদের সব। গতি-সদগতি দাতা। মানুষ হল পতিত। এখন তোমরা এসেছ শিববাবার কাছে, ব্রহ্মা দ্বারা বর্ষা নিতে। এই নিশ্চয় ছাড়া কেউ আসতে পারেনা। নিশ্চয় ছাড়া এসে আরও অশান্তি ক্রিয়েট করবে। তোমরা ভারতকে সুপ্রিম শান্তিতে নিয়ে যাও। এই হল স্থাপনার কাজ, যা মানুষ করতে পারেনা। তোমরাও শিববাবার সাহায্যে এই কাজ করছ। তোমরা প্রাইজ কি প্রাপ্ত কর? স্বর্গের মালিক হও। এমন বাবার আপন হয়েও যদি নিশ্চয় বুদ্ধি নয় তবে মায়া একেবারে গ্রাস করে নেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই একটি জন্মে পুরানো দুনিয়া থেকে সন্ধ্যাস নিয়ে বাবার সহযোগী হতে হবে। এক আগুল পবিত্রতার সহযোগ দিতে হবে এবং মন্মনাভব থাকতে হবে।

২) ভারতকে সুপ্রিম শান্তিতে নিয়ে যাওয়ার সেবা করতে হবে। এই শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে বাবার স্মরণে থেকে শক্তি প্রাপ্ত করতে হবে। শক্তির দান করতে হবে।

বরদান :- সদা বাবার মতন হয়ে নিজের সম্পন্ন স্বরূপ দ্বারা সকলকে বরদান দিতে পারা বরদানী মূর্ত হও

ব্যাখ্যা: ভারতে বিশেষ ভাবে দেবীদের বরদানী স্বরূপে স্মরণ করা হয়। কিন্তু এমন বরদানী মূর্ত তারা-ই হয় যারা বাবার মতন সমান এবং সমীপ অর্থাৎ বাবার নিকটে অবস্থান করে। যদি কখনও বাবার সমান, কখনও সমান নয় বরং শুধুই নিজের পুরুষার্থ স্বরূপ হয় তবে বরদানী হতে পারবে না কারণ বাবা পুরুষার্থী হন না তিনি সর্বদা সম্পন্ন স্বরূপ থাকেন। সুতরাং যখন সমান অর্থাৎ সম্পন্ন স্বরূপ হবে তখন বলা হবে বরদানী মূর্ত।

স্লোগান - স্মরণে তীর বেগে দৌড় দাও তাহলে বাবার গলার মালা, মালার বিজয়ী দানা হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা, আগে নিজের প্রতি কল্যাণ করো, তারপর এটা তোমার দায়িত্ব, তোমার পরিবারকে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা দেখানো, এইজন্য তাদেরও উপযুক্ত বানানোর পুরুষার্থ করো"

প্রশ্নঃ - কোন রেসের আধারে তোমরা শিবালয়ের মালিক হবে ?

উত্তরঃ - ফলো ফাদার-মাদার । শুধু এক জন্মের পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । নরক থেকে হৃদয় সরিয়ে নাও । শিববাবা তোমাদের জন্য শিবালয় স্থাপন করছেন, যেখানে তোমরা চৈতন্য রূপে রাজত্ব করবে । তোমরা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকাকালীন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করলে রাজচক্রবর্তীর তিলক লাভ করবে অর্থাৎ শিবালয়ের মালিক হয়ে যাবে ।

গীতঃ - তুমিই মাতা পিতা . . .

ওম্ শান্তি । কিছু না কিছু তোমাদের বলতেই হয়, 'ওম্ শান্তি' অথবা 'শিবায় নমঃ' । তারা বলে, পরমাত্মায়ে নমঃ , আমরা বলি ওম্ শান্তি । এটা হলো নিজের আর বাবার পরিচয় দেওয়া । ভক্তরা সেই মহিমা করে, "ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা" অর্থাৎ তুমি মাতা এবং পিতাও তুমি ...সেক্ষেত্রে তোমরা হলে বাচ্চা । ভক্তরা যাঁর মহিমা ভক্তিমাগে করে, আজ সেই বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন । তিনি পূর্বেও নিশ্চয়ই সামনে ছিলেন, আবারও একবার তিনি তোমাদের সামনে এখন বসে আছেন । এই ব্যাপারগুলো এখন তোমরা বাচ্চারাই জানো । ভক্ত জানেনা । তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এক এবং অদ্বিতীয়, যাঁর এখন মহিমা হচ্ছে । উঁনি অর্থাৎ বাবা তোমাদের কতো সুখ দিচ্ছেন, যাতে আবারও তোমরা ২১ জন্ম দুঃখী হবেনা । এমন বাবার সামনে তোমরা বসে আছ । তোমরা জানো যে ইঁনি তোমাদের বেহদের বাবা এবং তিনি আমাদের স্বর্গসুখ দেওয়ার জন্য সার্ভিস করছেন । বাবা সর্বদা বাচ্চা রচনা করেন, তাদের সেবা করে উপযুক্ত বানান । বাবা যেন বাচ্চাদের গোলাম হয়ে যান । লৌকিক বাবাও তার বাচ্চাদের পালনা দিতে অনেক মেহনত করে । দিনরাত এই চিন্তা থাকে, বাচ্চাদের সেবা করে তাদের উপযুক্ত বানায় । সে হদের রচনার গোলাম । ইঁনি হলেন বেহদের বাবা । ইঁনি বলেনও, বাচ্চারা, পূর্ণরূপে ফলো করো আর তোমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে স্বর্গের মালিক হও । বাচ্চাদের প্রতি সবসময় ক্ষমাশীল হতে হয় । সেনসিবল বাবা বলবে, কেন না আমার সাথে বাচ্চাদেরও প্রকৃত এই আয় উপার্জনে সক্ষম করে তুলি ! অর্ধকল্প অবধি লৌকিক বাচ্চাদের স্থূল পালনা দেওয়া হয়েছে । তারা বাচ্চাদের পালনা দিয়ে বড় করেছে, উপযুক্ত বানিয়েছে । তারা বাচ্চাদের জন্য উইল তৈরি করে, ব্যস্ ! তারপর দেহ ছেড়ে দেয় আর গিয়ে অন্য জন্ম নেয় । তারা হদের বাবা আর এখানে, ইঁনি বেহদের বাবা । তারা হদের ব্রহ্মা, রচনা রচন করে আর তারপর তাদের গোলাম হয়ে যায় । তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এটা নিশ্চিত করতে যে তাদের বাচ্চারা না কোথাও কুসঙ্গে খারাপ হয়ে যায় এবং তাদের না বদনাম করে । যতই হোক, সেটা হলো স্বল্পকালীন সুখ । তারা জানেনা, তাদের বাচ্চা সুপুত্র হবে না কুপুত্র হবে ! কেউ কেউ এমন কুপুত্র হয় যে সবকিছু নষ্ট করে ফেলে । তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের বাবার সম্পত্তি একেবারে উড়িয়ে বরবাদ করে দেয় । এই কারণে খুব সামলে চলতে হয় । বেহদ বাবার কত ব্যগ্রতা ! তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকার নাও আর তোমাদের নিজের রচনাকে উত্তরাধিকার দাও । কিন্তু, তাও যদি বাচ্চা অনুপযুক্ত হয় তো বাবার কথা মানেনা । বাবা বলেন, পড়ো , কিন্তু তারা পড়েনা । পবিত্র

হয়না । কোনোমতে কোটির মধ্যে কেউ, আর কেউ-এর মধ্যেও কেউ আঙ্গাকারী বেরোয় । এখানে তোমরা শ্রীমৎ পাও । 'তুমি মাতাপিতা', শুধু এই 'এক' -এরই মহিমা । যেমনই হোক, না জানার কারণে মানুষ কৃষ্ণের সামনে, লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে বলবে, 'তুমি মাতাপিতা'... এটাও অন্ধশ্রদ্ধা । লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁদের প্রারন্ধ ভোগ করেন । তাঁদের নিজেদের বাচ্চা আছে । তাহলে কিভাবে আমরা তাঁদের মাতাপিতা বলতে পারি ! বাস্তবে, এই মহিমা 'এক' -এরই । তোমরা গীতে শুনেছ, উঁচু থেকেও উঁচু শিববাবা । সবার সদগতি দাতা, একমাত্র তিনিই সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যান । সুতরাং এমন বাবার শ্রীমতে তো চলাই উচিৎ । তারা বোঝে যে শুধুমাত্র মাতাপিতার থেকেই ২১ জন্মের অফুরন্ত সুখ তারা লাভ করে । তবুও অতিকষ্টে কেউ কেউ এমন শ্রীমৎ মেনে চলে । তোমরা অতি শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার লাভ করো । বাবা বলেন, তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য আমি হাতের করতলে স্বর্গ নিয়ে এসেছি । যখন তোমরা শ্রীমতে চলো, তোমরা সুযোগ্য হয়ে ওঠো । প্রতি পদে তোমাদের শ্রীমৎ নিতে হবে । তাঁর মতে যদি না চলো তো উঁচু পদ লাভ করায় অসমর্থ থেকে যাবে । স্বর্গে যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, সেটা কেউ জানেই না । আগে আমরাও বলতাম, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে অথবা, সন্ন্যাসীদের কারও মৃত্যু হলে তারা বলবে, জ্যোতি জ্যোতিতে মিলে গেছে । যেমনই হোক, সেখানে কেউ যায়না । জীবনমুক্তি বা মুক্তি দাতা এক এবং একমাত্র বাবা, তিনি না আসা পর্যন্ত কেউ যেতে পারেনা । সেটা নিরাকার দুনিয়া । নিরাকার আত্মারা এবং নিরাকার বাবা ওখানে থাকেন, যাকে বলাও হয় পরমধাম । যাদের সায়েন্সের দাঙ্কিতা আছে, তারা মনে করে এখানে জন্ম নিয়ে এখানেই তাদের মৃত্যু । সৃষ্টিচক্র সম্বন্ধে কারও জানা নেই । সর্বব্যাপী সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারেনা । তোমরা এখন বাবাকে খুঁজে পেয়েছ । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এখন ফিরে চলো । কল্প পূর্বের মতো সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি । তোমরা সব আত্মাদের মধ্যে খাদ পড়েছে । সব আত্মা এবং তাদের দেহ আয়রণ এজেড হয়ে গেছে । তাদের আবারও সতঃপ্রধান হতে হবে । তোমরা আত্মারা যখন সতঃপ্রধান ছিলে, তখন গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ড ছিল । পবিত্র আত্মার খাঁটি সোনার মতো শরীর ছিল । তাদের প্রকৃত অলঙ্কার বলা হতো । দেখ! এখন কি হয়ে গেছে ! এমনকি এক পার্সেন্টও খাঁটি সোনা নেই । খাদ মিশে গেছে । বাবা এখন বলেন, "একমাত্র আমাকে, তোমাদের বাবাকে, স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হতে থাকবে আর আত্মাও উড়তে শুরু করবে" । ওড়ার পাখাগুলো এখন ভেঙে গেছে । তোমরা যেমন পুরুষার্থ করবে, সেই অনুযায়ী পদ প্রাপ্ত করবে । এই পঠন-পাঠন কত শ্রেষ্ঠ ! ভগবানুবাচঃ, "আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, যা থেকে তোমরা রাজাধিরাজ হবে" । বিকারী পূজারী রাজাদেরও তোমরা পূজ্য হবে ।

গায়ন আছে, নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারী । তোমরা জানো যে তোমরা পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে এবং সেই তোমরাই আবার পরে পূজ্য চন্দ্রবংশী হয়েছিলে । আমরা সেই পূজ্যই, পূজারী হই । বাবা এসে আমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাচ্ছেন । ব্রহ্মার তথা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের রাত্রি এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । রাত কবে থেকে আরম্ভ হয় তা' শাস্ত্রবাদীরা জানেনা । ব্রহ্মার দিন সত্যযুগ ত্রেতা, দ্বাপর থেকে রাত্রির শুরু । এইসব বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে আমরা আবার নতুনভাবে রাজ্যভাগ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করবো । সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না । সেখানে প্রারন্ধভোগ থাকবে । সেখানেও তোমরা তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করো । কিন্তু সেটা এই সময়ের প্রারন্ধ যা ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে । সমগ্র নাটক ভারতের ওপরে আধারিত । সত্যযুগে যে দেবী-দেবতাদের রাজ্য বিদ্যমান ছিল তা' এখন আসুরিক হয়ে গেছে । প্রজাদের ওপরেই প্রজাদের রাজত্ব । বাবা বলেন, "বাচ্চারা, হিয়ার নো ঐভিল, সী নো ঐভিল" ... তারা বাঁদরের চিত্র প্রদর্শন করে । এই সময় মানুষ বাঁদরের মতো হয়ে গেছে, সেইজন্য তারা বাঁদরের মুখ দেখায়, কিন্তু এটা এই

সময়ের । একেই বলা হয় চরম খাই, নরক । বিষাক্ত বিছের মতো পরস্পরকে হল ফুটিয়ে আঘাত করে অর্থাৎ বিষম বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তির মতো পরস্পরকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা দেয় । এমনকি বাচ্চারা বাবাকেও খুন করে দেয় । মায়া সবাইকে ডাটি (কালিমালিপ্ত) বানিয়ে দিয়েছে । ভারত হেভেন ছিল, এখন হেল-এ পর্যবসিত হয়েছে । ৮৪ জন্ম ভারতবাসীর । বাবা বলেন, আমি কতো বোঝাই তোমাদের । তিনি বলেন, "আই অ্যাম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার । ফাদার সার্ভেন্ট, টিচার সার্ভেন্ট, গুরু সার্ভেন্ট । এখন আমি এসেছি । পান্ডারাও যাত্রীদের সার্ভেন্ট হয় - তাদের রাস্তা দেখায় । এখন তোমরা সব বাচ্চাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি গাইড হয়েছি । আমি তোমাদের লিবারেট করি । হিস্ট্রি অবশ্যই রিপিট হবে । গ্রন্থেও বলা হয়েছে, 'আমি সত্য, যা কিছু হয় তা' সত্য ...ঈশ্বর নিরাকার' " . . . এ হলো ঈশ্বরের মহিমা । একদিকে তারা বলে, তিনি অযোনি অর্থাৎ জন্মের উদ্দেশ্য, অন্যদিকে বলে তিনি সর্বব্যাপী । যেদিক পানে চাই শুধু তুমি আর তুমি । আমরা এখানে এসেছি উপভোগ করতে - অনেকেই এইরকম বলে । এখন বাবা বলেন, এইসব চিন্তাধারা তোমাদের ডুবিয়ে দেবে । সর্বব্যাপীর অস্পষ্ট ধারণা তোমাদের ডুবিয়ে দেয় । বাবা কতো বোঝান ! কেউ কেউ তো খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চয় করে নেয়, বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে । এঁনার মতো সুইট ফাদার তোমরা আর কাউকে পাবেনা । ইনিই স্বর্গ স্থাপনকারী বাবা । যখন আমরা বাবাকে পেয়েছি তখনই আমরা স্বর্গের মালিক হয়েছি । এমন বাবাকে অতি দ্রুত নিজের করে নেওয়া উচিত । আমি বাচ্চাদের চাই, যারা পূর্ব কল্পে আমার হয়েছিল, তারাই এসে সুযোগ্য বা অযোগ্য হবে, যেমন পূর্ব কল্পে হয়েছিল । মাতাদের এবং বাচ্চাদের দায়িত্ব ক্রিয়েটর বাবার উপরে । তাঁরই দায়িত্ব বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক বানানোর । সবার আগে নিজের প্রতি সদয় হও । এমন নয় যে বাবা কৃপা করবেন আর সব লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে ! এটা বড় পরীক্ষা । মাত্র আটেরই স্কলারশিপ লাভ হয় । তারপর ১০৮, লটারী হয়, তাই না ! বাবা বলেন, দেহের সাথে দেহ-সম্বন্ধিত যাকিছু আছে, সব ভুলে যাও । নিজেকে অশরীরী মনে করো এবং আত্মা নিশ্চয় করো । এমন তো নয় যে তোমরা পরমাত্মা । তারা বলে, যে আত্মা সেই পরমাত্মা । মনে ভাবে, আত্মা পরমাত্মাতে লীন হবে । যতক্ষণ লীন না হয়ে যায় ততক্ষণ আত্মাকে পরমাত্মা বলা যাবেনা । যাই হোক, কোনো আত্মাই পরমাত্মাতে লীন হয়না । এই ড্রামা অনাদি, পূর্ব নির্ধারিত । পাঁচ - ছ' কোটি অ্যাক্টর আছে । সব অ্যাক্টর তাদের নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে, সেই ভূমিকা তাদের পালন করতে হবে । সব আত্মার মধ্যে ইমর্টাল পার্ট অন্তর্ভুক্ত করা আছে । বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারেনা । বাবা এসে তোমরা সব বাচ্চাদের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়ে ত্রিকালদর্শী বানান । ছবিতে দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয় । বাস্তবে, তৃতীয় নয়ন না আছে দেবতাদের, না আছে শূদ্রের । ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ তোমাদের তৃতীয় নয়ন আছে যা দিয়ে তোমরা সবার অক্যুপেশন জানো । সত্যখন্ড এবং অসত্য খণ্ডের অবস্থাও জানতে পারো । তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থ অনুযায়ী নম্বরক্রম আছে । এটা পাঠশালা, এর মধ্যে অঙ্কশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই । তোমাদের জীবিকা নির্বাহের কাজকর্ম করতে থাকো, কেবলমাত্র নিজের বাবাকে আর স্বর্গকে স্মরণ করো তো রাজচক্রবর্তীর তিলক লাগবে । আত্মাই স্মরণ করে । আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে । বাবা আত্মাদের সাথেই কথা বলেন । "আমি তোমাদের বাবা" । কল্প পূর্বেও তোমরা উত্তরাধিকার নিয়েছিলে । তোমরা সূর্যবংশী রাজ্য শাসন করেছ । তারপরে চন্দ্রবংশীতে গেছ । কলা ক্রমশঃ কমতে কমতে তোমরা বৈশ্য, তারপরে শূদ্র হয়েছ । এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে যে নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । "আমাকে স্মরণ করো, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে" । যদি শ্রীমৎ তোমরা অনুসরণ না করো আর দেহ-অভিমানী হও, তবে চোট লাগবে । তখন বৃহস্পতির দশা পরিবর্তিত হয়ে রাহুর দশা আসবে । যদি তোমরা বাবাকে ত্যাগ করো তো চরম নরকবাসী হবে । বাবা বলেন, উঁচু পদ পেতে হলে রেস করো । এখন যদি তোমরা উঁচু পদ

পাও, তবে প্রতি কল্পে পেতে থাকবে। শুধু এক জন্মের জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করলে ২১ জন্ম স্বর্গের মালিক হতে পারবে। এখন নরক থেকে মন সরিয়ে নাও। শিববাবা তোমাদের জন্য শিবালয় স্থাপন করছেন, যেখানে তোমরা চৈতন্য দেবতারাজ্য করবে। তাহলে, শিবালয়ের মালিক হতে চাও? ফুলো মাদার-ফাদার। যাকিছু আছে সব তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য। রাজাও তোমরাই হবে, তোমরাই ছিলে। এখন তোমরা ভিত্তারী হয়েছ। এইসব অন্য ধর্মের বিষয় নয়। এটা দেবী-দেবতা ধর্মের, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, এইজন্য হিন্দুদের সংখ্যা কম হয়ে গেছে। নয়তো, ভারতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত। তোমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন! কত মনোযোগ দেওয়া উচিত! এটা অতি ওয়াল্ডারফুল স্টাডি। বয়স্ক বাচ্চা অল্পবয়সী সবাই পড়ে। এমনকি, যারা অসুস্থ তারাও পড়তে পারে। যদি তোমরা বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ না করো তো মায়া তোমাকে খাপ্পড় মারবে। ক্লাড দিয়ে লিখে দেওয়া উচিত আমি দিনরাত বাবাকে স্মরণ করবো। আমি শিববাবার হাত শক্ত করে ধরে রাখবো। বাবা যা বলবেন, আমি তাই করবো। শিববাবা বলেন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করো। আর তারপরে তার থেকে দু'মুঠো শিববাবার সার্ভিসে লাগিয়ে দাও এবং এটার রিটার্নে তুমি এত লাভ করবে যা বিত্তবান ব্যক্তি লাখ দিয়ে যা লাভ করে তার সমান হবে। প্রত্যক্ষফল লাভ হবে। আচ্ছা।

মাতাপিতা বাপদাদার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) দেহ তথা দেহের সর্ব সঙ্কল্প ভুলে অশরীরী আত্মা হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বাবার থেকে শ্রীমং নিয়ে প্রতি পদে চলতে হবে।

২) পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। দূঢ় সঙ্কল্প করতে হবে যে "দিনরাত এক বাবারই স্মরণে থাকবো এবং বাবা যা বলবেন তা অবশ্যই করবো"। হিয়ার নো ঈভিল, সী নো ঈভিল (না মন্দ দেখ, না মন্দ শোনো)।

বরদানঃ - সেবা এবং যেকোন ডিউটি পালন করাকালীন নিজেকে সেবাধারী মনে করে ডবল ফলের অধিকারী ভব

যেকোন কার্য করার সময়, দফতরে (অফিস) যাওয়া অথবা তোমার বিজনেস চালাতে গিয়ে সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে, সেবার জন্য তোমরা এই ডিউটি করছ। সেবার নিমিত্ত এই কাজ করছি, তখন নিজে থেকেই সেবা তোমার কাছে আসবে আর যত সেবা করবে ততই খুশি বাড়তে থাকবে। তোমার ভবিষ্যতের জন্য তো জমা হবেই, উপরন্তু খুশির প্রত্যক্ষফল লাভ করবে। সুতরাং তোমরা ডবল ফলের অধিকারী হয়ে যাবে। স্মরণ আর সেবায় বুদ্ধি যদি বিজি থাকে, তোমরা সদাই ফল খাবে।

স্লোগানঃ - যারা নিরন্তর খুশি থাকে তারা নিজেদের আর অন্য সকলের প্রিয় হয়।

০৩-০৫-১৮ :

প্রাতঃমুরলী

ওঁ শান্তি!

"বাপদাদা"

মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - উন্নতি-সাধনের একমাত্র নির্দেশক শিববাবা। তাই কেবলমাত্র ওঁনার মত অনুসারেই সদা চলতে থাকো। বাবার সাম্ভা-বাচ্চা হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকার নাও"

প্রশ্ন :- বিপিতা অর্থাৎ সংবাপের বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ের উপর নিশ্চয়তা না আসার কারণে সম্পূর্ণরূপে বাবার সাহায্যকারী বাচ্চা হতে পারে না ?

উত্তর :- সংবাপের বাচ্চাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তাই আসে না যে, পবিত্র হতে পারলে তবেই তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়ারও যে স্থাপনা হতে পারে না। আর এই বিষয়েই যখন নিশ্চয়তা ও বিশ্বাস আসে, তখনই সে সম্পূর্ণরূপে বাবার সাহায্যকারী হয়। বাবার সাম্ভা বাচ্চাদের নিদর্শন হলো, বাবার উপযুক্ত বাচ্চা হবার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করতে থাকা এবং বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে নিজেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ রূপে গড়ে তোলা।

১১ গীত :- নিজের ভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি

আমি এক নতুন দুনিয়া রচে এসেছি.....

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা, গীত তো শুনলে। এ তো তোমাদেরই বক্তব্য, তোমরা তেমন পার্শালায় এসেছো, যাকে কোনও সাধারণ সংসঙ্গ বলা চলে না। যেখানে তোমরা সত্যের সঙ্গী। এই সত্য বলা হয় কেবলমাত্র একজনকেই-পরমপিতা পরমাত্মাকে। বাচ্চারা, তোমরা এখন সেই সত্য অর্থাৎ অসীম বেহদের বাবার কাছেই বসে আছো। এই বাবা কিন্তু বাস্তবে দুইজন। একজন জাগতিক হদের বাবা এবং অপরজন অসীম বেহদের বাবা। একজন সব আত্মাধারীদের নিরাকারী বাবা, অপরজন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা এখন এই দুই বাবার সান্নিধ্যে রয়েছো। অসীম বেহদের বাবা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তিনি একজনই। যিনি ভক্তদেরও ভগবান। ভক্ত তো অসংখ্য, কিন্তু ভগবান একজনই। যিনি নিরাকার, তিনিই সেই অসীম বেহদের বাবা। আর অপরজন প্রজাপিতা ব্রহ্মা যিনি জাগতিক হদের বাবা। এছাড়াও তৃতীয় আর একজন আছে যিনি জাগতিক লৌকিক বাবা অর্থাৎ শরীরের জন্মদাতা। যে শরীরের জন্ম হয় বিকারের দ্বারা। তাকে কুখ-বংশাবলী অর্থাৎ শরীরধারীর দ্বারা সৃষ্ট শরীরের বাবা বলা হয়। বর্তমানের এই কলিমুগী দুনিয়াকে বলা হয় পাপ-আত্মাদের দুনিয়া। অপরটি হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া, অর্থাৎ নির্বিকারী দুনিয়া বা নতুন দুনিয়া। দুনিয়া কিন্তু একটাই- দুটো নয়। তেমনি ঘর অর্থে ধাম তাও একটা, দুটো নয়। শুরুতে যাকে নতুন ঘর বলা হয়, ধীরে ধীরে সেটাই পুরোনো হতে থাকে। যেমন, এই ভারতই যখন নতুন অবস্থায় ছিল, তাকে বলা হতো সত্যযুগ, কিন্তু বর্তমানে তার পুরোনো অবস্থার জন্য তাকেই বলা হয় কলিমুগ। মানুষের এত দুঃখ-কষ্টের কারণের জন্য একেই বিকারী দুনিয়াও বলা হয়। কিন্তু এই বিশ্বই যখন নতুন অবস্থায় ছিল, ভারতও তখন নতুন ছিল। বিশ্ব-সৃষ্টি জগৎ পুরোনো হওয়ায় সাথে সাথে ভারতও পুরোনো হয়েছে এখন। নতুন ভারতে একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। যা একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, আর তখন অন্য কোনও দেশও ছিল না। যা গত ৫-হাজার বছর পূর্বের ঘটনা। এই ভারতকেই তখন স্বর্গ-রাজ্য বলা হতো। এরপর গুণ ও শক্তির মান অর্থাৎ কলা দুই ভাগ কম হওয়াতে, ত্রেতাতে রাম-সীতার রাজত্ব চলে। দেবতারা তখন ঋগ্বেদ-ধর্মে

এসে যায়। সত্যযুগ আর ত্রেতা এই দুইয়ের মিলিত ধামকে সুখধাম বলা হয়। এরপর দ্বাপর থেকেই দুঃখধাম শুরু হয়। আর তখন থেকেই শুরু হয় ভক্তি-মার্গ। যে ভারত ইতিপূর্বে এত শান্তি-সদগতির দেশ থাকে, সে তখন হয়ে পড়ে দুর্গতি অবস্থায়। শুরুতে সত্যযুগে ১৬-কলা শান্তি-সদগতি, তারপর ত্রেতায় ১৪-কলা শান্তি-সদগতি, এরপরেই দ্বাপর থেকে যখন বান্দ-মার্গ শুরু হয়, তখন থেকেই ভারতবাসীদের দুঃখের দিন শুরু হয়। আর এই দুঃখের কারণ হলো রাবণ। বর্তমান সময়টা রাবণের রাজত্ব। তাই রাবণের মত অনুসারেই চলতে হয় সবাইকে। ফলে ঈশ্বরকেও সঠিক ভাবে জানতে পারে না কেউ। অথচ, যে ঈশ্বরের মত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মত। তাই তো এখনও একথা প্রচলিত আছে। তোমরা (বি.কে.-রা) এখন এসেছো, নতুন দুনিয়ায় নিজেদের ভাগ্যের জাগৃতি আনতে। অপরদিকে জগতের মানুষেরা পুরোনো দুনিয়ার জন্য কত কিছুই প্রয়াস চালাচ্ছে।

তোমরা জানতে পেরেছো, নিকটেই মহাভারতের ভীষণ যুদ্ধ হতে চলেছে এই পুরোনো দুনিয়া বিনাশের লক্ষ্যে। কিন্তু, বিনাশের পূর্বে নতুন সৃষ্টিরও তো প্রয়োজন। তাই বাবা এখন এই নতুন সৃষ্টির রচনা রচাচ্ছেন (তোমাদের দ্বারা)। তোমরা বি.কে.-রা সবাই ঈশ্বরীয় সন্তান। এর পূর্বে তোমরাই ছিলে আসুরী সন্তান। কিন্তু এখন তোমরা সদা পবিত্র পতিত-পাবনের সন্তান হয়েছো, সুখধামের আশীর্বাদী-বর্ষা পাবার লক্ষ্যে অর্থাৎ দেবতা পদ লাভ করার জন্য, অসীম বেহদের বাবার কাছে থেকে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তুলতে। তাই অসীম বেহদ থেকে বাবা আবার এসেছেন, তোমাদেরকে বেহদের সুখ দেবার জন্য। ভারতবাসীরা এখন কানাকড়িহীন দুর্দশা অবস্থায়। সেই রাজ-তন্ত্রের যুগ আর নেই, তাই রাজাও কেউ নেই। এখন প্রজারাই প্রজাদের শাসক। পূর্বে যারা পবিত্র দেবী-দেবতা ছিল, তারাই এখন পতিত অবস্থায়। তাই তো লোকেরা এমন ভাবে ডাকতে থাকে- "হে পতিত পাবন, তুমি এসো।" রাবণকে তো কতই জ্বালাতে থাকে, রাবণ কিন্তু ভয় না তাতে। সত্যযুগে তো আর রাবণকে জ্বালাবার প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু সত্যযুগ হলো "ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথোরিটি" (সমগ্র বিশ্বের সর্বশক্তিমান অধীশ্বর) দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। কিন্তু বর্তমান সময়ে সকলেই নরকবাসী হয়ে পড়েছে। অতএব তোমাদের এই পাড় পেড়িয়ে ভবপারের ওপারে যেতেই হবে। আর এর হাল ধরার কাণ্ডারী কেবল একজনই, যিনি স্বয়ং এসে সাথে করে বিষয়-সাগর থেকে ক্ষীর-সাগরে পৌঁছে দেন। বর্তমান দুনিয়ায় যারা ঐশ্বর্যশালী, সুখ ভোগের মধ্যে থেকে তারা ভাবে, এখনকার এই দুনিয়াই স্বর্গ-রাজ্য। আর যারা গরীব, তারা অবশ্যই নরক ভোগ করছে। আসলে তাদের প্রকৃত ধারণাটাই যে নেই, প্রকৃত স্বর্গ-রাজ্য বলা চলে কাকে! কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা এখন তা জানো। সত্যযুগ হলো পারসনাথ আর পারসনাথীনিদের রাজত্বের রাজ্য। তোমরা এখন তোমাদের প্রকৃত বাবাকে খুঁজে পেয়েছো। আর উনি যখন বাবা, সেক্ষেত্রে তো তার সম্পদেরও অধিকারীর আশীর্বাদও পাবে তোমরা। তোমাদের স্মরণে রাখা উচিত, এই তোমরাই একদা শান্তিধামবাসী ছিলে। সেই পরমধাম থেকেই এখানে এসেছো নিজের কর্মফল অনুযায়ী কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে। কিভাবে বা কোন কারণে এই ৮৪-জন্ম নিতে হয়, তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে তার হিসেবও বুঝিয়ে দেন বাবা।

বাবা বলছেন- "বাম্বারা, বর্তমান সময়কালটা কলিযুগের অন্তিম পর্ব। তাই এই সময়ে তোমরা এখানে বসে স্বয়ং বাবার কাছ থেকে সহজ রাজযোগের শিক্ষা পাচ্ছে।" আগ্রহের সাথে তোমরাও বলো- "বাবা, আমরাও সূর্যবংশী ঘরানার মতন অবশ্যই তৈরী হবো।" -আর এটাই তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এটা তো স্বয়ং ভগবানের ঈশ্বরীয় পাঠশালা। ভগবান উবাচঃ -"বাম্বারা, আমি স্বয়ং এসেছি তোমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা-রূপে গড়ে তুলতে। ফলে তোমরা রাজাদেরও রাজা হতে পারো।

অতএব, বাবার সাক্ষা-বাক্ষা হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে বাবার আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকারী হও। বাবার এই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারলে, শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে। যেহেতু এই বাবা হলেন উচ্চ থেকে অতি উচ্চ সর্বোচ্চ। ইনি হলেন নিরাকার ভগবান, না তো সাকারী আর না আকারী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা আকারী দেবতা। ওনাদের ভগবান বলা চলে না। ভগবান তো কেবল একজনই, কিন্তু ভক্ত অসংখ্য। বাবা বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করছেন- মোট ভক্ত কত হতে পারে ? -- ৫০০ বা ৬০০ কোটি ? ভক্তি-মার্গের সেই ভক্তরাই ধর্ম-স্থানগুলিতে ঠেলা-ধাক্কা খাচ্ছে আর দরজায় দরজায় মাথা ঠুকছে। কেউ এখানে তো কেউ ওখানে। অবিনাশী বিশ্ব নাটকের চিত্রপট অনুসারে তোমরা সবাই এই বিশ্ব-নাট্যমঞ্চের অভিনয়কারী। অতএব নাটকের সৃষ্টিকর্তা, নির্দেশক-কে তো জানার প্রয়োজন আছে। অথচ, এসব কিছুই জানো না তোমরা। সত্যযুগে যারা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিল, তাদেরই মহিমা কত ভাবেই কীর্তন করা হয়। তারাও কিন্তু তোমাদের মতনই মনুষ্যই ছিল, তবে কেন তাদের এত মহিমা করা হয় ? - যেহেতু ঈশ্বর তাদেরকে তেমনই গুণবান করে তৈরী করেছিলেন বলে। এখনও আবার সেই বাবা-ই তোমাদেরকে তেমনি করেই গড়ে তুলছেন, অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতায়। তারপরে তোমরাও ক্রমে ক্রমে দেবতা থেকে ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হবে। নতুন দুনিয়ায় অবস্থান করার সময় যারা দেবতা, তারাই আবার পুরোনো দুনিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে তমোপ্রধান পতিতে পরিণত হয়। আবার বাবা এসে তোমাদেরকে সেই পূর্বের মতন উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। কানা-কড়ির দৈন্যদশা থেকে হীরে তুল্য বানান। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে বাবাকে চিনতে পারো, আবার কেউ বা অর্ধেক বা কিছুটা। এই অর্ধেকদেরই সৎ-বাক্ষা (বিপিতা) বলা হয়। তারা নিশ্চয়তার সাথে এ কথাও বলতে পারে না যে- বাবা, আমি অবশ্যই পবিত্র হয়ে, সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবোই হবো। তাই তারা বাবার সহযোগী বাক্ষাও হতে পারে না। সাক্ষা-বাক্ষা হতে গেলে মা-বাবার স্নেহের ও ওনাদের অনুসারী বাক্ষা হতে হয় যে। একমাত্র এমন বাক্ষারাই বলতে পারে- "বাবা, আমরা তো তোমারই ছিলাম, কিন্তু অর্ধ-জন্ম পরে তেমাকে ভুলে গিয়ে মায়ার বশে এসে গেছি। এখন আবার তোমার হয়ে পড়েছি। বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় পতিতদেরই যত মান-সন্মান। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে এমনটা হয় না মোটেই।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে শরীর ছাড়ার পূর্বে আত্মার এমন সাক্ষ্যাংকারও হয় যে, বর্তমানের শরীর ত্যাগ করে কেমন বালক হতে চলেছে। আর তা হয় আত্মার আয়ু পুরো হলেই। সেখানে অকালে কারও মৃত্যুও হয় না। অতি সহজ ভাবে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। অনেকটা যেন সাপের খোলস ত্যাগ করা বা গুঁ-গুঁ গুঞ্জন করা ভ্রমর পতঙ্গের পরিবর্তনের মতন। ভ্রমরদের মধ্যেও কত সুন্দর বুদ্ধি। কিন্তু আজকালকার মানুষদের মধ্যে সেই বুদ্ধিটুকুও নাই। তোমরা বি.কে.-রা এখন তেমনই জ্ঞানের গুঁ-গুঁ গুঞ্জন করা প্রকৃত ভ্রমর। তোমরাই অন্যসব পতঙ্গরূপী মানুষদের সামনে জ্ঞানের গুঁ-গুঁ গুঞ্জন করে তাদেরকেও মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হবার পালনা দাও। তাই তো বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে এমন সুখী বানাতে আর সহজ রাজযোগ শেখাতে। ইতিপূর্বেও বাবা তোমাদের এই রাজযোগ কবে শিখিয়েছিলেন, এখন তা তোমরা কেউ জানো না। তাই বাবা বলছেন- "আমার মিষ্টি-মিষ্টি বাক্ষারা, তোমরা কেবলমাত্র আমার এই শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজেরা শ্রেষ্ঠ হও। যেহেতু বর্তমান জগৎ-এ অন্য সবাই যেখানে চলছে আসুরী-মতে। 'ভগবান সর্বব্যাপী'- এই ধারণার জন্যই ভারতের আজ এমন মূল্যহীন কানা-কড়ি তুল্য দৈন্য অবস্থা। ফলে অন্যের থেকে ঋণও নিতে হয়। প্রকৃত ভগবান কে, তিনি থাকেনই বা কোথায় - এসব কিছুই জানে না মানুষেরা। বাস্তবে, ভগবান তো নিরাকার, তবে কেন এদিক-ওদিক

খুঁজতে যাবে তাকে ? ভগবান একথাও জানাচ্ছেন : তোমরা নিজেরাই বলো যে, তোমরা শিবানন্দের অনুসরণকারী শিবানন্দ-পন্থী। কিন্তু কৈ, তাকেও তো সেভাবে অনুসরণ করো না তোমরা! যেখানে আজকাল তার কত মান-সন্মান। শ্রীমৎ যে কেবল এই এক বাবা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার, এমনটা কিন্তু জানে সবাই। তাই তো এখন তোমরা এখানে এসেছো, ঈশ্বরের শ্রীমৎ অনুসারে চলে, ঈশ্বরের আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকার লাভ করার লক্ষ্যে। বাবা এও জানাচ্ছেন, যারা ভক্তিমার্গের রীতি-নীতিতে কেবল ঠেলা-ধাক্কা খেতেই অভ্যস্ত, তারা প্রকৃত ভগবান অর্থাৎ আমাকে আদৌ জানেই না। তারা এটাও জানে না যে, ভগবান স্বয়ং বি.কে. বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে, তাদেরকে আশীর্বাদী-বর্ষার দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তোমরা বি.কে.-রা এখন ভক্তি-মার্গের সেই ঠেলা-ধাক্কা থেকে রেহাই পেয়েছো। ভগবান উবাচঃ - "আমি এসেছি তোমাদেরকে দেবতা বানাবার উদ্দেশ্যে। কেবলমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই জানো, ভগবান স্বয়ং এসে ওনার বাচ্চাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিকানার আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে থাকেন। তেমনি তোমরা বি.কে. বাচ্চারাও যথাযথ পুরুষার্থের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো। যেখানে তোমাদের এই বাবা স্বয়ং সমগ্র বিশ্বের রচয়িতা।" অতএব, এখন থেকে আর তোমাদের ঠেলা-ধাক্কা খাবার প্রয়োজন নেই। ভক্তি-মার্গে থেকে হাজার ঠেলা-ধাক্কা খেয়েও ভগবানকে পাওয়া যায় না। আর এখানে বসেই তোমরা স্বয়ং বাবার থেকে সুখধামের প্রকৃত সুখের আশীর্বাদী-বর্ষা কত সহজেই পাও। বি.কে.-রা বাদে বাকীরা সবাই বাবার থেকে কেবল শান্তিধামের আশীর্বাদী-বর্ষা পায়। তাই বর্তমানে আগের পাপ অর্থাৎ দুঃখের খাতার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তোমরা তোমাদের সুখের খাতায় পুণ্য জমা করতে থাকো। বাকী অন্যেরা যে যার নিজ নিজ সাজা ভুগে (শান্তিধামে) নিজের নিজের বিভাগে যাবে।

বাচ্চারা তোমরা তো এই গীত শুনেই বুঝতে পারলে, নতুন দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যে, নিজের সৌভাগ্যের উদয় করতেই এখানে আসা। সেই সৌভাগ্য আবার ২১-বার-জন্ম নেবার ফলে কিছুটা পুরোনো হয়ে যায়। যে যেমন ভাবে পুরুষার্থ করবে প্রাপ্তিও তার তেমনি - তা সে সূর্য-বংশী রাজস্ব পাবার লক্ষ্যেই হোক, কিস্তা খুব ধনী প্রজাই হোক, অথবা গরীব প্রজা হবার লক্ষ্যে। কোনও কোনও প্রজা তো এমন ধনীও হয় যে, রাজাও তার থেকে ঋণ নেয় কখনও কখনও। অবশ্য এখনও কোনও কোনও এমন ধনী ব্যক্তিও আছে। কিন্তু, সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে এমন কিছু হয় না। যারা পূর্বে রাজা-রানী হয়, তাদের মধ্যেই কেউ কেউ অতি-ধনী হয়। বিশাল-বিশাল মহলে বাস করে তারা। এবার তোমাদের নিজের নিজের মর্জি - যেমনটি ইচ্ছা তেমনটি হও। এই দুনিয়ায় প্রত্যেকেই এখন খুব দুঃখী। তাই বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদেরকে সদাকালের স্বর্গ-রাজ্যের সুখ দিতে অর্থাৎ স্বর্গবাসী বানাতে। যেহেতু এখন তোমরা নরকবাসী, আবারও এখানে এই নরকে জন্ম নিলে তো সেই নরকবাসীই হতে হবে। তাই তো তোমরা এখন স্বর্গবাসী হবার লক্ষ্য নিয়ে পুরুষার্থ করছো এখন। বাবার শরীরের কোনও নাম নেই। কিন্তু, মনুষ্যের ৮৪-জন্মে ৮৪-নাম হয়। তাও ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল - সবই ভিন্ন। কিন্তু শিববাবার না তো আকারী, আর সাকারী, কোনও শরীরই থাকে না। বাবা জানাচ্ছেন- উনি কেবল অন্যের (ব্রহ্মার) শরীরকে আধার বানান। আর উনি আসেনও তখন, যখন সেই শরীরের বানপ্রস্থ অবস্থা হয়। এই অবিনাশী নাটকের পটচিত্র সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড চিত্রায়িত হয়ে চলেছে। বাবার সাথে ওনার বাচ্চাদের এই সাক্ষ্যাংকার পূর্ব কল্পেও ঘটেছিল। যা এখন আবার ঘটছে, ভবিষ্যতে আবারও তা ঘটবে। যা সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়ে চলেছে - সেটাই ড্রামা। বাবাও স্বয়ং এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা। বাবা জানাচ্ছেন, উনি এসে ওনার বি.কে. বাচ্চাদেরকে হীরে-তুল্য গড়ে তোলেন। যেহেতু এই বাবা বাচ্চাদের কাছে

অতি বাধ্যের, অতি প্রিয় থেকেও প্রিয় বাবা এবং তিনিই শিক্ষক আর সদগুরুও বটে। কিন্তু ওনার কোনও বাবা, শিক্ষক বা সদগুরু নেই। অথচ, সবার বাবা উনি স্বয়ং। যেহেতু একমাত্র উনিই যে সর্বজ্ঞ - তাই ওনার কোনও গুরু হয় না। যেখানে উনি স্বয়ং সবার সদগতি দাতা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভ্রমরের মতন এই জ্ঞানকে গুন্-গুন্ গুঞ্জন করে সাধারণ মানুষদের দেবতা বানাবার সেবা করতে হবে। বাবার শ্রীমং অনুসারে সদা নিজে সুখী থেকে অন্যদেরও সুখী বানাতে হবে।

২) উন্নত ভাগ্য তৈরী করার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে নিজেকে অবশ্যই পবিত্র বানাতে হবে। সবাইকে এই বিষময় বিষয়-সাগর থেকে ক্ষীর-সাগরে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বাবার মতন দক্ষ-কাণ্ডারী হতে হবে।

বরদান :- ঈশ্বরীয় প্রসন্নতার স্পন্দন দ্বারা সবাইকে শান্তি আর শক্তির অনুভব করানোতে সক্ষম সর্ব-প্রাপ্তি স্বরূপ হও

বিস্তার :- যে পরমাত্মা প্রাপ্তিতে সম্পন্ন, সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ বাচ্চা- তার চেহারার দ্বারা ঈশ্বরীয় প্রসন্নতার স্পন্দন অন্য আত্মাদের প্রতিও পৌঁছায়। ফলে সেও শান্তি আর শক্তির অনুভূতি পায়। যেমন, ফলদানকারী বৃক্ষ নিজের শীতল ছায়াতে মানুষদেরও শীতলতার অনুভব করায়, ফলে মানুষেরা প্রসন্ন হয়, তেমনি তোমার প্রসন্নতার স্পন্দনে নিজের প্রাপ্তির ছায়া দ্বারা তন-মনের শান্তি আর শক্তির অনুভূতি করাও।

স্লোগান :- যে স্মৃতি স্বরূপ থাকে, যে কোনও পরিস্থিতিই তার কাছে যেন খেলা অনুভব হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- লক্ষ্য রূপী সোপ বা সাবান দিয়ে আত্মা রূপী ময়লা কাপড় পরিষ্কার করো,
পবিত্রতার ম্যানার্স ধারণ করো এবং অন্যদের ধারণ করাও"

প্রশ্ন:- কোন্ জাদুটি খুবই ফার্স্টক্লাস জাদু এবং কিভাবে ?

উত্তর :- ঈশ্বরীয় জাদু হল ফার্স্টক্লাস জাদু কারণ এই জাদুর দ্বারা আত্মারা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয়, পতিত থেকে পবিত্র হয়। এই জাদুগিরি বাবা-ই শেখান। বাবা বলেন - বাচ্চারা, শুধু ফলো করো তাহলেই তোমরা রাজার রাজা হয়ে যাবে। আত্মাকে পবিত্র করো তবে পবিত্র শরীরও প্রাপ্ত হবে । পুরানো তন-মন-ধন ইনশিওর (বিমা) করে দাও তাহলে নতুন প্রাপ্ত হবে। এমন সওদা সঙ্গমে একমাত্র বাবা-ই শেখান।

গান :- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ
জ্ঞানের সূর্য দিয়ে আলোকিত করো হে ভগবান...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে। একদিকে হল সম্পূর্ণ দুনিয়া ভক্তি মার্গের ভক্তজন । অন্য দিকে হল তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান মার্গের আত্মারা। তারা ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আর তোমরা জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছ, ভক্তির সিঁড়িতে নীচে নামছ। বাচ্চারা জানে অর্ধকল্প ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে যত ওঠে ততই নীচে নামতে হয়। তারপর জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে যত উপরে উঠবে ততই সদগতি প্রাপ্ত হবে। ভক্তরাও প্রথমে অব্যভিচারী হয় । পরে ব্যভিচারী হয়ে একেবারে অন্ধ শ্রদ্ধায় চলে যায়। কিছুই বোঝেনা। গায়নও করে আমরা ঘোর অন্ধকারে আছি। সদগুরু বিনে ঘোর অন্ধকার । গুরু তো এখানে অনেক আছে, এবারে প্রকৃত সত্য গুরু কে ? সাধু সন্ত মহাত্মা ভক্ত ইত্যাদি সবাই সাধনা করে অথবা স্মরণ করে। শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ পাঠ করেও বলে ভগবান যখন আসবেন তখন তিনি আমাদের সদগতি করবেন। সদগতি দাতাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা অন্ধকার থেকে আলায় এসেছ। পতিত-পাবন বাবাকে জানো এবং ওঁনাকেই স্মরণ কর। যে বাচ্চা বাবাকে যত স্মরণ করে এবং জ্ঞান ধারণ করে ততই তার অজ্ঞানের অন্ধকার বিনাশ হয়ে যায়। আলোর জগতে একমাত্র বাবা-ই নিয়ে যান। তবেই বলা হয় জ্ঞান অঞ্জন সদগুরু প্রদান করেন কোনো কাজল বা সুরমা নয়। এ হল জ্ঞানের কথা। জ্ঞানের সঙ্গে যোগও আছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিযোগ যুক্ত হয়েছে - নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। আর কোনো মানুষ মাত্রেই সর্বশক্তিমান পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ নেই। তোমাদেরও বাবার সঙ্গে, মুক্তি এবং জীবনমুক্তি ধামের সঙ্গে যোগ করতে হয়। মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্যে দৈবী ম্যানার্স চাই। এই সময় সবার ম্যানার্স হল অসুরী। পরম পিতা পরমাত্মার গুণ গায়ন করা হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য, আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর । ফর এভার অর্থাৎ অন্তহীন। ওঁনার এই পদ মর্যাদা হল অবিনাশী। আর কোনো মানুষের অবিনাশী পদ হতে পারেনা। যদিও তোমরা এখন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হও, কিন্তু তোমরা হলে লিমিটেড অর্থাৎ সীমাবদ্ধ । বাবা বলেন - আমি হলাম আনলিমিটেড বা অনন্ত। তোমাদের আনলিমিটেড করতে পারিনা। তা নাহলে খেলাটা চলবে কিভাবে। তোমরা অন্তহীন, ফরএভার হতে পার না, তোমরা ২১ জন্মের জন্যে পরিণত হও।

২১ বংশ গায়নে আছে। তোমরা ফরএভার হও - এরকম নিয়ম নেই। আমি-ই হই এভার পিওর। বাস করি পরমধামে। আমার কাছে জ্ঞান, পবিত্রতা ইত্যাদি তো আছেই। তোমরা ভুলে যাও। অতএব এই সময় বাবা এসে বাচ্চাদের ঘোর অন্ধকার থেকে বাইরে বের করে জ্ঞান ও যোগের দ্বারা পবিত্র করেন। আর কেউ এমন বলতে পারেনা যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি, আমি পিতা আমাকে স্মরণ কর। যদিও সল্লাসী নিজেকে পরমাত্মাও বলে থাকে কিন্তু এমন বলতে পারেনা যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি। এখন আমায় স্মরণ কর । এই মহাবাক্য গুলি কেউ নকল করতে পারেনা।

বাবা বলেন আমি আসি তোমাদের রাজার রাজা করতে। এখন তারাই পরিণত হবে যারা কল্প পূর্বে পরিণত হয়েছিল। তোমরা জানো অনেক বাচ্চারা পবিত্র হয়। অনেকে অশুদ্ধ অপরিষ্কারও হয়ে যায়। বাবা এসে অপরিষ্কার ময়লা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেন। আত্মা-ই ময়লা হয়। আত্মাদের বোঝান হয় তোমাদের মায়া ময়লা করে দিয়েছে। একটি জন্মের কথা নয়। জন্ম জন্মান্তরের কথা । এখন বাবা এসে আত্মাকে পরিষ্কার হওয়ার লক্ষ্য রূপী সোপ বা সাবান প্রদান করেন , বলেন আমায় স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা যে নিস্তেজ হয়েছে সে যোগের দ্বারা জাগ্রত হবে। স্মরণ করিয়ে দেন তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, মায়া ময়লা করে দিয়েছে। এখন তোমাদের স্বর্গের মালিক করতে এসেছি। আমি এই ব্রহ্মা দেহের সাহায্যে শিক্ষা প্রদান করি। আত্মাকে বলেন - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে আমি পিতা, আমায় স্মরণ করো তাহলে আত্মা পরিষ্কার হবে। তখন ভবিষ্যতে তোমরা শরীরও নতুন পাবে, তত্ত্ব ইত্যাদিও সতোপ্রধান থাকবে । বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। আমায় স্মরণ করো তাহলে আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে। এই পুরানো দুনিয়ায় নতুন কিছু তৈরি করলে নতুন নাম দেওয়া হয়। যেমন নতুন দিল্লি বলা হয় কিন্তু দুনিয়াটা তো পুরানো তাইনা। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো দুনিয়া থেকে একেবারে সরে যাওয়া উচিত। আত্মারা তোমাদের এখন সুইট হোমে ফিরে যেতে হবে। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে এবং বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্তের মতি হবে গতি । মানুষ তো অনেককেই স্মরণ করে - কেউ গুরুকে কেউ কৃষ্ণকে। কিন্তু জানেনা যে কৃষ্ণ কোথায় ? এই কথাও জানেনা যে পুনর্জন্ম সবাইকে অবশ্যই নিতে হবে। এই নিয়ম সৃষ্টির আরম্ভ থেকে চলছে। সত্যযুগ আদিকালে দেবী দেবতা ছিলেন সুতরাং পুনর্জন্ম তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ফার্স্ট পবিত্র মানব। ওঁনার মহিমা বেশি। লক্ষ্মী নারায়ণের এত নেই কারণ বাচ্চারা পবিত্র সতোপ্রধান হয়। কিন্তু এই কথা জানেনা যে কৃষ্ণ পুরী কোথায়। বৈকুণ্ঠ নাম বলে কিন্তু সত্যযুগের বিষয়ে কেউ জানেনা। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। সেই নাম রূপ অন্য জন্মে হবেনা। কৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিলেন। তোমরা জানো এই জগৎ অস্টা, জগৎ পিতা সেখানে গিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ হন। সত্যযুগকে কৃষ্ণ পুরী বলা হয়। এখন হল কংস পুরী। এই সব অসুরী নাম। সেখানে হয় দৈবী সম্প্রদায়, এইখানে আছে অসুরী সম্প্রদায়। এই নামটি শুধু গীতায় লেখা আছে অন্য কোনও শাস্ত্রে হতে পারেনা। বাবা বসে সঙ্গমে বোঝান । বাবা হলেন রচয়িতা, ওঁনাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। তোমরা গায়ন কর - বাবা আপনি হলেন পতিত পাবন, এই পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র করুন। পবিত্র সৃষ্টির রচনা করে পতিত দুনিয়ার বিনাশ করুন। যথায়ভাবে ব্রহ্মা দ্বারা পবিত্র সৃষ্টির রচনা করেন এবং তারপরে শঙ্কর দ্বারা পতিত সৃষ্টির বিনাশ হয়। এইসব কথা আর কেউ জানেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। তোমরা দেখ যে ময়লা কাপড় এমন ভাবে ধোওয়া হয় যে অনেক কাপড় ছিঁড়ে যায়। অজামিল সম এত পাপী আছে যে তারা পরিষ্কার হয়না। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান - বাচ্চারা অতি প্রিয় বাবা এবং অতি প্রিয় সুখধামকে স্মরণ কর। এইটি হল অতি

দুঃখধাম। সবাই হাহাকার করছে। একে অপরকে আঘাত করছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ভগবান রক্ষা করুন। বাবা তো হলেন লিফ্টের । তোমরা জানো বাবা এসেছেন বিশেষ বাচ্চাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের জন্যে এবং সাধারণ ভাবে সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যেতে। তোমাদের বুদ্ধিতে নশ্বর অনুযায়ী এই নেশা আছে। এই পড়াশোনা কিছু কম নয়। পড়ানো হয় কাদের ! অজামিল সম পাপ আত্মাদের স্বর্গের মালিক করেন। বাচ্চাদের বার বার বোঝান হয় যে তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । মুখ্য উদ্দেশ্যটি তো বুদ্ধিতে আছে।

এই পবিত্রতার ম্যানার্স আর কেউ বলেন। সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করান। তোমাদের ঘর সংসার ত্যাগ করতে হবেন। বরং পুরানো দুনিয়ার ত্যাগ করতে হবে। ঐ হল হদের সন্ন্যাস, এই হল বেহদের সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীদের সম্মান করা হয়। এখানে কোনও সন্ন্যাসী এলে বলা হয় প্রথমে ড্রেস পরিবর্তন কর। স্ত্রীকে স্ত্রান শোনাও। অনেকে এসে তোমাদের চরণে মাথা নোয়াবে। মাতাদের ছাড়া তাদের উদ্ধার সম্ভব নয় । কারণ তোমরাই নলেজ প্রদান কর । যদিও চরণে মাথা নোয়ানোর কোনো কথা নেই। কেউ নমস্কার বা রাম-রাম বললে জবাব তো দিতেই হয় । বাবাও বলেন - বাচ্চারা, নমস্কার। আমি তোমাদের নিজের চেয়েও উচ্চ স্থিতি প্রদান করি। তোমাদের - ব্রহ্মান্ড ও সৃষ্টি দুয়েরই মালিক করি এবং আমি বানপ্রস্থে চলে যাই। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারেও চলতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে হবে। যেমন রাম ও রাবণের চিত্র দেখানো হয়। কৃষ্ণেরও চিত্র আছে , নরককে লাথি মারছে। স্বর্গের গোলক হাতে আছে। বাবা খুব ভালোভাবে বোঝান কিন্তু খুব কম-জন এই ব্যবসা করে থাকে। বাবাকে তন-মন-ধন প্রদান করে নতুন প্রাপ্ত করে। এইটি হল ফার্স্টক্লাস ইনসিওরেন্স। বাবা বলেন তোমরা আত্মাকে পবিত্র করলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত করবে। তখন স্বর্গে রাজত্ব করবে তাই তো এঁনাকে সওদাগর এবং জাদুকরও বলা হয়। পতিতকে পবিত্র করা - এই হল ঈশ্বরীয় জাদু । বাবা বলেন নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানাও। কেমন ফার্স্টক্লাস জাদু, এতে প্রাপ্তির ভাগ বেশি। বাবা বলেন রাজার রাজা হও, ফলো ফাদার করো। এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা হলেন অধরকুমার। মাম্মা হলেন কুমারী কন্যা সূতরাং ফলো করতে হবে। তোমরা বলবে আমরা হলাম ভাই-বোন, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। যদিও লৌকিকে বোনেরা বর্সা প্রাপ্ত করেনা, ভাইরা প্রাপ্ত করে। এখানে তোমরা সবাই প্রাপ্ত কর কারণ তোমরা সবাই হলে আত্মা। বাবা বলেন তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে তখন এই ভাই-বোনের সম্বন্ধ তো মিটে যাবে। সেখানে আছেন বাবা এবং সন্তানের সম্পর্ক তাই বলা হয় "উই আর অল ব্রাদার্স" । ব্রাদারহুড হয়, ফাদারহুড হয়না। সর্বব্যাপীর এই স্ত্রান তোমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন নয়, কেউ যোগে বসতে সাহায্য করুক। তোমাদের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। মুরলী শুনে চলতে ফিরতে যোগ করতে হবে। এই হল যাত্রা, আমরা যাচ্ছি। আট ঘন্টা যদিও সার্ভিস করো, তার জন্যে ছুটি দেওয়া হল, বাকি সময়টা দিতে হবে। মুখ্য কথা হল পবিত্রতার। একে অপরকে পতিত করে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখী করেছে। এখন ঝাড় তো একেবারেই নষ্ট হয়েছে। বাবা এসে নষ্ট হওয়া ঝাড়কে দৈবী ঝাড়ে পরিবর্তন করেন। এখন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। শিববাবাও কথা বলেন তো ব্রহ্মাও কথা বলেন। কিন্তু তোমরা জানো শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু। তোমরা হলে সন্তান এবং স্টুডেন্টও হলে তোমরা এবং তোমাদের বাবা গ্যারান্টি করেন ফেরত নিয়ে যাব। এমন গ্যারান্টি আর কেউ করতে পারেনা। তারা তো শুধু নিজের নামের পাশে বড় বড় টাইটেল লাগায়। এখন তোমরা অথরিটি পেয়েছ। তোমরা বোঝাতে পারো যে জগৎগুরু হলেন একজন-ই , তিনি-ই সবার সদগতি করেন। এমন

সুখদাতা বাবাকে কেউ জানেনা। যদি বাবাকে জানবে তাহলে তো সম্পত্তির কথাও জানবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি, এরজন্যে পুরানো দুনিয়া থেকে মন সরিয়ে , নিজের মুখ ঘুরিয়ে নিতে হবে। নিজের সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে।

২) সওদাগর বাবার কাছে প্রকৃত সওদা করতে হবে। তন-মন-ধন সব ইনশিওর করে ফলো ফাদার করতে হবে।

বরদান :- সর্ব খাজানাকে নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করে উৎসাহহীনতা বা ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকতে পারা প্রসন্নচিত্ত হও

ব্যাখ্যা: বাপদাদা সব বাচ্চাদের সমান ভাবে সব খাজানা প্রদান করেছেন কিন্তু কেউ সেই প্রাপ্তিটুকু নিজের মধ্যে অন্তর্লীন করতে না পারায় এবং সময় মত ব্যবহার করতে না পারায় সফলতা দেখতে পায়না ফলে নিজের প্রতি উৎসাহহীন হয়ে পড়ে, তারা ভাবে বোধহয় আমার ভাগ্যটাই এইরকম। তাদের আবার অন্যের ভাগ্য দেখে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়। এমন উৎসাহহীনতা বা ঈর্ষার অধিকারী কখনও প্রসন্ন বা খুশীতে থাকতে পারেনা । সদা প্রসন্ন সদা খুশী থাকতে হলে এই দুটি বিষয় থেকে মুক্ত থাকো।

স্লোগান - বিনা স্বার্থে সত্য প্রকৃত হৃদয় দিয়ে সেবা করে যারা, তারা-ই হয় স্বচ্ছ আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে সকল কিছুর থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রতিদিন দু'বার জ্ঞান জ্ঞান করো।
মায়া তোমাদের দিয়ে ভুল করায়, আর বাবা তোমাদের অভুল বানান

প্রশ্ন : - কোন্ নিশ্চয় বা কীসের আধারে বাবার সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর : - প্রথমে এই বিশ্বাস দৃঢ় হবে যে একমাত্র শিববাবাই আমার আপন দ্বিতীয় আর কেউ নয়।
এর সাথেই নিজেকে পুরো উৎসর্গ করা অর্থাৎ ট্রাস্টি হয়ে ভালোবাসার সাথে সেবা করা। এইরকম
বাচ্চারা বাবার সম্পূর্ণ সাহায্য পায়।

গীত : - আমাদের সেই পথেই চলতে হবে যেখানে পড়ে যাওয়াও আছে, আবার উঠে দাঁড়ানোও
আছে

ওম্ শান্তি। গীতে এই কথাটি কে বলছে ? পরমপিতা পরম আত্মা, জ্ঞানের সাগর বলেন - বাচ্চারা
আমি তোমাদের যে পথে নিয়ে চলেছি বা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য যে রায় দিচ্ছি
সেখানে এটা তো হবেই - কারো পতন হবে আবার কেউ সামলে উঠে দাঁড়াবে। সুরজিত এবং
মূর্ছিত হতে থাকবে। সুরজিত হওয়ার জন্য এটাই হল সঞ্জীবনী বুটি। পরমপিতা পরমাত্মার হল
জ্ঞানের বুটি। রামায়ণের গল্পে আছে না, রাম ও রাবণের যুদ্ধ হয়, লক্ষণ মূর্ছিত হয়ে যায়, হনুমান
সঞ্জীবনী বুটি নিয়ে আসে। বাস্তবে রামায়ণ তো পরে বসে লিখেছে। এরকম কোনো ব্যাপার নেই, না
তো মানুষের লেখা কোনো গীতা ভগবান গেয়েছেন। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। কীসের জ্ঞান ?
সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দেন। সেটাকেই মানুষ গীতার নাম দিয়েছে, তার উপর কৃষ্ণের নাম
দিয়েছে। যেমন বাবার জীবনীতে যদি কোনো বাচ্চার নাম লিখে দেওয়া হয় তো কি হবে ? তেমনি
শিববাবা হলেন গীতার জন্মদাতা কিন্তু কৃষ্ণের নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় অনর্থ হয়ে গেছে। গীতা
খণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় সব মানব আত্মাদের পরমাত্মার সাথে বুদ্ধি যোগ খণ্ডিত হয়ে গেছে। তাহলে
মানুষ পবিত্র কেমন করে হবে ! এই যোগ অগ্নির দ্বারাই আমরা পবিত্র হই, গঙ্গাজলের দ্বারা নয়।
বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান অমৃত দ্বারা মানবকে দেবতা বানান। জলকে কখনো অমৃত বলা
হয় না। এটা হলো পড়াশোনা। পড়াশোনার মানে হল নলেজ। এই শাস্ত্র তো ভারতবাসীরা দ্বাপর
যুগ থেকে তৈরী করেছে। মানুষ বলে শাস্ত্র অনাদি। আমরা বলি নাটক অনাদি। এমন নয় যে এই
সব শাস্ত্র সত্যযুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই সব অনাদি অর্থাৎ নাটকে নির্ধারিত রয়েছে। দ্বাপর
যুগ থেকে মানুষ লিখেই এসেছে। এখন বেহদের বাবা নিজের সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বলছেন। বাবা
বলেন সত্য এবং ত্রেতা যুগে আমার কোনো পার্ট নেই। সৃষ্টি নাটকের নিয়মে চলে। নাটকে আমার
ভূমিকাও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আমিও নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ। যেমন খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ইত্যাদির সত্যযুগে-
ত্রেতায়ুগে কোনো ভূমিকা নেই। সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকে। এমন নয় যে দেব-দেবীদের সব
আত্মারা সেই সময় চলে আসে। না, তা নয়, তারাও ক্রমানুসারে আসতে থাকে। তারপর সতোপ্রধান
থাকে, পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশ সতো, রজো, তম স্টেজে আসে। পুনরায় সূর্যবংশীরায় চন্দ্রবংশী হয় এবং
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সম্পূর্ণ রহস্যটাই বোঝার আছে।

তোমরা যেন যারা অসম্পূর্ণ পবিত্র হবে তারা রাজস্বও অসম্পূর্ণ পাবে। যারা জ্ঞান-যোগে তীক্ষ্ণ হবে তারাই প্রথমে রাজা হবে। রাজধানী তৈরী হচ্ছে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। শিববাবা বাচ্চাদের বোঝান যে - তোমাদেরকে হীরের মতন হতে হবে। আমি জ্ঞানের সাগর, শান্তিরও সাগর। তোমাদেরকে তাই মাস্টার জ্ঞান সাগর হতে হয়। শান্তির অর্থ একে অপরের সাথে লড়াই নয়। সল্যাসীরা বোঝে প্রাণায়াম করাই... এখানে এই সব নেই। বাবা মনের তারে টান দেন। ছোট বাচ্চাদেরও মনের তারে টান দেন এবং ধ্যানে চলে যায়। এটাকে বলে হয় ঈশ্বরীয় বরদান। ভক্তিতেও সাক্ষাৎকার হয়। এই দিব্য দৃষ্টি দেবার ক্ষমতা বাবা ছাড়া আর কারো নেই। এখন তো বাবা সামনেই আছেন, বলেন ভক্তদের কাছে ভগবানকে আসতে হয় - মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। বাবা বলেন - আমি জানি এটা হল মায়ার যুদ্ধ, কখনো উপরে যাবে, কখনো নীচে গিয়ে পড়বে। যোগ ভ্রষ্ট হলে মন-বচন ও কর্মেও ভুল হয়। পরীক্ষা সকলেরই আসে। মায়ার কোনো প্রহারই হল না, তবে তো শরীর থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। এখনও কেউ সম্পূর্ণ হয়নি। এটা হল ঘোড়দৌড়। রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হয়। রাজ্যত্বের জন্য অশ্ব, অর্থাৎ রথকে শিববাবার প্রতি উৎসর্গ করতে হবে অর্থাৎ বাচ্চা হয়ে সম্পূর্ণ সেবা করতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে যদি পুরুষার্থ করা হয় তাহলে সাহায্যও পাওয়া যাবে। দূট সংকল্প চাই - আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়। মরতে তো সকলকেই হবে।

পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন বাবা-টিচার-সংগুরু, তাঁর কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। সকলের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। সকলকে একসাথে মরতে হবে। যখন বিপর্যয় আসে তখন তো সকলে একসাথে মরে, তাই না! গোলা পড়তে শুরু করলেই বাড়ি ঘর ভেঙে পড়বে। সুতরাং এখন সকলের মৃত্যু আসন্ন, সেইজন্য বাচ্চাদেরও এই অবিনাশী উপার্জন করাও। এটাই হল সত্যিকারের উপার্জন। যে করবে, সে-ই পাবে। এই রকম নয় যে বাপ রোজগার করবে আর বাচ্চারা তা পেয়ে যাবে। না। বাচ্চাদেরও এই সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে। বোঝার মতো বিষয় এটা। এতে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আমরা দেবতা হতে চলেছি, তাই কোনো প্রকারের অশুদ্ধ বস্তু খেতে পারি না। কেউ কেউ মনে করে মাছ খেলে কোনো দোষ হয় না। তাই ব্রাহ্মণদেরও খাওয়ায়। সব রীতি নীতিই উল্টো হয়ে গেছে। বাবা বলেন সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। প্রথমে জ্ঞান চিত্তাতে বসতে হবে। মনে যত বিকল্প চিন্তনই আসুক কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না। যখন তোমরা বাবার হয়ে যাও তখন মায়ার সাথে তোমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যারা প্রজা হবে তাদের সাথে মায়া এত সংঘর্ষে যায় না। মায়াজিৎ জগতজিৎ হতে হবে। প্রজা কখনোই জগতজিৎ হয় না। জগতজিৎ হওয়া মানে হল সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী হওয়া। পরিশ্রম করে ৩-৪ বছর পবিত্র থাকার পর মায়ার থাপ্পড় খেতে থাকে। তারপর চিঠি লেখে - বাবা ক্ষমা করে দিন। এখানে এই নিয়ম রয়েছে, বাবার বাচ্চা হওয়ার পর সারা জীবনে যে যে পাপ করেছে সব লিখতে হয় - ধর্মরাজ শিববাবা, এই জন্মে আমি এই এই পাপ করেছি - তাহলে অর্ধেক পাপ মাফ হয়ে যায়। এও হল ল'। আগে জজের সামনে সত্য স্বীকার করলে সাজা কম হয়ে যেত। ভুল করার পরেও না লিখলে শত গুণ দণ্ড হয়ে যায়। বাবার বাচ্চাদের জন্য অনেক বিধি নিষেধ রয়েছে। বাইরের লোকদের জন্য এতটা নেই, তাই তারা ভয় পায়। বেহদের বাবা যিনি সৌভাগ্যশালী বানান, তাঁর হতে পারে না। ভুল তো হয়ই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভুল অবশ্যই হতে হবে। এখানে অনেক বিধি নিষেধ রাখতে হয়। সমর্থের হাত যখন ধরে, তখন বাবা-ই সব কিছু রক্ষা করবেন। বি-পিতার বাচ্চাদের কী করতে যাবেন নাকি! আল্লাজ সন্তান কতো কম, তাও তো কতো বাচ্চারা

বাবাকে চিঠি লেখে। কতো কতো পোস্ট আসে। বাবার তো একটাই হাত, প্রত্যেকে বলে বাবা আমাকে আলাদা করে পত্র লিখবেন.....এখন তো অনেক বৃদ্ধি হবে। এখন আর কেউ ব্যাগ বোঝাই পোস্ট পাঠায় না। এ হল গুপ্ত গভর্নমেন্ট। আন্ডারগ্রাউন্ড। রিলিজিও-পলিটিক্যাল। কোনো অস্ত্র ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। লক্ষ্য অনেক উঁচু। যত উপরে চড়বে তো বৈকুণ্ঠ রস চাখবে। আর পড়লে রাজস্ব হারিয়ে প্রজা হয়ে যাবে। বুঝলে !

তোমরা বাচ্চারা জান যে ভারত একদা হিরে তুল্য ছিল, আজ কানা-কড়ির তুল্য হয়ে গেছে। এখন তোমরা বলবে আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার পুরুষার্থ করি। আমরা সর্বদা সৌভাগ্যশালী হতে এসেছি। বাবা পতিত থেকে পবিত্র বানান। পুনরায় এই রাবণ রাজ্য নিচে চলে যাবে। এই চক্র আবর্তিত হয়, তাই না। রাবণ রাজ্য নিচে তো রাম রাজ্য উপরে। নিজেকে অনেক দিক থেকে রক্ষা করতে হয়। সামলাতে তারাই পারবে যারা প্রতিদিন জ্ঞানের স্নান করবে। রয়্যাল লোকেরা দিনে দু বার স্নান করে। অমৃতবেলা এবং নুমাশাম (সন্ধ্যাবেলা) দু বার জ্ঞানের স্নান অবশ্যই করতে হবে। এক বার এক ঘন্টা পড়ে, দ্বিতীয় বার মুরলী রিভাইজ অবশ্যই করবে। ধারণ করতে হবে এবং করাতেও হবে। বাচ্চাদের এবং স্ত্রীদেরও সত্যিকারের উপার্জন করাতে হবে। ২১ জন্মের জন্য রাজ্যের অধিকার পাওয়া কোনো মাসির বাড়ি নয়। বোঝা যায় কারা কারা তীর পুরুষার্থ করে। অসুস্থ থাকলে দোলায় করে নিয়ে আসা উচিত। মুখে জ্ঞান অমৃত থাকলে তবে যেন প্রাণ ত্যাগ হয়। অন্ধ-কানা যে কেউই উপার্জন করতে পারে। জ্ঞান তো অত্যন্ত সহজ। বাবার থেকে অবিনাশী সম্পদ নিতে হবে। বাবা একবারই সামনে এসে বাদশাহী দেন। বাচ্চারা সুখী হলে বাবা বাণপ্রস্থে চলে যান। বেহদের বাবা সকলকে সুখী করে স্বয়ং পরমধামে গিয়ে বসে পড়েন। পুনরায় আল্লারা সেখান থেকে ক্রমানুসারে আসতে থাকে। তিনি কাউকে পাঠান না। এটা বলা তো হয়, কিন্তু এই নাটক অটোমেটিক্যালি চলতেই থাকে। নিজের সময় মতো ধর্ম স্থাপন করার জন্য আসতেই হয়। তোমরা জানো যে আমরা ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ। পুরো দুনিয়াই তো শিব বংশী। আর শরীরধারী বাবা হয়ে গেলেন ব্রহ্মা। আমরা ব্রহ্মার বাচ্চা, আমরা হলাম গিয়ে ভাই-বোন। এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় ধর্মের। সত্য-যুগে আমরা হবো দেব-দেবী ধর্মের। এখন ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়েছি। এখন আমরা তাঁর হয়ে গেছি। মানবের রচয়িতা কে তা না জানার কারণে, রচনার আদি-মধ্য -অন্ত-কে জানেনা। তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক, কানা-কড়ির তুল্য। আমরা এখন আস্তিক হয়েছি, এরপর আমরা হিরে তুল্য হয়ে যাই। রচয়িতা এবং রচনাকে জানার কারণে আমরা রাজস্ব পাই। বাবা আমাদেরকে ওয়ার্থ পাউন্ড (পদমাপদম সৌভাগ্যশালী) বানাতে চান, আমাদের তো সেটাই হওয়া উচিত। তিনি আমাদের সত্যখণ্ডের বাদশা, সত্যখণ্ডের মালিক বানাচ্ছেন। বলা হয় যে এক রাজা প্রতিরাতে গুপ্ত বেশে তার নগর পরিক্রমা করতেন। এক খোদা-দোস্তু - এর গল্পও আছে। সেই ভগবান এখন আমাদের বন্ধু। খোদা-দোস্তু, আলাদিনের গল্প এবং হাতমতাই এর খেলা তো সব এখনকার। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে এবং সকলকে করাতে হবে। পরীক্ষা বা ঝড়-ঝাপ্টা যতই আসুক, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো ভুল করা যাবে না। মায়াজীৎ, জগতজীৎ হতে হবে।

২) দেবতায় হতে হলে থাওয়া-দাওয়ার বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। কোনো অশুদ্ধ বস্তু থাকে না। দু'বার গুণান স্নান অবশ্যই করতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব গুলিকে জেনে, তাকে কার্যে পরিণতকারী সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব

সৃষ্টি নাটকের নিয়মের অনুসারে সঙ্গম যুগে সব আত্মাই কোনো না কোনো বিশেষত্ব সম্পন্ন । মালার শেষ দানা হলেও, তার মধ্যে কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ জন্মে ভাগ্যের বিশেষত্বকে চিনে তাকে কাজে লাগাও । একটি বিশেষত্বকে কাজে লাগালে অন্য বিশেষত্বগুলিও আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। এক - এর পরে বিন্দু (শূন্য) লাগতে-লাগতে সর্ব বিশেষত্ব-সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লাগান:- মনমনাভব মন্ত্রের স্মৃতি যদি সর্বদা থাকে তাহলে মনের চঞ্চলতা দূর হয়ে যাবে।

যেখানে প্রকৃত স্নেহ আছে সেখানে দুঃখের তরঙ্গ থাকে না (মনমোহিনী দিদির শরীর ত্যাগের পরে বাপদাদার দ্বারা উচ্চারিত মহাবাক্যঃ)

আজ বাবা অটল রাজ্য অধিকারী, অনড়, অচল স্থিতিতে থাকা বিজয়ী বাম্বাদের দেখছেন। এখন থেকে অনড় হওয়ার সংস্কারের আধারে অটল রাজ্যের প্রারম্ভ প্রাপ্তির প্রথম পুরুষার্থে প্রতি কল্পে তোমরা অটল হয়েছো। ড্রামা চক্রের সঙ্গমযুগী টপ পয়েন্টে স্থিত থেকে, তোমরা যদি ড্রামার প্রতিটা দৃশ্য লক্ষ্য করো, তবে নিজে থেকেই তোমরা অচল এবং অনড় থাকবে। টপ পয়েন্ট থেকে নিচে আসলে তখনই অস্থিরতা আসে। তোমরা সব ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠ আত্মারা কোথায় থাকো? সৃষ্টিচক্রে, সঙ্গমযুগ সবচেয়ে উঁচু যুগ। ছবির হিসেবেও সঙ্গমযুগের স্থান উঁচু এবং যুগের হিসেবে সবচেয়ে ছোট যুগকে পয়েন্টই বলা হবে। সুতরাং, এইরকম উঁচু পয়েন্টে, উঁচু স্থানে, উঁচু স্থিতিতে, উঁচু নলেজে, উঁচু থেকেও উঁচু বাবার স্মরণে, উঁচু থেকেও উঁচু সেবা করতে করতে স্মৃতিস্বরূপ স্থিতিতে থাকো তো সদা সমর্থ হবে। যেখানে সমর্থ, সেখানে ব্যর্থ সদাকালের জন্য সমাপ্ত। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ব্যর্থকে সমাপ্ত করার পুরুষার্থই করছে। ব্যর্থের খাতা বা ব্যর্থের হিসেবনিকেশ তো সমাপ্ত হয়েছে, তাই না! নাকি এখনও পুরানো ব্যর্থের খাতা আছে? যখন তোমরা ব্রাহ্মণ জন্ম নিয়েছিলে, প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তন, মন, ধন সব তোমার, তাই ব্যর্থ সঙ্কল্পও সমাপ্ত হয়েছে, কারণ তোমার মন সমর্থ বাবাকে দিয়েছ।

দু'তিন দিনেই মন তোমার থেকে আমার করে নাও নি তো? ট্রাস্টি সকলকে ডিরেকশন দেওয়া হয়েছে, মন থেকে নিরন্তর সমর্থ ভাবনা ভাবতে হবে। ব্যর্থের মার্জিন আছে কি? ব্যর্থ ভাবনা কি তোমাদের আছে? তোমরা বলবে, তোমরা স্নেহ দেখিয়েছ। সবাই তোমরা পরিবারের স্নেহের সুতোয় বেঁধে আছ, এ তো খুব ভালো। যদি তোমরা স্নেহের মোতি ঝরাও তো সেইসব মোতি অমূল্য হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেন কি'র ব্যর্থ সঙ্কল্পের অশ্রু ঝরাও তবে তা' ব্যর্থের খাতায় জমা হয়ে যায়। স্নেহের মোতি তোমাদের স্নেহী দিদির গলায় মালা হয়ে ঝিলমিল করছে। এমন প্রকৃত স্নেহের, এমন অনেক মালা দিদির গলায় আছে। কিন্তু এক পার্সেন্টও অস্থিত অবস্থায় থাকলে, অশ্রু ঝরালে, সেখানে তারা দিদির কাছে পৌঁছাতে পারবেনা, কেন? তিনি সদা অটল, অনড় আত্মা হয়ে থেকেছেন আর এখনও আছেন। সুতরাং, যারা অস্থিত তাদের স্মরণ অনড় আত্মার কাছে পৌঁছাতে পারেনা। সেটা এখানেই থেকে যায়। মোতি হয়ে মালায় ঝলমল করেনা। যেরকম স্থিতি এবং যেরকম পজিশন আত্মার হয়, সেই একই স্থিতি এবং পজিশনে থাকা আত্মাদের স্মরণ সেই অনড় আত্মার কাছে পৌঁছায়। তোমাদের স্নেহ আছে, এটা খুব ভালো লক্ষণ। তাঁর প্রতি যখন তোমাদের স্নেহ আছে তো স্নেহই অর্পণ করো। যেখানে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ স্নেহ আছে, সেখানে দুঃখের লহর থাকতে পারেনা। কারণ তোমরা দুঃখধামের উল্লেখ চলে গেছে, তাই না!

মিষ্টি মিষ্টি অনুযোগও এখানে পৌঁছেছে। সবার এই অভিযোগই ছিল, কেন আমাদের মিষ্টি দিদিকে ডেকে নিয়েছেন? বাপদাদা বলেছেন, যা সবার মিষ্টি লাগে তা'তো বাবারও মিষ্টি লাগবে, তাই না! যদি মিষ্টত্বের আবশ্যিকতা থাকে তো কাকে ডাকা হবে? সবচেয়ে মিষ্টিকেই তো ডাকবেন, তাই না!

তোমরাই ভাবো আর জিজ্ঞাসা করো যে অ্যাডভান্স পার্টি এখনো গুপ্ত কেন? তাহলে তোমরা প্রত্যক্ষ করতে চাও, তাই তো? সময়ানুসারে অ্যাডভান্স পার্টির কিছু আত্মা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের আহ্বান করছে।

আদি পরিবর্তনের বিশেষ কার্য হেতু আদিকালের এমন আদি রত্ন আত্মাদের প্রয়োজন । বিশেষ যোগী আত্মাদের প্রয়োজন, যারা নিজের যোগবলের প্রয়োগ করতে পারে । ভাগ্যবিধাতা বাবার ভাগীদার হওয়া আত্মাদের প্রয়োজন । ভাগ্যবিধাতা রক্ষাকেও বলা হয়ে থাকে । বুঝেছ তোমরা, কেন তাঁকে ডেকে নিতে হয়েছে ? তোমরা কি ভাবো এখানে কি হতে যাচ্ছে ? কিভাবে হবে ? যখন রক্ষাবাবা অব্যক্ত হয়েছিলেন, তখন তোমরা দেখেছিলে কি হয়েছিল আর কিভাবে হয়েছিল ? দেখেছিলে তো, তাই না ! তোমরা কি ভাবছো দাদী এখন একলা ? তিনি তা' মনে করেন না, সেটা তোমরা ভাবছো । এইরকমই তো, তাই না? (দাদীজির দিকে ইশারা) তোমাদের ডিভাইন ইউনিটি তো আছে, তাই না ! তো ডিভাইন ইউনিটির ভূজসকল নেই নাকি ? ডিভাইন ইউনিটি আছে না ? এই গ্রুপ কেন বানিয়েছিলে ? সদা একে অন্যের সহযোগী হওয়ার জন্য । যখনই চাও, যাকেই ডাকো সবাই সেবার জন্য 'জী হাজির' আছে । দাদীদের নিজেদের, একজনের আরেকজনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আছে, তোমাদের জানা নেই, এইজন্য তোমরা জিজ্ঞাসা করো, এখন কি হবে ? দিদি একা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তোমরা সব আদি রত্ন এক । এইরকম তো দেখিয়েছেন, তাই না ? রক্ষাবাবার পরে সাকার রূপে ৯ পূজ্য রত্ন আত্মারা সেবার স্টেজে নিজেদের আটের মালায় প্রত্যক্ষ করেছ, সুতরাং, ৯ রত্ন বা আটের মালা সদাসর্বদা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী । আটের মালায় করা আছে ? সার্ভিসে যারা দায়িত্বশীল তারা অর্জুন অর্থাৎ আটের মালার অংশ । সুতরাং, সেবার স্টেজে বিশেষ অষ্ট রত্ন বা ৯ রত্ন নিজের পার্ট প্লে করছে এবং তোমাদের পার্টই তোমাদের পার্ট বা নম্বর প্রত্যক্ষ করায় । বাপদাদা এইরকম নাম্বার দেবেন না, কিন্তু তোমাদের পার্টই তোমাদের নাম্বার প্রত্যক্ষ করাবে । সুতরাং বিশেষ অষ্ট রত্ন নিজেদের মধ্যে সদাসর্বদা পরস্পরের প্রতি স্নেহী আর সহযোগী । এই কারণে আদি থেকে সদা সেবার সহযোগী আত্মারা সদাই তাদের সহযোগের পার্ট প্লে করবে । বুঝেছ তোমরা ? আর কি প্রশ্ন থাকে ? বাবা আপনি বলেননি কেন? এই প্রশ্ন রয়েছে ? বাবা যদি এটা বলে দিতেন, তবে তোমরা দিদির যোগী হয়ে যেতে । ড্রামার পার্ট বিচিত্র এবং বিচিত্রের চিত্র আগে তোলা হয়না । অস্তিত্বের পেপার হঠাৎ করেই আসে এবং এমনকি এখনও এই বিশেষ আত্মার পার্ট, এখনো পর্যন্ত যে আত্মারা চলে গেছে তাদের থেকে পৃথক এবং প্রিয় । প্রতিটা ক্ষেত্রে তোমরা এই শ্রেষ্ঠ আত্মার সাথে এবং সহযোগ-সেবার নিমিত্ত পার্ট অনুভূতি করবে । রক্ষাবাবার নিজের পার্ট আছে, এঁনার মতো তাঁর (মনমোহিনী দিদি) পার্ট হতে পারেনা । কিন্তু এই আত্মার বিশেষত্ব সদা সেবার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগানোয়, অন্যকে যোগী, সহযোগী এবং প্রয়োগী বানানোয় । এইজন্য এই আত্মার এই বিশেষ সংস্কার সময়ে সময়ে তোমাদের সবারও সহযোগী থাকার অনুভব করাতে থাকবে । এটাও প্রত্যেক আত্মার নিজের নিজের বিচিত্র পার্ট । আচ্ছা ।

মধুবনে এসে তোমাদের স্নেহের স্বরূপ দেখিয়েছিলে এবং সারা বিশ্বে সেবার নিমিত্ত পার্ট তোমরা প্লে করেছ । তোমাদের সকলের এখানে আসা - স্নেহের তরঙ্গ, স্নেহের সুবাস, স্নেহের কিরণ ছড়িয়ে দিতে, অতএব, সুস্বাগতম ! দিদিজীর তরফে বাপদাদা সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তাদের সকলের স্নেহের এবং সেবার স্বরূপের জন্য । দিদিও দেখছেন, তিনি টিভির সামনে বসে আছেন । তোমরাও সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে তা' দেখতে পারো, তাই না ! এও সার্ভিসের এক ছাপ ।

আজকের এই সংগঠনে বাবাও কমল বস্টি (দিদিজীর লৌকিক ভ্রাতৃবধূ) কে স্মরণ করছিলেন । তিনিও তোমাদের স্মরণ করছেন এবং তাদেরও, যারা স্নেহী এবং শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতি তাদের সহযোগ দিয়েছে, সেই অক্লান্ত বাচ্চারা, তারা এখানেই বসে থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তোমরা সব

বাচ্চারা তোমাদের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সমান ভালোবাসার সাথে দেখিয়েছ। একভাবে নির্ভার সাথে নিজেদের যে স্নেহ দেখিয়েছ তা খুবই শ্রেষ্ঠ ছিল। সেইজন্য দিদি বিশেষভাবে বাবাকে বলেছিলেন, আমার তরফ থেকে এইরকম স্নেহী সেবান্বিত পরিবারকে স্মরণ আর খ্যাংকস জানাবেন ! সুতরাং, আজ বাবা দিদির কাজ করছেন। আজ বাপদাদা বার্তাবাহক হয়ে বার্তা প্রেরণ করেছেন। ড্রামাতে যা হয়েছে তা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ! দিদি তোমাদের সকলের প্রিয় আর দিদির প্রিয় সেবা, এইজন্য সেবা তাঁকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। যা হয়েছে, তা পরিবর্তনের অনেক পর্দা খোলার জন্য সবচেয়ে ভালো ছিলো। না এটা ভগবতীর (ডক্টর) দোষ আছে, না ভগবানের দোষ। এটা ড্রামার রহস্য। এতে না ভগবতী কিছু করতে পারে না ভগবান ! কখনও ডাক্তারের সম্পর্কে এটা ভাববেনা যে তারা এইরকম করেছে বা এই অপারেশন করেছে, না, সেটা কখনো ভেবোনা। তিনি শেষ পর্যন্ত যে স্নেহ দিয়েছিলেন তা এক মায়েরই স্নেহ ছিল। এই কারণে তিনি তাঁর নিজের দিক থেকে কোনো কম করেননি। এটা ড্রামার খেলা। বুঝেছ তোমরা ? এইজন্য কোনো সঙ্কল্প কোরোনা।

আজ শুধু আঙ্গাকারী হয়ে দিদির তরফে বার্তাবাহক হিসেবে আমি বার্তা দিতে এসেছি। যারা অটল স্থিতিতে স্থিত থাকে, অটল রাজ্যের অধিকারী, নিশ্চয় বুদ্ধি এবং নিশ্চিত বিজয়ী বাচ্চাদের আজ ত্রিমূর্তি স্মরণ - স্নেহ দিচ্ছেন এবং নমস্কার জানাচ্ছেন। আচ্ছা।

ডিভাইন ইউনিটি এখানে চলে আসুন - (সব দাদীদের বাপদাদা স্টেজে ডেকেছেন এবং তাঁদের মালারূপে বসিয়েছেন) মালা তো হয়ে গেছে, তাই না ! (দাদীজিকে বলছেন) এখন এই বস্টি (জানকী দাদী) আর এই বস্টি (চন্দ্রমণি দাদী) তোমার বিশেষ সহযোগী আত্মা। এই রথের (গুলজার দাদী) ডবল পার্ট - বাপদাদার পার্ট, আর এই পার্টই ডবল পার্ট। সবাই তোমার সহযোগী। এনাকে (নির্মলশান্তা দাদী, ব্রহ্মাবাবার লৌকিক কন্যা) যখন আবহাওয়া একটু ভালো থাকবে তখন ডেকো। সবাই তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ তো, তাই না ? সেবার কোনো বন্ধন নেই। স্বতন্ত্র বিহঙ্গ তো তালি বাজানোর সাথে সাথেই উড়ে যায় এইরকম হয়, তাই না ! তোমরা মুক্ত বিহঙ্গ, কোনও বিশেষ স্থান বা বিশেষ সেবার বন্ধন নেই। বিশ্ব-সেবার বন্ধন, বেহদ সেবার বন্ধন আছে, এই কারণে তোমরা মুক্ত। যেখানে যখন আবশ্যকতা আছে, সেখানে প্রথমে আমি। প্রত্যেক আত্মার নিজ নিজ পার্ট আছে। ডিভাইন ইউনিটি গ্রুপ পালনা দেয় আর মনোহর পার্টি সেবার ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। এখন, সেবার সাথে পালনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যেমন, দিদির পালনা অনুযায়ী অনেক আত্মা দিদির মাতৃস্বরূপে দেখেছে। আসলে তো মাতাপিতা এক। কিন্তু সাকারে নিমিত্ত হয়ে পার্ট প্লে করার কারণে পালনা দেওয়ার বিশেষ পার্ট প্লে করেছেন। একইভাবে, আদি রত্নদের পালনা দেওয়ার, বাবার পালনা নেওয়ার অধিকারী বানানোর পালনা দিতে হবে আত্মাদের। পালনা তো বাবার থেকেই নিতে হবে, কিন্তু নেওয়ার পাত্রও তো উপযুক্ত বানাতে হবে, তাই না ! সুতরাং এই আত্মা (দিদি জী) খুব ভালো, সেই পাত্রকে উপযুক্ত বানানোর নান্দার ওয়ান সেবা করেছিল। সুতরাং, তোমরাও সবাই নান্দার ওয়ান। তাই না? তোমরা সেকেন্ড মালাতে তো নেই, তাই তো ! সুতরাং প্রথম মালার তো সবই নান্দার ওয়ান। আচ্ছা - পাণ্ডবদেরও ডাকো।

বাপদাদার সামনে প্রধান সব ভাইরা স্টেজে উপস্থিত হয়েছেন: - তোমরা পান্ডবরাও তো আদি রত্ন, তাই না ! মালাতে পান্ডবরাও আছে, এমন নয় যে শুধু শক্তির আদে, পাণ্ডবও আছে। কোন্ মালায় নিজেদের দেখ ? সেতো প্রত্যেকেই তোমরা জানো, এবং বাবাও জানেন, কিন্তু বিশেষ স্মরণ-মালাতে

তোমরা পাণ্ডবরাও আছো । কে তুমি ? নিজেকে কে বুঝতে পারে ? পাণ্ডব ব্যতীত কোনো কার্য সম্পন্ন হতে পারেনা । শক্তিদেব যতখানি শক্তি আছে, পাণ্ডবদেরও বিশাল শক্তি আছে, এইজন্য চতুর্ভূজ রূপ দেখানো হয়েছে । কঙ্কাইন্দ্র রূপ । উভয়েই কঙ্কাইন্দ্র রূপ দ্বারা সেবাকার্যে সফলতা লাভ করে । এমন ভেবোনা, শুধু এই দাদীরাই বিশেষ আট রত্ন, অথবা ৯ রত্ন, পাণ্ডবরাও বিশেষ রত্নদের মধ্যে আছে । বুঝেছ তোমরা ? সদা এত দায়িত্বের মুকুট পরে থাকতে হবে । মুকুট সদাই পরে আছ তোমরা, তাই না ? সবাই তোমরা পরস্পরের সহযোগী হয়েছে । তোমরা বাবার ভূজসকল অথবা সাকারে দাদীর সহযোগী নিমিত্ত আত্মা । "আমরা সবাই এক" - এই শ্লোগান সদা সফলতার সাধন । সংস্কার মিলনের রাস করে তোমরা সদা সব জন্মের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সংগঠনে রাস করতে থাকো । যখন তোমরা এখানে রাস করো, কোন পার্ট করো অর্থাৎ তোমরা কোন্ পার্ট সদা প্লে করবে ? সদা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের ফ্রেন্ডস হবে এবং তাদের সম্বন্ধযুক্ত কেউ হবে । তোমরা খুব কাছের সম্বন্ধের হবে, আত্মীয় বন্ধুর স্বরূপের সাথী । মিত্রের মিত্র এবং আত্মীয়-পরিজনেরও পরিজন । সুতরাং তোমরা নিমিত্ত । এটা ছিল দিদির সাথে রুহ -রিহান । অতএব, শক্তিদেব সকলে এবং পাণ্ডবরা এক বাবার শ্রীমতের পুষ্পস্তবকের পুষ্প হয়েছে । তোমাদের সকলের দিদির প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে, তাই না ! আচ্ছা !

আজ, শুধুই মিলনের জন্য এসেছি, এইজন্য এখন ছুটি নিচ্ছি । (দাদীজী বাপদাদার সামনে ভোগ রাখলে, বাবা বললেন) আজ তোমাদের সাথে অফিসিয়ালি আমি মিলিত হতে এসেছি, এইজন্য বাবা ভোগ স্বীকার করবেন না । প্রথমে বাচ্চারা ভোগ স্বীকার করবে, তারপরে বাবা । আমরা সদা মিলিত হতে থাকব, খেতে থাকব এবং পরস্পরকে খাওয়াতে থাকব কিন্তু আজ দিদির বার্তাবাহক হয়ে এসেছি । বার্তাবাহক বার্তা পৌঁছে চলে যায় । দিদি বলেছেন, দাদীর সাথে আমাকে হাত মিলিয়ে যেতে । (বাপদাদা দাদীজীর হাতে হাত রাখেন আর তারপরেই বতনে উড়ে যান ।)

বরদানঃ - স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুযায়ী চালনা করে অকালতথ্য তথা হৃদয় সিংহাসনাসীন ভব

আমি অকাল তথ্যাসীন আত্মা অর্থাৎ আমি স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা । রাজা যেমন তথ্যে বসেন, তখন সব কর্মচারী রাজার অর্ডার অনুসারে চলে । এইরকম তথ্যাসীন হওয়ায় এই কর্মেন্দ্রিয়সকল নিজে থেকেই অর্ডার অনুসারে চলে । যারা অকাল তথ্যাসীন থাকে, তাদের জন্য বাবার হৃদয় সিংহাসন থাকেই কারণ নিজেকে আত্মা জ্ঞান করলে, বাবাই স্মরণে আসেন, সুতরাং তখন না থাকে দেহ, না দেহের সম্বন্ধ, না পদার্থ, একাধিপতি বাবাই সংসার, এইজন্য অকাল তথ্যাসীন বাবার হৃদয় তথ্যাসীন স্বতঃই হয়ে যায় ।

শ্লোগানঃ - নির্ণয় করার, পরখ করার এবং গ্রহণ করার শক্তিকে ধারণ করাই হোলিহংস হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- চলতে ফিরতে বিচার সাগর মন্থন করো, এই জ্ঞান মন্থনই হলো বুদ্ধির ভোজন, বিচার করে সেবার নতুন নতুন উপায় বের করো"

প্রশ্ন :- জ্ঞান অমৃত ধারণ করার বা করাবার শক্তি কোন্ বাচ্চাদের হয় ?

উত্তর :- যারা বাবার আপন হওয়ার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে । বাবা বলেন - বাচ্চারা, মনে রেখো যদি এই কথা শনেও পবিত্র না হও তাহলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে । এক কানে শনবে আর অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাবে । বাবার যদি হয়ে থাকে তাহলে আবর্জনার দুর্গন্ধ দূর করে দাও । উল্টো কাজ যদি করো তাহলে গলা আটকে যাবে, জ্ঞান আর শোনাতে পারবে না, তাই সাবধান ।

গীত :- তুমি রাত্রি নষ্ট করেছ ঘুমিয়ে, দিন নষ্ট করেছ খেয়ে,
হীরে জন্ম ছিল অমূল্য, কড়িতে যে বদলে যায়

ওম শান্তি । এখন বাবা বসে বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন ---বাচ্চারা, তোমরা বেহদের বাবাকে খুব ভালোভাবে জেনেছো কি ? জিজ্ঞেস করতে হয়, না হলে এ জিজ্ঞেস করার কোনো বিধি নয় । সবাই জানে যে তিনি আমাদের মাতা - পিতা । মাতা - পিতাকে পেলেই তোমরা হয়ে গেলে আস্তিক । মাতা - পিতা, যাঁর থেকে অপার সুখ পাওয়া যায় । সত্যযুগে তো থাকেই প্রালব্ধ । সেখানে তো আস্তিক বা নাস্তিকের কোনো প্রশ্নই ওঠে না । আস্তিক - নাস্তিক, জানা বা না জানা এই এই সঙ্গমেই হয় । বাচ্চারা এখন জানে যে ---- কাল যারা নাস্তিক ছিলো, বাবা আর বাবার রচনাকে জানতো না, তারাই এখন আস্তিক হয়েছে । বাবাকে আর নিজেদের ৮৪ জন্মকে জেনে গিয়েছে । কাল তারা জানতো না কিন্তু আজ জানে । কাল আর আজ -- এই কথা তো বলা হয়, তাই না । আজ পুরানো দুনিয়া, কাল আবার নতুন দুনিয়া হবে । আজ রাত আছে, কাল আবার দিন হবে । বাস্তবে ভারতবাসীদের তো বাবাকে জানা উচিত । ভারতেই আছে সোমনাথের মন্দির । শিব জয়ন্তীও পালন করা হয় কিন্তু এই কথা কেউ জানে না যে শিববাবা কখন এসেছিলেন । সোমনাথ যে নাম রাখা হয়েছে তিনি কবে এসে জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছিলেন ? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বাবার দ্বারা আস্তিক হয়েছি । বাবা বসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন । এই বানানো ড্রামার নিয়ম অনুসারে বাবার পরিচয় এই সঙ্গমেই পাই । বাচ্চারা জানে যে, আজ হলো নরক, কাল স্বর্গ হবে । কাল অর্থাৎ আমাদের পরের জন্ম যা সত্যযুগে হবে । আমরা এখন পুরুষার্থ করছি । আজ মৃত্যুলোক, কাল অমরলোক হবে । দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । কলিযুগ থেকে সত্যযুগে পরিণত হচ্ছে । এ তো বাবাই বানাবেন । বাবা হলেন পতিত - পাবন । দুনিয়ার মানুষ সঙ্গমের কথা কেউই জানে না । এখন তোমরা কত আলোয় এসেছো । তোমরা এখন ভক্তি মার্গ ছেড়ে দিয়েছো । আজ ভক্তি আছে, কাল আর থাকবে না । এমন নয় যে আজ ভক্তি আছে, কাল আবার জ্ঞান আসবে । তা নয়, ভক্তি তো অর্ধেক কল্প ধরে চলে । জ্ঞান একবারই পাওয়া যায় আর তাতে সঙ্গতি হয়ে যায় । বাবা একবারই এসে সকলের সঙ্গতি করেন, তাই গায়ন আছে -- পতিত - পাবন, সঙ্গতি দাতা । তাঁর জন্মও এই ভারতেই হয় । কিন্তু ভারতবাসী জানেই না যে এ হলো নিরাকার শিববাবার মন্দির । তারা বলে জ্যোতির মন্দির । ব্রহ্মসামাজীরা জ্যোতি স্বালায় । তারা মনে করে যে পরমপিতা পরমাত্মা

হলেন জ্যোতি স্বরূপ । এখানে অনেক প্রকারের মত আছে । যারা যে বিষয় সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেয় তা মেনেই মানুষ অনুসরণ করতে থাকে । এখন তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জেনে গেছো । তোমাদের রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য আর অন্তের রহস্য বুঝে তারপর অন্যদেরও তা বোঝাতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সত্য, তিনি চৈতন্য এবং জ্ঞানের সাগরও । প্রত্যেক অভিনেতার মহিমা আলাদা আলাদা হয় । পরমাত্মা সর্বব্যাপী বললে আলাদা আলাদা মহিমা হয় না । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে আলাদা আলাদা পার্ট ভরা আছে । পরমপিতা পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপী হন তাহলে তাঁর পার্ট তো সবার ভিতরেই বাজতে থাকবে । এ তো ঘোর অন্ধকার । এমন সময়ই বাবা এসে বোঝান ।

বাচ্চারা জানে যে উঁচুর থেকে উঁচু পার্ট হলো পরমাত্মার । ওই একজনকেই সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে । ভক্ত হলো সকলেই পতিত । পতিত কাকে বলা হয় --- এ কথা মানুষ জানে না । সন্ন্যাসীরা মনে করে যে, এই বিকারের জন্যই আমরা নরকবাসী হয়েছি তাই গৃহত্যাগ করলে আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো । বাবা বোঝান যে এ হলো কলিযুগ । সবাই বিষয় সাগরে ধাক্কা খাচ্ছে এইজন্য একে বেশ্যালয় বলা হয় । আমি এসেই শিবালয় বানাই । সত্যযুগে ছিলো এক ধর্ম, সেই দেবী - দেবতারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে নিজেদের আর দেবী - দেবতা বলতে পারে না । যাঁরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলেন, তারাই নামতে নামতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণে এসে এখন পতিত পূজারী হয়েছে । ভারত সবথেকে বেশী পবিত্র ছিলো যা এখন পতিত হয়ে গেছে । সন্ন্যাসীদেরও সম্পূর্ণ পবিত্র বলা যাবে না কারণ তারা এই পতিত দুনিয়াতে আছে । ঘরবাড়ী ছেড়ে কেউই সত্যযুগে যেতে পারবে না । তোমাদের তো এই দুনিয়াকে ভুলে সত্যযুগে যেতে হবে । স্বর্গে যাওয়ার জন্য তোমরা হব্ব আগের কল্পের মতো পুরুষার্থ করছো । ভারতই পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে আবার তারা পূজ্য হবে । যারা বাবার হারানিধি বাচ্চা হবে তারাই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে । যারা দেবী - দেবতা ধর্মের হবে না, তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে না । ভারতবাসীই ৮৪ জন্ম নেয় । আর কোনো ধর্মের মানুষ ৮৪ জন্ম নিতে পারে না । তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসার আছে, সবাই একসাথে আসতে পারবে না । বাচ্চাদের চক্রের রহস্যও বলা হয়েছে । ঝাড় কিভাবে তৈরী হয় । আত্মাদেরও ঝাড় হয় । তাদের রুহানী বলা হবে । বাচ্চারা জানে যে, আমরা ব্রহ্মাণ্ডে থাকি । প্রথম নশ্বরে শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর, তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ এবং তাদের বংশ । নশ্বর অনুসারেই তো এইসব হয়, তাই না । এইসময় তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ঝাড়ের রহস্য জানা আছে । সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না যে, কে কে আসবে বা কি কি হবে । আবার ওখানে সবাই অজ্ঞান, এ কথাও বলা হবে না । সেখানে থাকবে প্রালঙ্ক যা তোমরা এই জ্ঞানের থেকে পাও । এখন হলো উত্তরণ কলা এর পরে হবে অবতরণ কলা । ১২৫০ বছরে দুই কলা কম হয়ে যায় । অল্প অল্প করে নামতে থাকে । তোমরা এখন সব হিসেব বের করতে পারো । প্রথমে হলো ভিত তারপর ফাউন্ডেশন তৈরী হয় । এখন তোমরা বীজ আর ঝাড়কে খুব ভালোভাবে জেনে গেছো । এখন তোমরা বাবার দ্বারা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে গেছো । বাবা বুঝিয়েছেন, বাবা হলো সন্তানের কাছে দৃষ্টান্ত । টিচার হলো স্টুডেন্টের কাছে দৃষ্টান্ত । প্রথমে গুরু তারপর তিনি অনুসরণকারীদের দৃষ্টান্ত । আবার এই ফলোয়াররা আবার গুরুকে শো করায় । এখানে তো এই তিনই এক বাবা । তিনি হলেন রচয়িতা । অবশ্যই তিনি নতুন দুনিয়ার রচনা করবেন । স্বর্গে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতেন । তাঁরা এই আশীর্বাদী বার্ষা কোথা থেকে নিয়েছিলেন ? কে এমন কর্ম করা শিখিয়েছিলেন যাতে তাঁরা এত উঁচু পদ পেয়েছিলেন ? এখন বাবা বলেন -- তোমাদের আমি এমন কর্ম শেখাই যাতে তোমরাও তেমন দেবী - দেবতা হবে । স্বর্গে তোমরা খুবই অবস্থাপন্ন

ছিলে । বাবার থেকেই তোমরা আশীর্বাদী বর্ষা নিয়েছিলে । তাহলে অবশ্যই বাবা এসেই এই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন । বাবা বলেন - বাচ্চারা, চলতে ফিরতে এমন বিচার সাগর মন্ডন করো । এ হলো বুদ্ধির জন্য খাবার । বাবার মনে হয় এই গোলা খুব বড় বড় বানানো উচিত । চক্র দেখিয়ে কাউকে বোঝালেও খুব ভালো হবে । এখন বিচার করা উচিত -- মানুষকে কিভাবে বোঝানো যায় ? তাদের বোঝাতে হবে - এই হলো সঙ্গম, দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । এখানে অনেক ধর্ম, ওখানে থাকে এক ধর্ম যা বাবা স্থাপন করেছিলেন । ভারতের প্রাচীন যোগ খুবই বিখ্যাত । তোমরা জানো যে আমরা আবার ভগবানের কাছে রাজযোগ শিখছি । ভগবানই আমাদের বেহদের হিস্তি - জিওগ্রাফী বলবেন । মানুষ মানুষকে এই কথা বলতে পারে না । এই বাবা বলেন আমিও কিছুই জানতাম না । বাবা নিজের মহিমা করেন না যে, এমন ছিলো, তেমন ছিলো । বাবা বলেন এখন তোমরা এই ভক্তির কর্মকান্ড করো না । এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । রাতের পরে আবার দিন আসবে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা সঙ্গম যুগে আছো । এই সঙ্গম যুগেই জ্ঞান পাওয়া যায় । বাবা কিভাবে প্রথমে সূক্ষ্ম বতনের রচনা করেন তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টির রচনা করেন । এরই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় । এনাদের আদি দেব - আদি দেবী বলা হয় । অ্যাডাম আর ইভও বলা হয় । এখন এনারা হলেন মাতা - পিতা, কিভাবে তাঁরা সৃষ্টির রচনা করবেন, অ্যাডামকে আদি দেব ব্রহ্মা বলা হয় । তিনি কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নন । মানুষ বুঝতেই পারে না যে পরমপিতা পরমাত্মা অ্যাডামের দ্বারাই এই সৃষ্টি করিয়েছিলেন । নিশ্চই ভগবানই এই স্বর্গের রচয়িতা । তিনি হলেন নিরাকার বাবা । আমরা আত্মারাও নিরাকার । আমরা এই শরীর ধারণ করে পুনর্জন্মে আসি অভিনয় করতে । নিরাকার বাবাকে মানুষ ভক্তিতে স্মরণ করে, তিনি পরমধামেই থাকেন । তিনিই হলেন পতিত - পাবন । তিনি এই পতিত দুনিয়াতে এসে বাচ্চাদের পড়িয়ে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যান, এই কারণেই তিনি বাবা এবং টিচারও । তিনি আমাদের বেহদের হিস্তি - জিওগ্রাফী পড়ান । এখন তোমরা মাস্টার নলেজফুল হচ্ছে । বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, স্মরণে রেখো, এখন তোমরা যদি পবিত্র না থাকো তাহলে যতই শোনো না কেন, এক কান দিয়ে শুনবে, অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাবে । প্রথমে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো, নাহলে পাপের বোঝা কাটবে না । পবিত্র না হলে আরো জোরে নীচে পড়ে যাবে । বাবা বলেন -- মনে রেখো, এখন যদি পবিত্র না হও তাহলে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে । অজ্ঞান কালে এমন সাজা ভোগ করতে হয় না কিন্তু আমার কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করে তারপর পবিত্র যদি না হও আর লুকিয়ে ইন্দ্রসভায় যদি আসতে থাকো তাহলে অনেক দণ্ড ভোগ করতে হবে আর পাথর তুল্য বুদ্ধির হয়ে যাবে । তখন সাধারণ প্রজার মধ্যে চলে যাবে । পদও তো নম্বর অনুসারেই হয় , তাই না । উঁচুর থেকে উঁচু পদও যেমন হয় তেমনি নীচুর থেকে নীচু পদও হয় । এখানে তো সকলেরই দুঃখ । আচমকা কোনো মৃত্যুও এসে যায় । বাস্তবে সম্পূর্ণ আয়ুতেই কালের আসার প্রয়োজন । বরাবর এই ভারতেই নিয়ম মতো আয়ু সম্পূর্ণ হতো । বৃদ্ধ হওয়ার পর সাক্ষাৎকার হতো যে, এবার আবার বাচ্চা হবো । এখানে তোমরা জানো যে শরীর ত্যাগ করে আমরা বাবার কাছে যাবো । এই পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে । প্রতি মুহূর্তেই তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা, ব্যস, আমরা এলাম বলে । যোগবলের দ্বারাই আত্মাকে পবিত্র বানানো হয় । এরজন্য একটাই উপায় আছে ----- বাবার সঙ্গে যোগ লাগানো । তাহলেই তোমরা সতাপ্রধান পবিত্র হয়ে যাবে । যোগযুক্ত হতে হতে অগ্নিমে যোগসিদ্ধ হতে হবে ।

বাবা বলেন যে, এ হলো আমার শরীর। ল্যান্ড লেডী বলো বা ল্যান্ড লর্ড -- এ হলো বড় বিচিত্র। কিভাবে শিববাবা আসেন, তিনি বলেন - ইনি ল্যান্ড লেডীও আবার সঙ্গে প্রজাপিতাও। আমি নিরাকারের তো অবশ্যই শরীরের প্রয়োজন। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের রথ বা শরীর আছে। আমি কিভাবে রথী হবো। আমাকে তো এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। কৃষ্ণ তো পবিত্র ছিলেন। ড্রামাতে এই রথ নির্ধারিত। আমি এই ভারতেই আসি। এমন নয় যে এক কল্প ভারতে আবার আর এক কল্পে জার্মানিতে আসবো। বাবা বোঝান যে তোমরা তো কর্মযোগী। কর্ম তো করতেই হবে। আগেকার দিনে পুরুষ রোজগার করতো আর মায়েরা ঘর সামলাতো। মায়েরা এত পড়াশোনা করতো না। এখন তো এই পড়া শুরু হয়েছে। মায়েরাও এখন কাজ কারবার করে। এখন বাচ্চারা তোমাদের অবিনাশী কামাই করতে হবে। প্রত্যেকেই বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী বাঁসা নিতে হবে। যারা করবে তারাই নিজেদের পদ পাবে। এই পড়ার পদপ্রাপ্তি ২১ জন্ম ধরে চলে। এই পড়া বাবা ছাড়া কেউই পড়াতে পারে না। পতিত পাবনই হলেন গড ফাদার। তিনিই রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করেন। এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি। এই কথাও যদি স্মরণে থাকে তাহলে তোমরা প্রফুল্ল থাকবে। বাবা নিজের অনুভব বলেন যে - স্মরণে রাখার চেষ্টা করে তবুও বারে বারে ভুলে যায় তাই বাবা বলেন, রাত জেগে অভ্যাস করো তখনই অবস্থার স্থিতি আসবে, এই কারণেই বলা হয় ---- হে নিদ্রাজয়ী বাচ্চারা, তোমরা কামাই করো। হাত, পা বা মুখের দ্বারা কিছু করো না বা বলোও না। আগে তো তোমরা মালা ঘোরাতে, রাম - রাম জপ করতে। এই মালার রহস্য তোমরা এখন জানো। বিজয় মালা আর রুদ্দের মালা। এখন তোমরা সকলেই হলে পুরুষার্থী। একে মালা বলা হবে না। রাত জাগলে তোমাদের অনেক আনন্দ আসবে। রাতে ৯ টার থেকে ১২ টার সময় খারাপ। রাত ২ টোর থেকে অমৃতবেলা। এইসময় তোমাদের সমস্ত আবর্জনা দূর করে দাও। এত শুনেও যদি পবিত্র হতে না পারো তো বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কাউকেই আর এই জ্ঞান শোনাতে পারবে না। যেমন বৃন্দাবনে কিছু রাসলীলা দেখানো হয়েছে। এ হলো জ্ঞান নৃত্যের কথা। এখান থেকে শুনে বা দেখে বাইরে গিয়ে যদি উল্টাপাল্টা বলো, গলা বন্ধ হয়ে যাবে এই কারণে সাবধান থাকতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে তাহলেই যোগযুক্ত হতে পারবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মযোগী হয়ে থাকতে হবে। কর্ম করাকালীন বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) নিজের প্রতিটি চলনে বাবা, টিচার এবং সঙ্গীর নিদর্শন দেখাতে হবে। "আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি" -- এই স্মৃতিতে সদা প্রফুল্ল থাকতে হবে।

বরদান :- কর্মযোগী হয়ে প্রতি কার্য কুশলতা আর সফলতার সঙ্গে করে চিন্তামুক্ত হও

কোনো কোনো বাচ্চার রোজগারের বা পরিবারের প্রতিপালনের চিন্তা থাকে কিন্তু যারা চিন্তা করে তারা উপার্জনে সফল হতে পারে না । চিন্তা ত্যাগ করে কর্মযোগী হয়ে যদি কর্ম করে তাহলে যেখানে যোগ থাকে সেখানে যে কোনো কার্য কুশলতা আর সফলতাপূর্বক সম্পন্ন হবে । যদি চিন্তার সঙ্গে কোনো উপার্জন হয় সেও চিন্তারই জন্ম দেবে, আর যোগযুক্ত হয়ে খুশীর সঙ্গে উপার্জিত অর্থ খুশী প্রদান করবে কেননা বীজ যেমন হবে ফলও ঠিক তেমনই হবে ।

স্লোগান :- সর্বদা গুণ রূপী মোতি গ্রহণকারী হোলী হংস হও, কাঁকর বা পাথর গ্রহণকারী নয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই জ্ঞান হল খুবই মজার, তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্যে উপার্জন জমা কর। তোমাদের অন্য কারো খেয়াল না করে, নিজের দেহকে ভুলে উপার্জন জমা করতে হবে"

প্রশ্ন:- অবিনাশী উপার্জন করার বিধি কি ? এই উপার্জন থেকে কে বঞ্চিত হয় ?

উত্তর :- এই অবিনাশী উপার্জন বা আয় জমা করতে হলে রাত্রে বা অমৃতবেলায় জেগে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, বিচার সাগর মন্থন কর। উপার্জনের সময় কখনও ঘুম আসে না । তোমরা চলতে-ফিরতে বাবার স্মরণে থাকো তাহলে প্রতিটি সেকেন্ড উপার্জন হবে। তোমাদের স্বতন্ত্র ভাবে নিজের জন্যে উপার্জন করতে হবে। যারা ঐ বিনাশী উপার্জনের দিকে বেশি যায়, তারা এই উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয় ।

গান :- জাগো সজনীরাজ জাগো নতুন যুগ এলো যে

ওমশান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে। বুদ্ধিতে আছে। সজন বলো বা পিতা, ঔঁনাকে স্বামীর স্বামী বলা হয় কেন? ইংরেজিতে ব্রাইড বলা হয়। সজনকে ব্রাইড গ্রম বলা হয়। তিনি হলেন নিরাকারী সজন। এখানে সাকারী সজনের কোনো কথাই নেই। নিরাকারী সজনেরও সজনী নিশ্চয়ই চাই। তা নাহলে নিরাকার সজন , সজনী বিনে রচনা করবেন কিভাবে। বাচ্চারা জানে যে উনি নিরাকার কোন্ সজনীর দ্বারা রচনা করেন। তিনি পরম পিতা পরমাত্মা এনার ভিতরে (ব্রহ্মাবাবার) প্রবেশ করে সবাইকে জাগিয়ে তুলছেন। যথায়ভাবে নব যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ সত্য থগে যাওয়ার জন্যে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। পুরানো যুগ কে বলা হয় কলি যুগ। তাহলে বাচ্চারা তোমাদের অনুভব হচ্ছে আমরা এখানে এসেছি জ্ঞান সাগরের কাছে রিফ্রেশ হওয়ার জন্যে, সম্মুখে ধারণা করার জন্যে। বাচ্চাদের সম্মুখে যতখানি মজা অনুভব হয় ততখানি সেন্টারে হয়না। তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে রয়েছ আর সেন্টারের বাচ্চারা রয়েছে দূরে। এই কথা বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে প্রত্যেকটি আত্মা হল রথী এবং পরম পিতা পরমাত্মা হলেন এই দেহের রথী। ঔঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরম আত্মা। তিনিও হলেন আত্মা তাইনা। তিনি সর্বদা সবকিছু থেকে পার অর্থাৎ অপারে অবস্থান করেন। ভগবানকে যখন স্মরণ করা হয় তখন দৃষ্টি সকলের উপরেই যায়। ও পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করুন। সবাই জানে তিনি থাকেন উপরে। বাবা নিজের নির্দিষ্ট রথে এসেছেন। বলেন আমি কল্প কল্প এই দেহের রথী কারণ এই ব্রহ্মা রথ দ্বারাই ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা করি। যদি কৃষ্ণের দেহে আসি তবে তো দেবতা কুল হয়ে যাবে। সত্যযুগ হয়ে যাবে। কৃষ্ণের শরীর সত্যযুগে থাকে। বাচ্চারা বোঝে আমাদের বেহদের পিতা বসে তিনটি কালের জ্ঞান প্রদান করে ত্রিকালদর্শী করছেন। ডামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেছেন। যে সেকেন্ড পার হয়েছে হুবহু রিপিট হবে। যেমন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল পুনরায় রিপিট হবে। ক্রাইস্টকেও নিজের পার্ট রিপিট করতে হবে। সেই নাম, রূপ, দেশ, কালেই আসতে হবে। বাবা বলেন - আমিও নিজের নিরাকার রূপ পরিবর্তন করে সাকার রূপে এসেছি। নিশ্চয়ই মনুষ্য দেহেই আসবেন তবেই তো জ্ঞান বলে দেবেন। শান্ত্রে কচ্ছ-মচ্ছ অবতার লেখা আছে। সর্বব্যাপীর জ্ঞানে এই ভাবে যে তিনি সবার মধ্যে প্রবেশ করেন।

এখন বাবা স্বয়ং বলছেন - সজনীরা , আমি এসেছি তোমাদের জাগ্রত করতে, নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। যে সত্যযুগ ছিল সেই যুগ আবার রিপিট হবে। এখন নবযুগ আসছে। দুনিয়া ভাবে নবযুগ আসতে এখনও ৪০ হাজার বছর রয়েছে। এই হল মানুষের সবচেয়ে বড় ভুল। এখন বাচ্চারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার মানুষের জন্যে এইটি হল নতুন জ্ঞান। সত্যযুগে দেবী দেবতা রূপে অবস্থান করবে , তখন অন্য ধর্মের কথা জানা থাকবেনা। এখন অন্য ধর্ম গুলি সব পুরানো ধর্ম। নতুন দেবী-দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয়েছে, এখন সেই নতুন ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। দেবতাদের বিভিন্ন চিত্র আছে। বোধ আছে সত্যযুগে অবশ্যই রাজত্ব ছিল। সত্যযুগে তোমাদের ইজ কথা জানা থাকবেনা যে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্বের পরে রাম রাজ্য আসবে। যা কিছু হবে তোমরা দেখতে থাকবে। তারপরে বলবে এডওয়ার্ড দি ফার্স্ট, সেকেন্ড.... পরের দিকে যারা আসবে তারা জানবে ফার্স্ট, সেকেন্ড এডওয়ার্ড চলে গেছেন। ভবিষ্যতে আবার কবে আসবেন সেসব জানা থাকবেনা। ড্রামার পার্ট ইমার্জ হতে থাকবে। ড্রামার নলেজ বাবা-ই বলে দেন। ভক্তি মার্গের তীর্থ যাত্রা একেবারেই আলাদা। এই হল জ্ঞান - বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করা। এখন তোমরা জানো সত্যযুগে কত সময় রাজত্ব চলবে তারপরে ত্রেতায় রাম-সীতার রাজত্ব চলবে। বাচ্চারা সীন সীনারী দেখতে পায়। তোমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে - এই কথাটি বুদ্ধিতে আছে। এই হল নতুন জ্ঞান। বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এই সঙ্গমে পরমপিতা পরমাত্মা রথী হয়েছেন , আমরা রথী স্বরূপ আত্মা আমাদের ফেরত নিয়ে যেতে। আমরা সবাই রথী। নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। তোমরা বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি। এখন বাবা এসেছেন - আমাদের সম্পূর্ণ রহস্য বোঝাচ্ছেন। পতিত থেকে নিজের মতন পবিত্র করে দিচ্ছেন। ইনি হলেন বেহদের একমাত্র পিতা যিনি আত্মারূপী বাচ্চাদের নিজের মতন করে দেন। লৌকিক পিতা কখনও বাচ্চাদের নিজের মতন তৈরি করেননা। এক পিতার সন্তান কেউ হয় কার্পেন্টার , কেউ হয় সার্জেন , কেউ ইঞ্জিনিয়ার । এখানে এমন হয়না। এখানে তোমরা সবাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। তোমরা ব্যারিস্টার , সার্জেন ইত্যাদি হও না। তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের পড়ান , ফলে আমরা পড়াশোনা করে দেবতায় পরিণত হই। এমন স্কুল কোথাও দেখা যায়না , যেখানে সবাই বলবে আমরা সেই দেবতা পদ প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনা করছি। দিন প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি হবে। তখন সেন্টার ইত্যাদির সংখ্যাও বাড়বে। বাচ্চাদের প্রভাব বাড়লে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এখানে এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার রাজ যোগ শেখাও। অনেক বৃদ্ধি হবে। বাবা তবুও বাচ্চাদের বলেন - রাত্তিরে অথবা অমৃতবেলায় জাগো , এতেই অনেক উপার্জন হবে। মানুষ যারা উপার্জন করতে সৌখিন তারা রাত্তিরে খন্দের পেলে তখনও জেগে থাকে। মানুষ যদি ২৪ ঘন্টার সম্পত্তি পেয়ে যায় তবে তো ঘুম ছেড়ে দেবে। উপার্জনের সময় ঘুম আসেনা। উপার্জন না থাকলে ঘুম পায় । আয় হলে খুশী হয়। টাকা পয়সা বাড়ানোর চেষ্টা মানুষ করতে থাকে যাতে সুখী হওয়া যায়। যদিও পেট কিন্তু এক পোয়া রুটি চায়।

বাচ্চারা তোমাদের এই দুনিয়ার প্রতি কোনোরকম মমত্ব রাখা উচিত নয়। বেশি লোভ থাকা উচিত নয়। সেইদিকেই বুদ্ধি যোগ লেগে থাকে , তখন অবিনাশী উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই এই উপার্জনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তোমাদের কামাই বা উপার্জন সেকেন্ডে সেকেন্ডে হয়। তারপরে যদি চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তো বিশাল উপার্জন হবে। অন্য কোনও উপার্জন এইরকম চলতে ফিরতে করা যায় কি ? এইটি হল ওয়াল্ডারফুল ইনকাম। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে নিজের জন্যে ইনকাম কর। লৌকিক পিতার সন্তানের প্রতি চিন্তা থাকে - বাচ্চারা

যেন সুখী থাকে, সমৃদ্ধ থাকে। এখানে সন্তানের চিন্তা থাকেনা। নিজের জন্যে ২১ জন্মের উপার্জন কর। কেমন মজার জ্ঞান তাইনা ! প্রত্যেককে নিজের জন্যে ইনকাম করতে হবে। সন্তান, মিত্র আল্লীয় স্বজন কাউকে স্মরণ করতে হবেনা। নিজের দেহটির কথাও স্মরণ করতে হবেনা। বাবাকে যদিও এই দেহে আসতে হয় কিন্তু তিনি আসলে হলেন দেহি-অভিমানী। বর্তমান সময়ে দেহে আসেন , এসে আস্বারা তোমাদের এই জ্ঞান প্রদান করেন অথবা সহজ উপার্জনের পথ বলে দেন। যদি তোমরা প্র্যাক্টিস করতে থাকবে তাহলে অনেক উপার্জন করতে পারবে। ব্রহ্মাবাবাও প্র্যাক্টিস করেন শিববাবা কে স্মরণ করলে অভ্যেস হয়ে যায়। নিজের কথা ভুলে শিববাবার কথা স্মরণে থাকে কারণ শিববাবার প্রবেশ রয়েছে এই দেহে (ব্রহ্মাবাবার দেহে)। ব্রহ্মাবাবা বোঝেন আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। লৌকিক পিতার সন্তানদের চিন্তা থাকে আমরা বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তেমনই ব্রহ্মাবাবারও স্মরণে থাকে যে আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। শিববাবার প্রবেশ রয়েছে কিনা। তাই সেই নেশা তো থাকে যে - আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, প্রপাটির মালিক। শিববাবা নিজে তো বিশ্বের মালিক হন না। আমি (ব্রহ্মাবাবা) ব্রহ্মাণ্ডের মালিক সাথে বিশ্বেরও মালিক হই। বাবা (শিববাবা) হলেন শুধুমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের মালিক । তোমরাও বিশ্বের মালিক হও তাইনা। রাজা হোক বা প্রজা - সবাই বোঝে আমরা হলাম বিশ্বের মালিক, সবাই জানে আমরা বিশ্বের মালিক। এইসব কথা বুঝলে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। গায়নও আছে - অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপী বল্লভের গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা কর। এমন নয় গোপী-বল্লভ কে জিজ্ঞাসা কর। বল্লভ বাবাকে বলা হয়। বল্লভ তো বিশ্বের মালিক হওয়ার সুখ ভোগ করেননা। বাবা কত উঁচুতে স্থান দেন। ইনি (ব্রহ্মা) বলেন আমিও নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ভাবি। এমন নয় ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। কোথায় ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, কোথায় ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হওয়া - অনেক তফাৎ রয়েছে। তোমরা জানো বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। স্বয়ং বাবা বলেন জাগো সজনীরা । আমি প্রতিটি নতুন কথা তোমাদের বোঝাই। তোমরা কি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হও নি ? তারপরে পাট প্লে করে এখন আবার তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হও, পরবর্তী সময়ে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে - এই কথাটি স্থায়ী ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। একেই বলা হয় বিচার সাগর মন্ডন। এর ফলে তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। এই কথাটি তো নিশ্চয় থাকা উচিত যে ইনি হলেন আমাদের পিতা। পিতা ব্যতীত এমন কথা বোঝানোর সামর্থ্য কারো নেই। অন্তরে নোট করা উচিত। এখানে নোট নেওয়া হয় স্মৃতিতে রাখার জন্যে। তারপরে এইসব আর কাজে লাগবেনা। বারিস্টারের কাছে অনেক বই পত্র থাকে। শরীর ত্যাগ করলেই শেষ। পর জন্মে কি হবে কে জানে। বাচ্চারা তোমাদের তো এই একমাত্র পড়াশোনা। তোমরা জানো স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের মালিক পিতা , আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের এবং বিশ্বের মালিক করেন। তবুও খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকেনা কেন ? বাবা বুঝিয়েছেন এই গান বাড়িতে নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্যে রাখা উচিত।

কেউ এমন ভাবে যে জ্ঞানে এসে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি-লাভ তো পুরানো দুনিয়ায় আছেই। আজ কেউ মন্ত্রী, কেউ শূট করে দিলেই শেষ । সবার ক্ষতি তো হয়। কারো ধূলোয় চাপা থাকে সবারই ক্ষতি । শুধু তোমরা বাচ্চারা সদাকালের লাভ প্রাপ্ত কর ভবিষ্যতে। তাও আবার ২১ জন্মের জন্যে। বাকি দুনিয়ার তো ক্ষতি হয়। এইসব কিছু হল মৃগতৃষ্ণা সম। কেউ জানেনা এইসব মাটিতে মিশে যাবে। সবই রয়েছে কবরে, ভস্মীভূত হয়ে রয়েছে। তোমরা এইসব কিছু জানো। তোমাদের মধ্যেও যারা খুব তীক্ষ্ণ তারা জানে যে এই দুনিয়াটা হল অগ্নি কুন্ড। সবকিছু কবরে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে। যাদব-কৌরব সবাই কবরে গিয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের বিজয় হয়েছিল। বিশ্বে অর্থাৎ

নতুন দুনিয়ায় বিজয় লাভ করে কারণ তোমরা পাণ্ডবরা ঈশ্বরকে জানো। তাঁর সঙ্গে প্রীতি রাখো। যে যতখানি প্রীতি রাখে, যে যত স্মরণ করে ততই তার উপার্জন জমা হয় -- এমন কখনও শুনেছ ? ভারতের প্রাচীন যোগ খুবই বিখ্যাত। ব্রহ্মাবাবাও জানতেননা, এখন সব কথা বুদ্ধিতে আছে। বাবা বলেন - সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যা তোমাদের বলি সেসব সত্যযুগে থাকবেনা। সেখানে তো তোমাদের প্রলঙ্কের সুখের পার্ট যেমন কল্প পূর্বে চলছিল তেমনই চলবে। এই জ্ঞান বাবা একবারই এসে প্রদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত দিতেই থাকবেন। তোমরা যেখানেই থাকো, শরীর ত্যাগ করার সময় যেন শিববাবার স্মরণ থাকে, ত্রিকালদর্শী স্বরূপের জ্ঞান থাকে। জ্ঞান-অমৃত মুখে থাকে, স্ব-দর্শন চক্র স্মরণে থাকে - তখন যেন দেহ ত্যাগ হয়। কোথায় ভক্তিমার্গের কথা আর কোথায় এই জ্ঞানের কথা। মৃত্যুর সময় মানুষের হাতে মালা দেওয়া হয়। বলা হয় - রাম-রাম বলো তাহলে সদগতি হবে। কিন্তু রাম কে, কোথায় -কেউ জানেনা। কেউ রামকে, কেউ হনুমানকে স্মরণ করে। অনেককে স্মরণ করাকে বলা হয় - ভক্তি। এখন তোমরা একজনকে স্মরণ করো - যিনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করেন, তোমাদের সদগতি করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের কে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) স্থায়ী খুশীতে থাকতে হলে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। নেশায় থাকতে হবে যে আমরা ব্রহ্মান্ড ও বিশ্বের মালিক হতে চলেছি।

২) একমাত্র বাবার সঙ্গে প্রীতি রেখে উপার্জন জমা করতে হবে। আমরা আত্মা আমরা এই দেহে রখী। রখী ভেবে দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- বাবার নির্দেশ অনুযায়ী সেবা ভেবে প্রতিটি কার্য সম্পন্নকারী সদা ক্লান্তিহীন (অথক) এবং বন্ধনমুক্ত হও

ব্যাখা: প্রবৃত্তিকে (গৃহস্থ) সেবা ভেবে সামলাও, বন্ধন ভেবে নয়। বাবা নির্দেশ দিয়েছেন - যোগের দ্বারা হিসাব-নিকেশ মেটাও। এই কথা তো জানো যে এই হল বন্ধন কিন্তু ঋণে ঋণে বললে বা ভাবলে বন্ধন আরও কঠিন হয়ে যায় আর শেষ সময়ে যদি বন্ধন স্মরণে থাকে তবে তো গর্ভ জেলে যেতে হবে তাই কখনও নিজের প্রতি বিরক্ত হবেনা। কোথাও আটকে যেওনা এবং কোথাও বিবশ হয়ো না, খেলা ভেবে প্রতিটি কাজ করতে থাকো তাহলে ক্লান্তিহীনও (অথক) থাকবে এবং বন্ধন-মুক্তও হয়ে যাবে।

স্লোগান - ঋকুটি কুটিরে বিরাজিত হয়ে তপস্বীমূর্ত স্বরূপে থাকো - এটাই হল অন্তর্মুখী অবস্থা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভারতকে স্বর্গ বানাতে বিনাশকালে প্রীতবুদ্ধির সাথে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো,
এইভাবেই হবে বাবাকে সাহায্য করা"

প্রশ্নঃ - যোগবলের রুহানী ড্রিল শেখার মুখ্য আধার কি ?

উত্তরঃ - এই ড্রিল অনুযায়ী সবার সাথে তোমার বুদ্ধির যোগ ছিল করতে হবে এবং সবার সঙ্গ ভেঙে একাধিপতি বাবার সঙ্গ জুড়ে নাও। যখন তোমার প্রকৃত ভালোবাসা একেশ্বর'এর প্রতি থাকবে, তখনই তুমি রুহানী ড্রিল করতে পারবে। এটাই যোগের শক্তি যা দিয়ে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের বিশ্বের রাজস্ব প্রাপ্তি হয়।

গীতঃ - ভোলানাথের মতো, কেহ নয়তো অনুপম ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গীত শুনেছে। কার এই মহিমা? ভোলানাথ শিববাবার। পরমপিতা পরমাত্মাকে ভোলানাথও বলা হয়। নলেজফুলও বলে আর পতিত-পাবনও বলে। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। লৌকিক বাবাকে পরমপিতা বলা হবেনা। পরমপিতা সদাসর্বদা এক পরমাত্মাকেই বলা হয়। আত্মা তার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা করে। আত্মা বলে, ভক্তের রক্ষক অর্থাৎ তিনি, একাধিপতি আবারও ভক্তকে তাদের ভক্তের ফল দেন। ভগবান ভক্তকে কি ফল দেবেন? ভগবান এসে গতি এবং সদগতির ফল দেন। গতি অর্থাৎ মুক্তির প্রাপ্তি হয় নির্বাণধামে। সেই পবিত্র স্থানকে বলা হয় নিরাকার দুনিয়া। আত্মাও নিরাকার। নিরাকার আত্মা এই সাকার শরীর লাভ করেছে। কিসের জন্য? কর্মক্ষেত্রে নিজের পার্ট প্লে করার জন্য। এখন কর্মক্ষেত্রে পার্ট প্লে করতে করতে যে ভারত হীরের মতো ছিল, স্বর্গ ছিল, উঁচু থেকেও উঁচু পবিত্র ভূমি ছিল, তা এখন কড়িসম অপবিত্র ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

বাবা, তোমরা সব বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। আদিতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো। মধ্যে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়ে যায়। দেবী-দেবতারা বাম মার্গে চলে যান। ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়েছে। এটাও বোঝাতে হবে। এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান এক এবং একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে ভক্তরা স্মরণ করে। ভক্তরা পতিত। বাবা এসে যখন সবাইকে পবিত্র বানান, তখন কোনো ভক্ত থাকে না। কেউ ডাকেও না। সত্যযুগে যখন দেবী-দেবতাদের রাজস্ব ছিলো, তখন ভগবানকে কেউ স্মরণ করতো না। ভারত সুখধাম ছিলো, এমন নয় যে ইসলামিক খণ্ড বা বৌদ্ধিক খণ্ড স্বর্গ ছিলো। ভারত নিজেই স্বর্গ ছিলো যেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতারা রাজ্য শাসন করতো। যখন দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন ক্ষত্রিয়-রাজ্য ছিলোনা। এই সমস্ত কিছু কে বসে বোঝান? নলেজফুল গড় ফাদার। উঁনি সত্য, চৈতন্য। আত্মাও সত্য এবং চৈতন্য। এই শরীর জড়, শরীরকে আত্মা চালায়। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিলো, দেবতা ধর্ম, তো তাদের সংখ্যাও কম ছিলো, তারপরে ঝড় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞান কোনও শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়নি। সেগুলো সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। তারা বলেও, হে, পতিত-পাবন এসো! বাপু গান্ধীজীও চাইতেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক। তাঁর হাতে গীতা ছিলো কারণ গীতা জ্ঞান দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছেন। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য ছিলো। তোমরা

ছিলে বিশ্বের মালিক, সুতরাং বিশ্বের রচয়িতা অবশ্যই বিশ্বের মালিক বানিয়েছেন। শিববাবা বলেন, "আমি এসেছিলাম, তোমরা শিবজয়ন্তী পালন করো, তাই না ! পাঁচ হাজার বছরের ব্যাপার ! গীতাতেই ভগবানুবাচঃ লেখা হয়েছে, তাই তো ! ভারতবাসী তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার কারণে ভগবান কে তা' জানেনা। ভগবান হলেন উঁচু থেকেও উঁচু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও তিনি রচনা করেছেন। নিরাকার ভগবানের নিজের শরীর নেই। সূক্ষ্ম শরীর হওয়ার কারণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়ে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং বলেন, "আমি রচয়িতা, এরা সবাই আমার বাচ্চা"। আত্মারূপে তোমরা সবাই পরস্পরের ভাই। এমন নয় যে তোমরা সব ফাদার। যেমন সন্ন্যাসীরা বলে, যে আত্মা, সেই পরমাত্মা। না। যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরম আত্মা। ড্রামায় পরমাত্মার পার্ট আলাদা। তিনি ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, করণকরাবনহার ! ব্রহ্মা দ্বারা আবারও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান। ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের তিনি অ্যাডপ্ট করেন। তোমাদের অর্থাৎ মুখ-বংশাবলীদের অ্যাডপশন বলা হয়। তোমরা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের এসে পড়ান। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো। এমন নয়, যে আত্মা সেই পরমাত্মা। এই এত কোটি কোটি আত্মারা সব ইমর্টাল অর্থাৎ অবিনশ্বর। এই ড্রামা অনেক বড়। ড্রামার রহস্য কেউ জানেনা। বাবা বসে বোঝান, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। এক সাধারণ তনে আমি প্রবিষ্ট হই। এনার নিজের জন্ম জানা ছিলোনা। আমি সেইসব বিষয়ে তাঁকে শুনাই। এনার মধ্যে আমি আসি। এঁনার আমি নাম রেখেছি প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আমাকে পতিত দুনিয়াতে আসতে হয়। এটাই এনার অন্তিম জন্ম। ইনি এনার ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছেন। ইনি-ব্রহ্মা এবং সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। সরস্বতী কে মানুষ তা' জানেনা। সরস্বতীকে ভগবতী বলা হবেনা। ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী কন্যার নাম জগৎ অম্বা সরস্বতী। সঙ্গমযুগে তাঁকে জগৎ অম্বা কামধেনু বলা হয়। এনাকে (ব্রহ্মাকে) আদি দেব, মহাবীরও বলা হয়। দিলবালাও (উদার হৃদয়) বলা হয়। বাস্তবে, দিলবালা শিববাবা। যিনি বাচ্চাদের হৃদয় জয় করতে, স্বরাজ্য দিতে আসেন।

বাচ্চারা বলে, আমাদের আবারও সদাসুখী বানাও। তাইতো শিববাবা এসে ব্রহ্মাতন দ্বারা তোমাদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন। তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন, এইজন্য সুন্দর স্মরণিকরূপে দিলবালা মন্দির তৈরি হয়েছে। সেটা হলো জড় মন্দির। পাঁচ হাজার বছর আগে তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলে, তারই স্মৃতিচিহ্ন এই মন্দির। তোমরা আবারও সার্ভিস করছো, এরপরে জড় মন্দিরগুলো ভেঙেচুরে যাবে। আমি প্রতি কল্পে এক বৃদ্ধ পতিত দেহে এসে তোমাদের পবিত্র করি। এখানে কেউ পবিত্র নয়। এখন অগণিত ধর্ম বিদ্যমান, কিন্তু আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের অস্তিত্ব নেই। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের তারা নিজেদের হিন্দু বলে। দেবতা ধর্মের অবলুপ্তি ঘটেছে। দেবী-দেবতার একদম পবিত্র ছিল। যখনই তারা বামমার্গে চলে যায়, তখন থেকেই দেবী-দেবতা বলা বন্ধ হয়ে যায়। দেবতা ধর্মের অবলুপ্তি হতেই হতো। আর তখনই আমি সবার প্রথমে ডেইটি (দেবী-দেবতা ধর্ম) ধর্মই স্থাপন করি। ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্ম পরে আসে। হিন্দু ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছিল ? আদি সনাতন তো ছিল এই দেবী-দেবতা। সুতরাং, ভোলানাথ শিববাবা অপাপবিদ্ধ কন্যাদের বোঝাচ্ছেন এবং তোমাদের ঝুলি ভরে দিয়ে তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। তিনি একেবারে ভোলাভালা সওদাগর। যখন একজন ব্যক্তি মারা যায়, তার ব্যবহৃত পুরানো জিনিস করনিষেধের # (অগ্রদানী ব্রাহ্মণ) #-কে দেওয়া হয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদের যত ময়লা আবর্জনা নিয়ে তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরা শিবালয়ে থাকতে। শিব সত্যযুগ স্থাপনা করেছিলেন, এখন পতিতালয়ে পরিণত হয়েছে। আমিই আবার এই ব্রষ্টালয়কে শিবালয় বানাই। বর্ণের রহস্যও বাচ্চাদের আমিই বোঝাই। তোমরা পুনর্জন্ম নিয়ে আসছ আর বর্ণ ক্রমাগত বদলাতে থাকে। মানুষ না বুঝেই বলে দেয়, ৮৪ লাখ জন্ম। বাবা

অনুযোগ করেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষেত্রে ৮৪ জন্মের বদলে ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলা আর আমার জন্য বলা, আমি সর্বব্যাপী, সর্বত্রই তুমি আর তুমি। আমি তো মোটেই সর্বব্যাপী নই। এই সময় তো পাঁচ বিকার সর্বব্যাপী। সত্যযুগে এইসব ছিল না। ওখানে দেবী দেবতাগণ ছিল। এখন অসুর হয়ে গেছে। তারপর আবার তাদের অসুর থেকে দেবতা বানানো হয়। সেইজন্য বাবা বোঝান, উঁচু থেকেও উঁচু ভগবান তারপর তাঁর রচনা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। এটা স্থূলবতন যার মধ্যে প্রথমে দেবী-দেবতাদের রাজ্য, তারপর ক্ষত্রিয়-রাজ্য, তারপর বৈশ্য এবং তারপরে শূদ্রের রাজ্য। এখন তো নো রাজ্য, এখন প্রজাদের ওপর প্রজাদের রাজ্য। সত্যযুগে রাইটিয়াস রিলিজিয়ন (নীতিনিষ্ঠ ধর্ম) ছিল। কখনো একে অপরকে দুঃখ দিতনা। ভারতের মহিমা মহান। কিন্তু শাস্ত্রে বিভ্রান্তিকর জিনিস লিখে এর মহিমা হারিয়ে ফেলেছে। প্রাচীন ভারতের যোগ আর জ্ঞান অতি প্রসিদ্ধ। কে শিখিয়েছিলেন? ভগবানুবাচ শ্রীমৎ। কৃষ্ণ নয়। সুতরাং, বাবা বসে বোঝান, আমারও এখানে আসার পার্ট আছে। আমি জন্ম-মরণের চক্রে আসিনা। আমি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। এই মহিমা আর কারও নেই। দেবতাদের মহিমা আলাদা। প্রত্যেক অ্যাক্টরের পার্ট যার যার নিজের। সেই পার্ট অনুসারে মহিমা হয়। তোমরা জানো উঁচু থেকেও উঁচু ইনকরপোরিয়াল হলেন গড্ ফাদার। লৌকিক ফাদারকে গড্ ফাদার বলা যাবেনা। সে হদের বাবা, ইনি হলেন বেহদের বাবা। সবাই ডাকে, পরমপিতা পরমাত্মা। তারা মনে করে বাবা এসে তাদের সুখধাম নিয়ে যাবেন। বাবা বলেন, অজামিলের মতো পাপীদের, সাধু ইত্যাদিগণ, সবাইকে আমি উদ্ধার করি, এই মাতাদের দ্বারা। এঁরা শিবশক্তি ভারতমাতা। তোমরা যোগবল দ্বারা সবকিছু করছো। ওইসব কন্যারা এবং মাতারা ভায়োলেট ড্রিল শেখে। এখানে এটা যোগবলের ড্রিল। তোমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করো এবং পুরানো দুনিয়ার সবার সাথে তোমাদের ভালোবাসা সরিয়ে একাধিপতি বাবার সাথে জুড়ে দাও। কৌরব যারা, বিনাশকালে তাদের বিপরীত বুদ্ধি আর তোমরা পাণ্ডব, বিনাশকালে তোমাদের প্রীতবুদ্ধি। তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাও। বাবার কাছে তোমরা প্রতিজ্ঞা করে থাকো, বাবা আমরা পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র বানানোর কর্মযজ্ঞে সহায়তা করবো কারণ এখন মৃত্যুলোকের পরাজয় হবে, অমরলোকের জয়। বাবা তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন। তোমরা সব পার্বতী, সজনী। তোমরা বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো। বাবা বলেন, নিজেদেরকে সজনীর রূপ-সৌন্দর্যে গঠন করে নাও। তোমরাই মহারাজা মহারানী হও। এই সকল রহস্য বাবা বসে বুঝিয়ে দেন। বাবাই নলেজফুল, ক্রিয়েটর, ডিরেক্টর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এঁরা হলেন রচনা এইজন্য ত্রিমূর্তি শিব বলা হয়ে থাকে। সেইসব লোকে আবার ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে। তাঁরা ত্রিমূর্তি শিব, যিনি এই ত্রিদেবের স্রষ্টা, তাঁকেই ভুলে যায়। শিববাবাকে ভুলে নাস্তিক হয়ে যায়। ওহ্ গড্ ফাদার বলে অথচ তাঁর অক্যুপেশন জানেনা। মায়া সবাইকে নাস্তিক বানায়, আমি আবার আস্তিক বানাই। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে।

বাবা বোঝান, এই ভারত ছিল বিশ্বের মালিক, কোনো পার্টিশন ছিলোনা। তোমরা আকাশ, বাতাস, ধরিত্রীর মালিক ছিলে। এখন তো কতো পার্টিশন হয়ে গেছে। কতো ঝগড়া অশান্তি, অমুকে যেন এই হৃদ অর্থাৎ এই সীমানা পার না করে। ভারত ছিল বেহদের মালিক, হীরেসম। এখন হদের মালিক হয়ে কড়িসম হয়েছে। এটা ড্রামা, প্রত্যেক আত্মা নিজস্ব পার্ট পেয়েছে। কারও ৮৪ জন্মের পার্ট, কারও ২-৩ জন্মের পার্ট। এটা ইমর্টাল ড্রামা যা রিপিট হতেই থাকে। ভারতের মতো এমন পবিত্র ভূমি কোথাও নেই। ঘর পুরানো হলে তো রিপেয়ারিং করাতেই হয়। ভারতই বামমার্গে যায় এবং সেইজন্য ভারতের সামান্য অবলম্বনরূপে সন্যাস মার্গের উপস্থিতি দেখা যায়। এখন তো তারাও তমঃপ্রধান হয়ে গেছে। সবাই পুরানো হয়েছে, আবার তারা এখন নতুন হবে। পুরানো ঘরে কোনো

আনন্দ নেই। বাবা বলেন, তোমাদের সতঃপ্রধান বানাতে আমাকে আসতেই হয়। আমি নিজে এসে ভারতকে জীবনমুক্ত বানাই। বাকি আত্মাদের মুক্তি দিই। বাবা বোঝান, বাচ্চারা, এটা তোমাদের অস্তিম জন্ম। এখন তোমরা স্বর্গের মালিক হও। এটা কতবড় প্রাপ্তি! তোমরা ২১ জন্ম পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা, স্বর্গের মালিক ছিলে তোমরা। পাপ আত্মা মায়া বানিয়েছে। তারপর বাবা এসে পুণ্য আত্মা বানান। হিসেবনিকেশ চুকিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। ভোলানাথ বাবা তো লিবারেটর-এর ভূমিকাতেও আছেন, তাই না! বলেন, আমি তোমাদের জীবনমুক্তিধামে নিয়ে যাই। পরমপিতা পরমাত্মা তো সবচেয়ে মিষ্টি এইজন্য সবাই তাঁকে স্মরণ করে।

ভোলানাথ বাবা তোমাদের দ্বারা অর্থাৎ মাতাদের দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন, যার স্মৃতিচিহ্ন দিলওয়াড়া মন্দির। তোমরা সবার অকুপেশন জানো, ড্রামায় কিভাবে সবার পার্ট লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রত্যেকে কত জন্ম নেয়! পাণ্ডবরা গুপ্ত ছিলো, যাদব কৌরব ছিলো প্রত্যক্ষ। তোমরা ইনকগনিটো, নন-ভায়োলেঞ্চ শক্তি সেনা, ২১ জন্মের জন্য তোমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছে। সুতরাং, তোমাদের তো অবশ্যই মেহনত করতে হবে। প্রতি পদে শ্রীমৎ অনুসরণ করতে হবে। যেইমাত্র বাবার স্মরণ ভুলবে তো জানবে মায়ার গোলা তোমাদের ওপর পড়বে। এইজন্য নিজেদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে! পাপের বোঝা অতি ভারী। যতদিন জীবন, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে এবং অন্য কিছুও যেন স্মরণে না থাকে। এই মৃত্যুলোকে তোমরা ফিরেই এসোনা। দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। যাদব এবং কৌরব তাদের নিজেদের কুলের বিনাশ করেছিল আর পাণ্ডব নিজের রাজ্য লাভ করেছিল। যেমনই হোক, এখন আমরা পাণ্ডবরা বাবার হয়েছি। রক্তের নদী এখানে বইবে। নয়তো পুরানো দুনিয়ার বিনাশ কিভাবে হবে? আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) যোগবলের ড্রিল করতে করতে নন-ভায়োলেঞ্চ (অহিংসক) হয়ে সবার উদ্ধার করার নিমিত্ত হতে হবে।

২) ভোলানাথ বাবার থেকে প্রকৃত সওদা করতে হবে। পুরানো নোংরা আবর্জনা দিয়ে স্বর্গের রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করতে হবে। পুরানো দুনিয়ার সাথে তোমাদের ভালোবাসা ভেঙে একাধিপতি বাবার সাথে জুড়তে হবে।

বরদানঃ - অবিনাশী অতীন্দ্রিয় সুখে থেকে সবাইকে সুখ দিয়ে এবং সুখ নিয়ে মাস্টার সুখদাতা ভব

অতীন্দ্রিয় সুখ অর্থাৎ অবিনাশী আত্মিক সুখ। ইন্দ্রিয় সবই বিনাশী তো সেখান থেকে প্রাপ্ত সুখও বিনাশী হবে এইজন্য সদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকলে দুঃখের লেশমাত্র থাকতে পারেনা। যদি অন্য কেউ তোমায় দুঃখ দেয় তো তুমি তা' নিওনা। তোমার স্লোগানঃ সুখ দাও, সুখ নাও। না দুঃখ দাও আর না দুঃখ নাও। কেউ দুঃখ দিলে সেটাই পরিবর্তন করে তুমি সুখ দিয়ে দাও, তাকেও সুখী বানিয়ে দাও, তখনই বলবে মাস্টার সুখদাতা।

স্লোগানঃ - অধিক বার্তালাপে এনার্জি অপচয়ের বদলে অন্তর্মুখিতার মিষ্টত্বের অনুভাবী হও।

১০-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সৃষ্টির যা কিছুই এই দৃষ্টিতে দেখছো, তা সবকিছুই ভুলে যাও। শরীর-ধারীদের ভুলে গিয়ে একমাত্র অশরীরী বাবাকে স্মরণে রাখার অভ্যাস কর"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা জ্ঞানে তোমাদের মুখ মিষ্টি হয়, কিন্তু ভক্তিতে হয় না - কেন ?

উত্তর :- ১) যেহেতু ভক্তি-মার্গে ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে আর এই সর্বব্যাপী বলার কারণেই বাবা আর বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়ার ব্যাপারটাই আর থাকে না - তাই সেখানে মুখও মিষ্টি হয় না। আর তোমরা বি.কে.-রা ভালবেসে যখন "বাবা" বলে ডাকো, তাতে বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষাকেও স্মরণ করা হয়। ফলে সেই জ্ঞানের দ্বারা মুখ মিষ্টি হয়ে যায়।

২) ভক্তি-মার্গে তোমরা তো কেবল পুতুল নিয়েই খেলা করেছো, তখন বাবার প্রকৃত পরিচয়টাই জানতে না, সে ক্ষেত্রে মুখ মিষ্টি হবেই বা কি প্রকারে !

গীত :- ঔম্ নমঃ শিবায়ঃ

ঔম্ শান্তি! "শিবায়ঃ নমঃ" অথবা "শিবকে নমস্কার" বলা হয়। এই "নমস্কার" শব্দটি হামেশাই ব্যবহৃত হয়- সম্মানীয়দের সম্মান জানাতে। জাগতিক মানুষদের বুদ্ধিযোগ পতিত-পাবন বাবার সাথে থাকে না। পবিত্র বানাবার কারিগর কেবল একজনই। তাই কেবলমাত্র ঔনার উদ্দেশ্যেই সবাই বলে থাকে - "শিবায়ঃ নমঃ"! যদিও তাদেরও বুদ্ধিতে এটা আছে - শিব তো নিরাকার। আর শংকরকে নমস্কার জানাবার সময়, তখন বলে "শংকর দেবতায়ঃ নমঃ"। সেখানে "শিবায়ঃ নমঃ" বলার ধরণটা পৃথক হয়ে গেল। শংকরের বেলায় "দেবতা" শব্দটি পৃথক ভাবে অর্থাৎ "শংকর দেবতায়ঃ নমঃ"- হয়ে গেল। তেমনি ভাবেই বলা হয় "ব্রহ্মা দেবতায়ঃ নমঃ"। কিন্তু ব্রহ্মা তো স্বয়ং উপস্থিত এখানে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ব্রহ্মা সৃষ্টি-বতনবাসী হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওনাকে দেবতা বলা চলে না। এখানে ওনার উপস্থিতি প্রজাপিতা অর্থাৎ প্রজাদের পালক হিসাবে। যতদিন প্রজাপিতা হয়ে মানুষ শরীর ধারণ করে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত এনাকে দেবতা বলা যাবে না। দেবতার তো থাকেন হয় সৃষ্টি-বতনে না হয় নতুন দুনিয়ার স্বর্গ-রাজ্যে। একমাত্র তাদেরকেই দেবতা বলা যাবে। এর দ্বারাই প্রমাণ-সিদ্ধ হয়ে যায়, বর্তমানে ইনি কেবলই প্রজাপিতা, এনাকে দেবতা বলা চলা না। আর এখন এই সময়ে তোমরা বি.কে.-রা ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিগণিত হও। যদিও তোমাদের বুদ্ধিতে দৈবী-বুদ্ধি থাকে অর্থাৎ দেবতা হবার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করে চলেছো। জগতে দেবতার কত মহিমাই তো কীর্তন করাই হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ইত্যাদি, ইত্যাদি.....! যে মহিমা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও নাই। মনুষ্যের আর দেবতার মহিমা পৃথক ধরণের। যেমন প্রেসিডেন্টের মহিমা কেবল প্রেসিডেন্টের মতন। তার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্য ও ধরণ থাকে। তেমনি প্রধানমন্ত্রীর বেলায়ও তার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্য ও ধরণ আছে। ঠিক তেমনিই অবিনাশী এই ড্রামার ক্ষেত্রেও সবারই কর্ম-কর্তব্য ও অভিনয়ের ধরণ হয় পৃথক-পৃথক। তেমনি যখন তুমি "শিবায়ঃ নমঃ" বল, তখন কেবলমাত্র (পরমাত্মা) শিববাবাকেই বলা হয়। আবার দেবতাদের উদ্দেশ্যে যখন বল- "ব্রহ্মা দেবতায়ঃ নমঃ", "বিষ্ণু দেবতায়ঃ নমঃ" - এমন ধরণের ভিন্ন-ভিন্ন নামের হয়। কিন্তু শিববাবার ক্ষেত্রে তেমনটি বলা হয় না। ঔনার ক্ষেত্রে বলা হবে, "পরমপিতা পরমাত্মা শিব", যেহেতু একমাত্র (পিতা) শিব আর ওনার অনেক (সন্তানেরা)

শালগ্রাম-রা। জাগতিক লোকেরা শালগ্রাম শিলাগুলিকে অনেক ছোট-ছোট আকারের দেখায় আর ওনাকে দেখায় বিশাল বড় আকৃতির। এই ব্যাপারটাই বাবা সুন্দর ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - আকারের দিক থেকে কেউ-ই ছোট-বড় নয়, উভয়ই সমান। কেবলমাত্র ওনাকে বলা হয়, "পরমপিতা পরমাত্মা", "গড়-ফাদার"। কিন্তু এমনটাই বা কেন বলা হয় ? আসলে আত্মারা সন্তানরূপী শালগ্রাম আর শিববাবাকে যেহেতু তারা তাদের হৃদয় থেকে বাবা বলে ডাকে, তাই বাবার সবকিছুর অধিকারের আশীর্বাদী-বর্ষা এই বাচ্চারা পেয়ে থাকে। যেখানে এই বাবাই যে স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তবে তো অবশ্যই ইনি অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা প্রকৃত আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রচনাও করে থাকবেন। যা আর কারও দ্বারাই সম্ভব নয়। এমন বাবাকে সর্বব্যাপী বললে তো সে আশীর্বাদী-বর্ষার নামগন্ধও পর্যন্ত পাওয়া যায় না, উপরন্তু যা কিছু সঞ্চয় থাকে, তাও নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা এমনই ব্যাপার যে ঈশ্বর সর্বত্র বললেই যেন, সর্বত্রই ঈশ্বর গিয়ে হাজিরা দেবেন। লোকেরা তো ওনার পবিত্র নামের শপথ নিয়েও অনায়াসেই মিথ্যে কথা বলে। তারা নিজেরাই বলে ঈশ্বরীয় বাবাকে সাক্ষী করে ওনার উপস্থিতিতে বলছি , অথচ তারা কিন্তু বাবাকে জানেই না।

বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের এই বাবাকে সঠিক ভাবেই জানো যে, এখন এখানে বাবা স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। একমাত্র তিনিই সদাকালের পরম-আত্মা। তাই ওনার মহিমাও সবকিছুর থেকেই স্বতন্ত্র। একমাত্র উনি হলেন নিরাকার- তাই ওনার নাম শিব। কখনই কোনও জাগতিক নাম হয় না ওঁনার। অন্য সবারই তাদের দেহের নাম হয়। প্রত্যেক জন্মে তাদের শরীরের নামও বদলাতে থাকে। কিন্তু আত্মা তো সেই একই আত্মা থাকে। যা কেবল মানুষদের শরীরের নামেরই বদল হয়। যেমন বলা হয়, অমুকের পারলৌকিকের পিণ্ডী অথবা শ্রাদ্ধের ভোজ খাওয়ানো হয়, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তাকে স্মরণ করা হয়। তার সেই দেহ তো জ্বালিয়ে দেওয়াই হয়, তবে কেবল রইল তার আত্মা। তার মানে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে আত্মাকেই খাওয়ানো-দাওয়ানো হয়। অর্থাৎ আত্মাকে তবে নির্লেপ বলা চলে না। এখানে বসে বাবা এসবেরই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- আত্মা যখন কোনও শরীর ত্যাগ করে, তারপরেই সেই শরীর বিনাশ হয়ে যায়। তবে তারা সে সব খাওয়ায় কাদের ? যদিও তা আত্মাকে খাওয়ানো হয়, তা তো সেই আত্মার শরীরের প্রতি মোহ থেকেই। যেখানে বাবা বার-বার সতর্ক করে থাকেন, কারও শরীরের প্রতিই যেন কোনও প্রকারের মোহ না থাকে। একেবারেই নষ্টমোহা হতে হবে। নিজের মন-বুদ্ধি থেকে সব শরীরধারীকেই ঝেড়ে ফেলে দাও। এখন এই চর্ম-চক্ষুতে যা কিছুই দেখছো, সেসব কিছুকেই ভুলে যেতে হবে। আর তার জন্যই বাবা জানাচ্ছেন- কেবলমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতে। যেখানে ওনার কোনও শরীর নেই, যদিও কিছুটা অসুবিধাও হতে পারে এজন্য। যেমন বিবাহের আশীর্বাদের সাগাই অনুষ্ঠানে আংটি পড়ানো হয়। কিন্তু এখানকার ক্ষেত্রেও তো উনি নিরাকার, এমনকি যার কোনও চিত্রও নেই। তাই এক্ষেত্রে নিরাকার শিববাবাকে আংটি পড়ানো হয়, ওনাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে। যা একেবারেই নতুন ধরণের কথা।

কেউ মারা গেলে লোকেরা ভাবে, একেবারেই শেষ হয়ে গেল সে। তার পারলৌকিক পিণ্ডী তবে কাকে খাওয়ানো হয় ? আর তা খেতে অবশ্যই তার আত্মাই আসবে। সংস্কারের প্রলেপ তো সেই আত্মাতেই পড়ে। আর একথা কে বা বলে যে, এটা নোনতা - এটা মিষ্টি! --তা বলে তো সেই আত্মাই। এই আত্মাই বলে, যখন তার জিভে তেতো লাগে, কোনও কোনও আত্মার আবার কান বধির হয়। আত্মাই মাথাব্যথা অনুভব করে। প্রকৃত অর্থে এসব কে বলে ? -- আত্মাই কিন্তু তা বলে থাকে। অথচ

লোকেরা তা ভুলেই যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন - সুখ-দুঃখের ভোগ, তা তো আত্মাই ভোগে। কিন্তু অভোক্তা একমাত্র এই বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা। সেই বাবাই স্বয়ং বসে আত্মাদের এই স্তান দিচ্ছেন। কিন্তু আত্মাই পরমাত্মা একথা বলাটা খুব বড় অজ্ঞানতার-মূর্খামী। সমগ্র দুনিয়াই বলে থাকে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তারপর পরমাত্মাকে স্মরণ করলে, সেক্ষেত্রে তাদের আর কি বা প্রাপ্তি হবে ? এই যে ভক্তরা তাকে এত স্মরণ করে, তাতে তারা বাবার থেকে কি পায়, তা কিন্তু কেউ জানে না। সর্বব্যাপী বলার পর - আর কোনও কিছু প্রাপ্তির প্রশ্নই ওঠে না যে। উল্টে এই আসুরী মতে চলতে চলতে মানুষের কেবলই অধোগতিই হয়েছে। শ্রীমৎ তো কেবল এই এক ও একমাত্র এই বাবার। আর আসুরী মত দিয়ে থাকে রাবণ। যে মতের কারণে লোকেরা একে অপরকে কেবলই দুঃখ-কষ্ট দিতেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের, তাই একে অপরের সুখের দিকটাই ভাবো। যেহেতু তেমাদের এই বাবা তো সবার সুখদাতা।

কেউ কেউ নিজেকে সর্ব-দয়া নেতা (অর্থাৎ যে সবার প্রতি দয়া করে) বলে প্রচার চালায়, কিন্তু তা বলা চলে একমাত্র ঈশ্বরের বেলাতেই। যেহেতু সবারই রচয়িতা ও মালিক এক ও একমাত্র ঈশ্বর। সর্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ সমগ্র সৃষ্টি-জগৎ। আর এতবড় সৃষ্টি-জগতের সদগতি করা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব মুখ্য ধারণা হলো, মন থেকে প্রথমে সর্বব্যাপী এই ধ্যান-ধারণাটিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বাবাকে স্মরণ তো করে সবাই। ভক্তদের যেমন আগ্রহ থাকে ভগবান এসে আমাদের কিছু দেবে। সেক্ষেত্রে বাবাকেও তো অবশ্যই কিছু না কিছু দিতে হয়। যেখানে এই রচয়িতা তার এমন সুন্দর রচনা রচেন, তোমাদের দেবার জন্যই। আরও এই যে, বাবা তো বি.কে.-দেরকে স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহী তুলে দেন হাতে। সেখানে বাচ্চাদের কখনও এমন বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আর এতেই বাবার যা কষ্ট। বাচ্চার, তোমরা এখন যথেষ্ট সেয়ানা ও বুঝদার হয়েছে। এই তোমরাই পূর্বে কত আনাড়ী-অবুঝ ছিলে। বাবাকে সর্বব্যাপী বললে, তখন তো আর কিছুই প্রাপ্তিযোগ ঘটবে না কপালে। সর্বাগ্রে বাবা স্বয়ং যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে দেখান উনিই পরমপিতা। লৌকিক বাবার ক্ষেত্রে "পরম" শব্দটির ব্যবহার হয় না। পরমপিতা একমাত্র তিনি, যিনি এই স্থূল জগৎ থেকে অনেক অনেক দূরে অসীম বেহদের পরমধাম নিবাসী। তাই তো তিনি পরম অর্থাৎ সর্বোচ্চ। যিনি সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। বাবা অর্থে বীজ। ব্রহ্মাকে দত্তক হিসাবে ওনার স্ত্রী বানিয়ে তিনি তার রচনা কার্য করান। শিববাবা বলেন - উনি কেবল ব্রহ্মাকেই দত্তক নেন। যা মুখ-বংশাবলী সন্তান। আর জাগতিক মাতা-পিতার সন্তান তো গর্ভে ধারণ করা কুখ-বংশাবলী। অতএব এই ব্রহ্মা হলেন শিববাবার স্ত্রী, যদিও চেহারায়ে ব্রহ্মা পুরুষ। শিববাবা ওনাকেই দত্তক নেন। আবার এই ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা স্বীকৃত দত্তক সন্তান তোমরা বি.কে.-রা। অন্য হিসাবে যদিও তোমরা শিববাবারও সন্তান। কিন্তু শিববাবা আবার তোমাদের বি.কে.-দেরকে ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাও নতুন ধারায় জন্ম দেওয়ান। তাই তো ওনার উদ্দেশ্য সবাই কীর্তন করে - "তুমিই আমাদের মাতা, আবার পিতাও যে তুমি" যদিও এই বাবা নিরাকার। এদিকে আবার পুরুষ হয়েও ব্রহ্মা মাতা হন কি প্রকারে ? একথা বুঝতে হলে অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধির প্রয়োজন। নিরাকার বাবাকেই আবার রচয়িতাও বলা হয়, কিন্তু কিভাবে তিনি তা রচনা করান ? যাকে জগদম্বা সরস্বতী বলা হয়, ওনার বিষয়ে বলা হয় - ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী (দত্তক) কন্যা। তবে মাতা কাকে বলা যায় - এনাকে (সরস্বতীকে) না কি ওনাকে (ব্রহ্মাকে) ? --আসলে এই সাকার ব্রহ্মাই হলেন মাতা। কিন্তু পুরুষ শরীরে মাতার স্থানে এনাকে কিভাবেই বা বসানো যায় - আর এই কারণেই জগৎ-অম্বাকেই নিমিত্ত বানানো হয়েছে। বাবা স্বয়ং তা বলছেন, উনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে ওনাকে দত্তক করে নেই।

তাই তোমরাও তা বলতে পারো- তোমরা ব্রহ্মার সন্তান বি.কে.-রা ঈশ্বরীয় সন্তান। স্বয়ং ঈশ্বর এই বি.কে.-দের দাদু যিনি "দাদা"। যদিও এসব গুহ্য রহস্যগুলি শাস্ত্রে নেই। জাগতিক এই শাস্ত্রগুলি যা কেবলই ভক্তি-মার্গের খেলনা বস্তুর মতন।

বস্তুর খেলনা দ্বারা মানুষের পেট ভরে না ও মুখ মিষ্টি হয় না। আর এখানকার ব্যাপারে তোমরা প্রলুব্ধ হও বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়ার জন্য। আর সর্বব্যাপী বলার ফলে অন্যদের মুখ-মিষ্টিও হয় না। তবুও প্রায় গোটা-দুনিয়াতেই এই সর্বব্যাপী প্রচারের জ্ঞানটাই প্রচলিত আছে। এই টানা-পোড়েনের মধ্যে যে বাচ্চারা তাদের নিজের বুদ্ধিতে কেবলমাত্র নিরাকার পরমাত্মাকেই স্মরণ করবে, তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরাই শাস্ত্রগুলিতে সর্বব্যাপী কথাটাকে লিখে রেখেছে। যদিও সবাই সেই এক ভগবানকেই স্মরণ করে, কিন্তু তারা তা জানেই না যে ভগবানের নির্দেশিত প্রকৃত তথ্য ও রীতি না জানার কারণে এতে পার্থক্য আসে। এ যেন দড়িকে সাপ বানিয়ে দিয়েছে। তাই বাবা এখন জানাচ্ছেন - কেবলমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতে, অন্য কারওকেই নয়। এর অর্থ এমন নয় যে, ভগবান সর্বগ্রহী। বি.কে. আত্মাধারীরা জানো, কেবল এই এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তবে সেখানে অন্যদের সাথে তোমাদের পার্থক্য হয়ে গেল, এই "সর্বব্যাপী" শব্দটায়। যদিও অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে এটাই ভবিষ্যৎ, তাই আবারও এমন তো হতেই হবে। যা ঘটবেই ঘটবে। এই সময় যার যেমন কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় চলছে, ঠিক সেটাই চিত্রায়িত হয়ে চলেছে - যাকে ড্রামা বলা হয়। তা অনাদি অবিনাশী ড্রামা পূর্বেই যা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যার কোনও প্রকারের রদ-বদল আদৌ সম্ভব নয়। ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই এইসব চিত্রাদি ড্রামায় অভিনয়কারী বাচ্চাদের দ্বারাই বানানো হয়ে থাকে। ইনিও (ব্রহ্মাও) বলেন, পূর্বে কিছুই জানতেন না উনি। এখন বাবা এসে ওনাকে সেই দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করেছেন। দিব্য-দৃষ্টি দাতা কেবলমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা। তাই তো (ব্রহ্মার মাধ্যমে) নিত্য নতুন এমন কত নতুন ধরণের চিত্র ইত্যাদি বানাবার পরামর্শ দেন উনি। সেই চিত্র বানাবার পর আবার যদি কোনও নতুন পয়েন্ট বেরোয় তখন আবার তা ঠিক করতেও বলেন। ব্রহ্মার নামের পূর্বে প্রজাপিতা শব্দটি অবশ্যই লিখতে হবে। না হলে লোকেরা তা স্পষ্ট-ভাবে বুঝতে পারবে না। বি.কে.-দের বলা হয় ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা দণ্ডক সন্তান, অর্থাৎ ব্রহ্মারই সন্তান। আর ব্রহ্মার সন্তান যখন, তখন তো অবশ্যই ব্রাহ্মণ হবে সে। বাচ্চারা, এবার তোমরা বুঝতে পেরেছো, বাস্তবে তোমরা বি.কে.-রা প্রত্যক্ষরূপেই ব্রহ্মার সন্তান, আবার ব্রহ্মা যেহেতু শিবের সন্তান সেদিক থেকে তোমরা বি.কে.-রা শিবের নাতি-নাতনী। প্রথম ও প্রধান ব্যাপার হলো শিববাবা আর ওনার আশীর্বাদী-বর্সার। যার দ্বারা তোমাদের মুখ-মিষ্টি হয়। বাবা স্বয়ং যেখানে স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, সেই অধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা তো অবশ্যই পাওয়া যাবে এবং তা নিতে কারও অনাগ্রহ থাকলে ভাববে, সে আদৌ দৈবী-ধর্মের নয়। আর যে দৈবী-ধর্মের হবে, অর্থাৎ দেবতা পদ পেতে আগ্রহী হবে সে নিজে থেকেই এখানে এসে সবকিছু জানবে-বুঝবে। এসবকিছুর মূল কথাই হলো পবিত্রতা। আর পবিত্র না হতে পারলে রাখী-বন্ধনও হয় না। বাচ্চারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে- "বাবা, অবশ্যই পবিত্র হবো আমি। পবিত্র হতে না পারলে তোমার কাছে আসবই বা কি প্রকারে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাবো অবশ্যই।" বাচ্চারা- এছাড়া তো তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে যেতে পারবে না। না হলে তো তোমাকে আবার সেই কলিযুগেই আসতে হবে। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি সময়কালকে সঙ্গমযুগ বলা হয়। আর এই সঙ্গমযুগেই বাবা এখানে এসে বি.কে. বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা দেন। তাই তো ভারতের এত সুনাম-যশ-খ্যাতি। এই ভারতই একদা যেমন সত্যযুগ অর্থাৎ সর্বোচ্চ খ্যাতির শিখরে

ওঠে তেমনি আবার মিথ্যাখণ্ড অর্থাৎ অধোঃপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে যায়। সুবর্ণযুগ অর্থাৎ সত্যযুগে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোনও খণ্ডের অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ একমাত্র ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড। সেহেতু অবিনাশী বাবা এই ভারত খণ্ডেই আবারও আসেন। কল্প পূর্বে ঠিক যেমন ভাবে ধর্মের স্থাপনার কার্য হয়েছিল, কল্প পরেও তা আবার তেমনিই হবে। বাবা তোমাদের কত অনেক আশীর্বাদী-বর্সায় ভরপুর করেন। উনি যে তোমাদের প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবা। সংসার-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেও তোমরা প্রবৃতি-মার্গীদের পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা যারা নিবৃতি-মার্গে থাকে, তাদের আচার-আচরণ-ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। তেমনি অনেক পৃথক পৃথক ধর্মও আছে। কিন্তু, তারা কেউ-ই স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারে না। কেবলমাত্র যারা অন্য ধর্ম থেকে এসে তোমাদের দৈবী-ধর্মের সাথে মিশে যায়, একমাত্র তারাই পৌঁছতে পারবে। এখন তোমরা কত প্রকার জ্ঞান পেলে, যার ফলে তোমাদের তৃতীয় নয়নেরও উন্মোচন হলো। এই ভাবেই ধীরে ধীরে তোমরাও ত্রিকালদর্শীতে পরিণত হচ্ছে। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রা ছাড়া অন্য কোনও মনুষ্যই ত্রিকালদর্শী হয় না। এমন কি দেবতারাও ত্রিকালদর্শী হয় না। বাবা আরও জানাচ্ছেন - উনি এই তৃতীয় নয়ন প্রদান করেন বাচ্চাদেরকে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন করার জন্য।

বাচ্চারা, তোমরা এখন উপলব্ধি করতে পারছো, তোমাদের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন হয়েছে। যেমন বাবার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানে পরিপূর্ণ, তেমনি তাদেরও সে জ্ঞান থাকা উচিত - যারা বাবার উপযুক্ত সন্তান। অর্থাৎ তোমরা বি.কে.-রাও এক একজন মাস্টার জ্ঞান-সাগর হতে চলেছো। অন্যদেরকে কেউ মাস্টার জ্ঞান-সাগর বলে অভিহিত করতেই পারবে না। যদিও তোমাদেরও জ্ঞান-সাগর না বলে জ্ঞান-নদী বলাটাই সঠিক হবে। তবে গল্পে যেমনটি বলা হয়, অর্জুন ভূমিতে তীর নিষ্ক্ষেপ করে গঙ্গাকে নিয়ে এলো- তা মোটেই ঠিক নয়। আবার এমনটিও নয় যে, গঙ্গোত্রীতে গরুর মুখ থেকে যে জল বের হয় - তা। সেখানে গঙ্গা আসবেই বা কোথেকে! কোথায় তোমরা দু-হাতধারী আর কোথায় জগদম্বার ৪ বা ৬ হাত- কত পার্থক্য। এসবই তোমরা খুব সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে বোঝাবে অন্যদের। কোনও কোনও বাচ্চা আবার বলো যে, ঠিক সেভাবে বাবাকে স্মরণ করতে পারো না, নিজেদেরকে আত্মা ভেবে সর্বদা মনে রাখতে পারো না, মুহূর্তে-মুহূর্তে তা ভুলে যাও। কিন্তু বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করতে না পারলে, বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাবেই বা কি প্রকারে? যেখানে বাবা স্বয়ং বার-বার বলেন - লাগাতার ওনাকে স্মরণ করতে থাকলে, তবেই তো সেই যোগবলের দ্বারা তোমার বিকর্মগুলি বিনাশ হবে। স্মরণের যোগে না থাকতে পারলে মাশ্মা-বাবার হৃদয়াসনে জায়গা পাবেই বা কি প্রকারে। আর তা হতে পারলে, তোমাকে তো তবে কুপুত্রই বলা হবে। বাবার সুযোগ্য সন্তানেরা খুব মনেযোগ সহকারে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থে ব্যস্ত থাকে। গভীর ভাবে তারা এই ধারণা ধারণ করে নেয় যে, অস্তিম সময় পর্যন্ত তা করে যেতে হবে। বাবাকে যতই স্মরণ করা যাবে ততই নিজে পরমার্থের অধিকারী হতে পারবে। এর জন্য নিজের চার্ট রাখতে হবে। যার লক্ষ্য স্থির থাকে - একমাত্র সে অর্জুন হতে পারে। তাকেই বাবার ওয়ারিশন বাচ্চা বলা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঈশ্বরীয় নিয়ম অনুযায়ী, একের ব্যবহারে অপরজন যেন সুখ পায়। তোমার কারণে কেউ যেন কোনও প্রকারের দুঃখ না পায়। বাবার মতনই সুখদাতা হতে হবে।

২) এই শরীরের প্রতি মোহ ত্যাগ করে নষ্টমোহ হতে হবে। বাবার সুযোগ্য সন্তান হয়ে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- সবকিছু বাবার প্রতি সমর্পণ করে সঙ্গমযুগী বাদশাহীর অনুভব করে অবিনাশী রাজতিলকের অধিকারী হও

বিস্তার :- আজকালের বাদশাহী - যা ধন-সম্পদ দান করলেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ যা ভোটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। কিন্তু বাচ্চারা, এখানে স্বয়ং বাবা তোমাদের প্রত্যেককে রাজতিলক দিয়েছেন। দিচ্ছেন লাগামহীন বাদশাহী - সত্যি কি অপূর্ব এই স্থিতি। নিজের সবকিছু যখন বাবাকে সমর্পণ করে দিয়েছো, তখন আর কিসের চিন্তা ? চিন্তা তো সব চিন্তামণি বাবার। কিন্তু এমন যেন না হয় যে, কোনও কোনও ব্যাপারে নিজের সামান্য অধিকার বা যোগ্যতা অথবা মনমতকে গোপন রাখছো। তা যদি শ্রীমং অনুসারে হয়, তবে তা বাবার উপরেই ছেড়ে দাও। সবকিছু বাবার উপরে ছেড়ে দেওয়া বাবার প্রিয় বাচ্চা ডবল লাইট ও রাজতিলকের অধিকারী হয়।

স্লোগান :- বাবার এক-একটি বাক্য মহাবাক্য। অতএব কোনও বাক্যই যেন ব্যর্থ না যায়- এমন হতে পারলে তবেই তাকে বলা যাবে মাস্টার সতগুরু।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের শেষ সময় পর্যন্ত এই মিষ্টি মধুর জ্ঞানের কথা শুনতে হবে যত দিন বাঁচবে ততদিন - পড়তে হবে এবং যোগ শিখতে হবে"

প্রশ্ন:- বাবার সাথে তোমরা কোন্ সেবা করার নিমিত্ত হয়েছ ?

উত্তর :- যেমন বাবা সম্পূর্ণ বিশ্বকে লিবারেট করেন অর্থাৎ উদ্ধার করেন, সকলের উপর ব্লিস করেন অর্থাৎ সুখ প্রদান করেন, পীস মেকার হয়ে পীস স্থাপন করেন অর্থাৎ শান্তি দাতা রূপে শান্তি প্রদান করেন তেমন ভাবেই বাচ্চারা তোমরাও হলে বাবার সাথে বাবার এই সেবায় নিমিত্ত। তোমরা হলে স্যালভেশন আর্মী। ভারতের ডুবন্ত জাহাজটিকে তোমাদেরই স্যালভেজ অর্থাৎ উদ্ধার অর্থাৎ রক্ষা করতে হবে। ২১ জন্মের জন্যে সবাইকে বিত্তবান সম্পদ-বহুল করতে হবে। এমন সেবা বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া আর কেউ করতে পারেনা।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে এবং গায়নও আছে সান শোজ ফাদার অ্যান্ড মাদার। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন, যতক্ষণ রচনা না করছেন ততক্ষণ বাবা বাচ্চাদের কিভাবে শেখাবেন যে ইনি হলেন তোমাদের মাতা পিতা। বাচ্চারা শিখে ফাদারের শো (show) করে যে আমাদের বাবা হলেন ইনি। ঠিক সেই রকম গায়ন করা হয় স্টুডেন্ট শোজ টিচার। যদিও টিচার স্টুডেন্টদের পড়ান তবেই স্টুডেন্টরা টিচারের শো করে। অমুক ব্যারিস্টার আমাদের ব্যারিস্টার করেছেন। যদি ব্যারিস্টার না থাকে তবে স্টুডেন্ট শো করবে কিভাবে। যদিও গুরু যখন শিষ্য বানায় তখন শিষ্যরা বলে গুরুর কাছে এই-এই পেয়েছি। এবারে পিতা, টিচার, গুরু ওখানে আলাদা। হ্যাঁ, কোনো পিতা নিজের সন্তানকে শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেবেন এরকম হতে পারে কিন্তু সাবজেক্ট তো অনেক আছে। এমন তো নয় যে একজন টিচার সব সাবজেক্ট পড়াবেন। প্রতিটি সাবজেক্টের আলাদা টিচার থাকে। ইনি তো হলেন একজনই পিতা, শিক্ষক, গুরু। যতক্ষণ বাচ্চাদের আপন না করছেন ততক্ষণ বাচ্চারা শো করতে পারেনা যে আমরা অমুকের সন্তান, ওঁনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সর্ব প্রথম বাবা নিজের বাচ্চাকে আপন করেন। বাচ্চারাও বলে - আমরা বাবাকে আপন করেছি। বাচ্চারা জানে যে পিতাকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করতে হয়। আমরা হলাম প্রাক্টিক্যালি ঈশ্বরের সন্তান। যদিও সবাই নিজেকে ঈশ্বরীয় সন্তান ভাবে, ও গড ফাদার বলে। ফাদার বললে মাদার স্মরণে আসে। বলাও হয় তুমি মাতা পিতা ফাদার এসে বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন - আমি তোমাদের মাতা পিতা। তোমরাও জেনেছ ইনি হলেন বেহদের মাতা-পিতা। ফাদার বসে পড়ান, সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন। বাচ্চারা বুঝে অন্যদের বোঝায় যে সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। গায়নও আছে - ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জোগ্রাফি রিপোর্ট হয়। কিন্তু এই নলেজ এইসময় তোমরা প্রাপ্ত কর। যখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। এখন ওয়ার্ল্ড চক্র পূর্ণ হচ্ছে। কলিযুগ অথবা পুরানো যুগ পূর্ণ হয়ে নতুন দুনিয়া , নরুন যুগ আরম্ভ হচ্ছে। এই নলেজ টিচার স্টুডেন্টদের অর্থাৎ তোমাদের বলছেন। স্টুডেন্টরা তারপরে অন্যদের বলে দেয়। তিনি শিক্ষক তিনি পিতা, তিনি সুপ্রিম পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। নতুন দুনিয়া, নরুন যুগ ছিল তখন ভারতে বরাবর দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। দুই যুগ একই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য ছিল। তাঁরা ছিল বিশ্বের মালিক। কারা ? ভারতবাসী আদি সনাতন দেবী-দেবতারা। যদিও ছিল ভারত খণ্ডের মালিক কিন্তু বেহদ বিশ্বের মালিক ছিল। কোনো পার্টিশন ছিলনা। সাগর, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী সবকিছুর মালিক ছিল ভারত। বিশ্বের রচয়িতার

জয়ন্তী বা জন্ম এখানেই হয়। বাবা বলেন আমি পুনর্জন্মে আসিনা। আত্মা বলে আমি শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করি বা পাপাত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হই। বাবা বোঝান তোমরা জানো মানুষের পুনর্জন্ম হয়। ৮৪ জন্ম হয় ম্যাক্সিমাম।

এই নলেজটি দুনিয়া বুঝতে পারেনা। বাবাকেই নলেজফুল, ক্লিসফুল বলা হয়। সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরে ক্লিস করেন , সবাইকে লিবারেট করেন। বাবা বসে বোঝান - আমি কিভাবে বাচ্চাদের লিবারেট করি। আমি হলাম গাইড, পীস মেকারও আমি। পীস স্থাপন করি। সভরেনিটি বা সার্ব ভৌম রাষ্ট্র স্থাপন করেন। বাচ্চারা জানে এইসময় ভারত হল ইনসলভেন্ট। বেহদের বাবার এই হল জন্ম স্থল। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারেনা। শিবের সোমনাথ মন্দিরও এখানেই আছে। সেখানে এই শিবলিঙ্গ রাখা আছে। বাচ্চাদের বোঝান হয় - পরমাত্মার স্বরূপ এত বিশাল নয় । স্টার সম । আচ্ছা, গুরুর শিষ্য হয় , গুরু তাদের শাস্ত্র পড়ে শোনান তারা আবার অন্যদের পড়ে শোনায়ে। বলে - এই শাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি গুরু শিখিয়েছেন। বেনারসে গিয়ে শাস্ত্র ইত্যাদি শেখে। বিদ্বৎ মন্ডলী থেকে টাইটেল প্রাপ্ত করে। যেমন সরস্বতী ইত্যাদি এবারে এই সরস্বতী নামটি তো মাস্কার, কারণ তিনি বেহদের নলেজ প্রদান করেন। তারা হদের ভক্তি মার্গের শাস্ত্রের শিক্ষা নেয়। এখন বাচ্চারা তো জানে যে আমাদের সুপ্রিম গুরু হলেন তিনি। সুপ্রিম পিতাও হলেন তিনি , সর্ব শক্তিমান পিতা চাই কারণ মায়া কম নয়। মায়াও সর্ব শক্তিমান। মায়া সর্ব স্থানে অবস্থিত। বাবা সর্বব্যাপী নন, তিনি তো হলেন পুনর্জন্ম হীন। পরম পিতা পরমাত্মা পুনর্জন্মে আসেননা, মানুষ পুনর্জন্ম নেয়। তবুও পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা ঊনার গ্লানি করাই হল। যখন এইরকম নিন্দা গ্লানি করে এবং মানুষ পতিত হয় তখন আমি আসি। এইসব কথা শাস্ত্রে কিছুই নেই যে বাবা হলেন পিতা, শিক্ষক ও সদগুরু। সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করেন। বাবা বলেন এইসব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি হল ভক্তি মার্গের। ভক্তি মার্গ অর্ধকল্প চলে, জ্ঞান মার্গ অর্ধকল্প চলেনা। জ্ঞান তো কেবল একটি সময়ে বাবা এসে বোঝান। একবার জ্ঞান প্রাপ্ত করলে ২১ জন্ম তোমাদের প্রালব্ধ চলে। এমন নয় যে এই জ্ঞান অর্ধকল্প চলে। এই কথা তো বোঝাও যে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সেখানে হল সবাই সদগতিতে , তাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এই সময় জ্ঞান সাগর বাবা এসে বাচ্চাদের কত জ্ঞান প্রদান করেন। বাচ্চারা যতদিন বাঁচবে বাবার জ্ঞান শুনবে। খুবই মিষ্টি এই জ্ঞান। যোগও শেষ সময় পর্যন্ত শিখতে হবে কারণ মাথার উপরে জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা রয়েছে অনেক। এক জন্মের কথা নয়। জন্ম জন্মান্তর ধরে আত্মার উপরে ময়লার আস্তরণ পড়েছে, তাই একেবারে ঘোর অন্ধকারে বাস করছে। আত্মায় পুনর্জন্মের ময়লা থেকেছে , খাদ পড়েছে তবেই এত তমোপ্রধান হয়েছে। আত্মাও গিলটি করা তো গহনাও (শরীর) গিলটি করা । একেবারে জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। বিশেষ ভাবে ভারতবাসী এবং সাধারণ ভাবে সব ধর্ম ক্রমানুসারে। তাহলে সব বাচ্চাদের ফাদার ও মাদারকে প্রত্যক্ষ করে দেখাতে হবে। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা বলা হয় তবে ফাদারের সঙ্গে মাদারও চাই। মানুষ ভাবে - আদম ব্রহ্মা, ইভ সরস্বতী । বাস্তবে এই কথাটি ভুল। নিরাকার গড ফাদার আছেন তো মাদারও থাকবেন। কিন্তু তারা ইভকে জগৎ অম্বা বলে দেয়। বাস্তবে এইটি হল মুখ্য কথা। নিরাকার শিববাবা এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বলেন - তোমরা হলে আমাদের সন্তান। এই ব্রহ্মা হয়ে যান মাতা। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা এবং মাতাও হলেন তিনি। উনি হলেন সুপ্রিম রুহানী ফাদার। তারপর স্থূল রূপে মাতা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীকে বলা হয়। জগৎ অম্বার বিশাল মেলা আয়োজিত হয়। আজমেরে জগৎ পিতা ব্রহ্মার এত বিশাল মেলার আয়োজন হয়না। জগৎ অম্বার অনেক মান সম্মান আছে কারণ মাতার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তারা বলে স্ত্রী-র স্বামী হল গুরু ঈশ্বর। কিন্তু এমন নয়। বাবা

এসে বলেন মাতাদের পদ মর্যাদা উঁচু করেন। গভর্নমেন্টও মাতাদের অগ্রে স্থান দিচ্ছে। সেসব হল হিংসা যুক্ত আর এইটি হল অহিংসক গুপ্ত শক্তি সেনা।

তারা হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। ড্রামাকে বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে। এই বেহদের ড্রামা রিপটি হয়। বাচ্চাদের যে ভাবে শেখাই সেসব আবার আগামী কল্পে শেখাব। সব ড্রামার বাঁধনে বাঁধা আছে। বাবা নিজেও বলেন - আমিও ড্রামার বন্ধনে আছি। ভারতবাসীদের তো অনেক দুঃখ আছে। এমনই বার বার এসে কি আর মুক্ত করা যাবে। আমি তো একবারই আসি, এসে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক করি। পরমধাম থেকে কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এখন তোমরা ড্রামার ডাইরেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরকে জানো। হদের কথা বলে - অমুক ধনী ব্যক্তি ছিল। এখানে তোমরা জানো - হু ইজ হু, সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ধনীজন কে! সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে সবচেয়ে ধনী হল স্বর্গের লক্ষ্মী নারায়ণ। এমন কথা এসে কে বলেন? বাবা। বাচ্চারা জানে আমাদের মতন ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্যে সম্পদ বহুল কেউ হয়না। তোমরা বৃহত্তম সেবা করছ। ভারতের বিশেষ এবং বিশ্বের সাধারণ সেবা কর। তোমরা হলে সেলভেশন আর্মি। এখন ভারতের জাহাজ ডুবন্ত অবস্থায় আছে, এও হল ড্রামা। বোঝান হয় ভারতের জাহাজ কে উদ্ধার করেন? শিব শক্তির। তোমরা সবাই হলে শিব শক্তি। বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেছিলাম। মায়া পতিত করেছে আবার তোমাদের মহারাজা মহারানী করি। তোমাদের হল প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের হল নিবৃত্তি মার্গ। ঐ হল হদের সন্ন্যাস, এই হল বেহদের সন্ন্যাস। আজকাল দুনিয়ায় মিথ্যা করাপসন অনেক আছে। এই হল রৌরব নরক। তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় বুদ্ধি দ্বারা কি রূপে পরিণত হও? এখন তোমরা বলো আমরা শিববাবার সন্তান হয়েছি ব্রহ্মা দ্বারা। তারপর আমরা দেবতা হব ঋত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র হয়ে আবার ঈশ্বরের সন্তান হব। কল্প পূর্বেও ঈশ্বরীয় সন্তান ছিলাম। বাবার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয় তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তারা হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি যাদব ও কৌরব। তোমরা হলে বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি পাণ্ডব যাদের জয়জয়কার হবে। তোমরা হলে গুপ্ত শিবশক্তি ভারত মাতা, এতে গোপ গোপীকা দুইজনই আছে। নাম মাতাদের হবে। মাতাদের অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। দ্রৌপদীকে নির্বস্ত্র করা হয়েছিল। সে বলেছিল - ভগবান আমায় রক্ষা করো। তাই বাবা এসে রক্ষা করেন। অনেক সম্পদ লাভ হয়। প্রতিজ্ঞা করতে হবে - শিববাবা, মিষ্টি বাবা, আমরা অবশ্যই বর্সা নেব। বর্সা শিববাবার কাছে নিতে হবে। গায়নও করে ঈশ্বরের মতি গতি আলাদা। তিনিই জানেন আর কেউ নয়। তোমরা এখন জানো ঈশ্বরের মতি গতি বাচ্চারা জানে তাই বাচ্চাদের শো (show) করতে হবে। বাচ্চারা স্থায়ী সুখ শান্তির বর্সা বাবার কাছেই প্রাপ্ত করে। অল্পকালের শান্তি কোনো কাজের নয়। মাতা পিতা বলছ তো বাচ্চাদের মাতা পিতাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। মাতা পিতা কে? সেই সবকিছু বাচ্চারা বসে বলে। এই ফাদার মাদার হলেন সম্পূর্ণ জগতের। তাঁরা বসে বর্সা দেন। বরাবর বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন কলিযুগের শেষ সময় তাই বাবার কাছে আবার প্রাপ্তি হবে। সান শোজ ফাদার, ফাদার শোজ সান। বাবা শুধু বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলে তোমাদের কর্মের বোঝা নামবে। স্মরণের চার্ট রাখা উচিত। আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি। এমন নয়, আমরা তো শিববাবারই সন্তান। বরং তিনি বলেন - উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে কতক্ষণ স্মরণ করেছ - চার্ট রাখো। মুখ্য হল স্মরণ। বিদ্বৎ বাধা যোগেই আসে। ভারতের প্রাচীন যোগ হল বিখ্যাত। সেইটি হল হঠ যোগ। রাজ যোগের শিক্ষা বাবা-ই দেন। তারা তো বিভিন্ন রকমের যোগ শেখায়। তাদের হল হদের সন্ন্যাস, তোমাদের হল বেহদের সন্ন্যাস। প্রবৃত্তিতে থেকে বাবাকে এত স্মরণ করো যে শেষ সময়ে অন্য কারো কথা

যেন স্মরণে না আসে। আত্মাকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হয় তবেই বিকর্মজীত হতে পারবে। বিকর্মজীত আর কেউ করতে পারেনা। যদিও ভাবনার রিটার্ন স্বরূপ অল্প কালের জন্যে প্রাপ্তি হয় কিন্তু পতিত থেকে পবিত্র হতে পারেনা। ভক্তজন কত মাথা ঘামায় তবুও ফিরে যেতে পারেনা। ভগবান হলেন সব বাচ্চাদের জন্যে এক। তিনি একবারই আসেন। বলেন হুবহু ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন এসেছি, হারানিধি বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল ... কোন্ আত্মারা আলাদা ছিল ? তাদেরই প্রথমে আসতে হবে। অনেক ধর্মের বিনাশ, যখন একটি ধর্মের স্থাপনা হবে তখন আবার সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে। অন্য কোনো ধর্ম থাকবেনা।

এখন তোমরা হলে হারানিধি বাচ্চা স্ব দর্শন চক্রধারী। প্রথমে হারানিধি তারপরে স্ব দর্শন চক্রধারী বলা হবে। মানুষ বলবে - এইসব তো দেবতাদের টাইটেল। দেবতাদেরই অলঙ্কার আছে। সব নিজেদের কল্পনায় বলে, এমনও বলবে অনেকে। তোমরা জানো যে মিষ্টি গাছের চারা রোপন হচ্ছে। বিদেশেও এই জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তোমাদের হেভেনলি গড ফাদার কে ? নিশ্চয়ই মাদার থাকবে। বাবা এসেছেন - সুখ শান্তির বর্ষা দিতে, তাতে হেল্থ , ওয়েল্থ সবকিছু প্রাপ্ত হয় তাই নিয়ম অনুযায়ী বাবাকে স্মরণ কর। বলা হয় - ও গড ফাদার তবে সর্বব্যাপী কেন বলা হয়, এখানেই তো হল ভুল। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিকর্মজীত হতে চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে।

২) নিজের প্রতিটি চলন দ্বারা মাতা-পিতা এবং টিচারের শো (show) করতে হবে। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি হয়ে থাকতে হবে। রুহানী সেবা করতে হবে।

বরদান :- পাহাড় সমান বিষয়কেও এক 'বাবা' শব্দের স্মৃতি দ্বারা তুলোয় পরিণতকারী সহজ যোগী হও

ব্যাখা: সহজ যোগী হতে হলে একটি শব্দ স্মৃতিতে রাখো - "আমার বাবা" ব্যাস। যে কোনও বিষয়ই আসুক, তা হিমালয় পর্বতের চেয়েও বিশাল হলেও "বাবা" বললে পাহাড় তুলোয় পরিণত হবে। রাই অর্থাৎ সর্ষে দানাও একটু শক্ত হয়, মজবুত হয়, কিন্তু তুলো হয় নরম ও হালকা। সুতরাং যত বড় বিষয়ই হোক তুলোর মতন হালকা হয়ে যাবে। দুনিয়ার লোকেরা দেখলে বলবে কিভাবে সম্ভব আর তোমরা বলবে এইভাবেই সম্ভব। বাবা বললেই বুদ্ধিতে টাচ হবে এইভাবে করো তাহলে সহজ হবে। এইটি হল সহজ যোগী জীবন।

শ্লোগান - প্রেমের সাগরে লাভলীন থাকো তাহলে সদা সমীপ, সমান ও সম্পন্ন স্বরূপের বরদানী হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- মাতা - পিতাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে সুপুত্র হও, স্মরণ আর শ্রীমতের আধারেই বাবার হৃদয়াসনে বসতে পারবে"

প্রশ্ন :- কোন্ পুরুষার্থে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- এমন পুরুষার্থ করো যাতে অন্তিম সময়ে বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যেন স্মরণে না আসে । এই কারণে বুদ্ধিকে গৃহস্থ জীবনে রেখেও পৃথক রাখো, সবকিছুই ভুলতে থাকো, শ্রীমত অনুযায়ী চলতে থাকো । কাউকেই কাঁটা (দুঃখের) দিও না । প্রতি পদে মাতা - পিতাকে অনুসরণ করো । কোনোরকম দুর্বলতা থাকলে অবিনাশী সার্জনকে সত্যি কথা বলো ।

গীত :- নতুন বয়সের কলি তোমরা, বিশ্ব তাকিয়ে তোমাদের দিকে, দায়িত্ব অনেক কাঁধে তোমাদের, প্রতিটি ঘরকে স্বর্গ বানানোর দায়িত্ব তোমাদের কাঁধে -----

ওম শান্তি । বাচ্চাদের এই গানের অর্থ বোঝানো হয় । এই যে মহিমা করা হয় --- এই দেশে সীতা জন্মেছিলো (এই দেশেই গুঞ্জরিত হয় গীতা) --- বাস্তবে তো পুরুষ বা মহিলা সকলেই সীতা। কেননা সবই ভক্তির, সবাই ভক্তি করে, ভগবানকে স্মরণ করে । এই সজনীরা তাদের সাজনকে স্মরণ করে । কি কারণে ? ফুল হওয়ার জন্য । বলা হয় না ----কমল ফুলের মতো থাকতে হবে । এখন তোমরা জানো যে ---আমি আত্মার বাবা পরমাত্মা । তাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়, যাকে জীবনমুক্তি বলা হয় । এই জীবনমুক্তির বর্ষা অবশ্যই সত্যযুগের জন্য পাওয়া যায়, কলিযুগের জন্য নয় । নতুন দুনিয়া যখনই শুরু হয়ে যায় তখনই নতুন নাটক শুরু হয়ে যায় । দুনিয়া পুরানো হলে নাটকও পুরানো হয়ে যায় । এখন এ হলো পুরানো দুনিয়া । নতুন দুনিয়ায় লক্ষ্মী - নারায়ণ যেন ফুলের মতো ছিলেন । এখন তোমরা জানো যে আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি --- স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য । একজন অন্যজনের উপর কাম কাটারি চালানোই হলো কাঁটা । তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা এসেছেন আবার আমাদের সদা সুখী স্বর্গের মালিক বানাতে । এই নিশ্চয়তায় গড়বড় হলে চলবে না । বাবা এসে এনাকেও (দাদাকে) বুঝিয়েছেন । এ কথা বলা হয় যে বরাবর আমরা জানতাম না । আমরা প্রথমে সত্যযুগে ধর্মাত্মা ছিলাম । যারা কাম কাটারি চালায় না তাদের ধর্মাত্মা বলা হয় । যারা দান - পুণ্য করে তাদেরই কেবল ধর্মাত্মা বলা হয় না । মানুষ যা কিছুই করে তার ফল দ্বিতীয় জন্মে পায় । এ হলো ইনডাইরেস্ট দান । অনেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে । যেমন অনেকে কৃষ্ণের নামেও দান করে থাকে । কিন্তু কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলে দেওয়ার কারণে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে । ভগবান বলেন যে - আমি এই ভারতেই এসেছি । তোমরা বাচ্চারা জানো যে -- আমাদের বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন । তিনি আমাদের বলেন -- বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই আমাকে স্মরণ করো । তোমরাই সেই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলে । ত্রেতায় থাকেন রাম - সীতা । কৃষ্ণের যুগ তো আলাদা কিছু নয় । ওরা কৃষ্ণকে দ্বাপরে পাঠিয়ে দিয়েছে । এ ঘটনা আবারও হবে । বাবা বসে বাচ্চাদের শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন । আমি কোনো গীতা ইত্যাদি হাতে নিয়ে বলি না । আমাকে তো জ্ঞানের সাগর বলা হয় । আমাকে ভক্তরা --- সৎ, চৈতন্য, এইভাবেও বলে থাকে । যে মানুষ অনেক বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেন, তাদের শাস্ত্রের অর্থরিটি বলা হয় । এখন এই বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি কোথা

থেকে শুরু হয়েছে ? ভক্তি মার্গ থেকে । এই অনাদি ড্রামা বানানো আছে । এমন নয় যে বেদ শাস্ত্রকে অনাদি বলা হবে । অনাদি যদি বলতে হয় তো সত্য যুগ থেকে নিয়ে বলতে হবে । সত্য যুগে তো বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি থাকে না । এ তো ভক্তি মার্গ থেকে শুরু হয় । এখন বাবার বুদ্ধিতে আছে যে তিনি জ্ঞানের সাগর । এই মনুষ্য সৃষ্টি একমাত্র তিনিই জানেন । বাবা এসেই তাঁর নিজের পরিচয় দেন । এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, ৮৪ জন্ম মানুষ কিভাবে ভোগ করে । তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্ম সতো, রজো এবং তমোতে অভিনয় করি ।

এখন বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা এই যন্ত্রের রচনা করেছেন । শিববাবার দ্বারা আমরা ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছি । তাহলে তিনি দাদা হয়ে গেলেন । এখানে হলো বাবার আশীর্বাদী বর্ষার কথা । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির আশীর্বাদী বর্ষা চেয়ে এসেছো । এ তোমরা জানতে না যে, বাবা ভক্তদের কাছে আসবেন বা কি করবেন । বলা হয় ভগবান ঘরেও চলে আসে । তিনি তো বড় ঘরে আসবেন, তাই না । তোমাদের জন্য তোমাদের ঘর তো ছোটো । এ হলো বেহদের ঘর । কি জানি ভগবান কখন ভক্তদের কাছে এসে যায় । ভগবান তো অবশ্যই ভক্তদের জন্য আসবেন । ভক্তরা হলো ভগবানের সন্তান । এমন নয় যে, ভগবান সব ভক্তদের মধ্যেই আছেন বা সবাই ভগবান । তা নয় । বাবা ডায়েরেক্ট বসে বোঝান যে, আমি অবশ্যই আসবো এসে বাচ্চাদের সুখ দেবো । মানুষ যখন বিলেত থেকে আসে তখন খুব সুন্দর উপহার নিয়ে আসে । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের উপহার নিয়ে আসি । সেখানে বিষ পাওয়া যায় না । এই জ্ঞান অমৃত পান করলে তোমরা স্বর্গে যেতে পারো । তাহলে অবশ্যই এই বিষ ত্যাগ করতে হবে । আমি কোনো সল্ল্যাসী - উদাসীদের মতো বই পড়াই না । আমি তো শান্তিধাম এবং সুখধামের মলিক হওয়ার জন্য রাস্তা বলে দিই । হে আমার প্রিয় বাচ্চা --- বলে পরদেশী বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । আর কেউই এমনভাবে বলবে না যে, আমি পরমাত্মা, তোমাদের আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছি । ওরা তো বলে দেয় যে ---- আমিই পরমাত্মা, তুমিই আমি । বাবা কি বাবাকে কখনো বর্ষা দেয় । বাবা অবশ্যই বাচ্চাদের আশীর্বাদী বর্ষা দেবেন । তোমাদের কত বিশাল বুদ্ধি হয়েছে । বাবা এসে বুদ্ধির তালা খোলেন । তোমাদের বুদ্ধিতে মূল বতন এবং সূক্ষ্ম বতনের স্মরণ আছে । এ হলো স্থূল বতন । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছো । তোমরা তিন লোক আর তিন কালকে জানো । এ হলো সম্পূর্ণ কথা । সংক্ষেপে কেবল দুটো কথা --- বাবা এবং তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণের চার্টের উপরই সমস্তকিছু নির্ভর করছে । ঘরে থেকেও যুক্তি করে চলো --- বাবা আর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো । চার্ট রাখো -- আমরা কতো সময় যোগে থাকি ? বাবাকে স্মরণ করলে অবশ্যই আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় । বাবা তো খুবই সহজ করে বোঝান । কিন্তু কেউ স্মরণ করে, তবে তো । মায়া একদম ভুলিয়ে দেয় । কোনো কোনো বন্ধনে থাকা বাচ্চা এতো ভালো যে তারা ঘরে থেকেও মহারথীদের থেকেও ভালো যোগে থাকে । শিববাবাকে খুব স্মরণ করে -- শিববাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো । তারা জানে যে -- শিববাবার থেকে আমরা স্বর্গের রাজত্ব পাই । ঘরে স্মরণ করতে করতে যদি প্রাণ ত্যাগ করো তাহলে খুব ভালো পদ পেতে পারো । "আমার তো এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই" --- এমন নিশ্চয়তায় খুব প্রেম এসে যায় । মেয়েরা কতো মার খায় । এমন সংসঙ্গ তো কোথাও দেখা যায় না যেখানে মেয়েরা মার খায় । সংসঙ্গে গেলে কি কেউ বারণ করে ? অনেক তো সংসঙ্গ আছে । এখানে তো অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয়, অনেক বিঘ্ন আসে । শুরু থেকে নিয়ে চলে আসছে । অকাসুর, বকাসুর কিভাবে বাচ্চাদের অধিকার করতো, বিষের কারণে কতো মার খেতে হতো । কোনো তো কথা থাকবে, তাই না । খুব ভালো ভালো বাচ্চা

যদিও সেন্টারও খোলে তবুও চলতে চলতে মায়ার আঘাত প্রাপ্ত হয় । বাবা তো ধর্মরাজও । তিনি বলেন -- আমি কালেরও কাল । অমৃতসরে এক অকাল তখত আছে, এর অর্থ কেউই বোঝে না । বাবা বলেন -- আমি কালেরও কাল । মৃত্যুর যম তো একজন, দুজন করে নিয়ে যায় । বাবা বলেন, আমি তো সব আত্মাদেরই নিয়ে যাবো তাই তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । বাবা, আপনি এসেছেন । অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করেছি কিন্তু ফিরে কেউই যেতে পারে না । এখন আপনি সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ।

মানুষ বলে -- ভগবান কালেরও কাল যিনি সবাইকে মেরে ফেলেন । কিন্তু আমি মারি না । আমি তো তোমাদের শরীর থেকে মুক্ত করে আত্মাকে ফুল বানিয়ে নিয়ে যাই, এতে ভয় পাওয়ার তো কোনো কথা নেই । অনেক বাচ্চা মৃত্যুকে ভয় পায় । তারাই ভয় পায় যারা সম্পূর্ণ যোগ করতে পারে না । আরে, আমরা তো ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি । বাবা এসেছেন আমাদের তৈরী করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাহলে তোমরা স্বর্গবাসী হবে না কি ? মানুষ বলে -- অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন কিন্তু কেউই যায় না । স্বর্গ তো এই ভারতেই হয় । সেই যুগ হলো সত্য যুগ । কলি যুগে স্বর্গ কোথা থেকে আসবে । কাগজে দেওয়া হয়, অমুকে বৈকুণ্ঠে গেছেন, তার শ্রাদ্ধে খাওয়ানো হয় । এখন বৈকুণ্ঠে তো অথৈ বৈভব, তোমরা তাকে কি আর খাওয়াবে । তার যদি সঙ্গতি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এখানকার ভোজন করিয়ে কেন পতিত বানাও । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নির্বাণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা শিক্ষা দেন । তোমাদের খুশীর সঙ্গে যাওয়া উচিত । পুরানো কাঁটার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করা উচিত । বাবা কতো সহজ করে বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো, এতে তো অনেক খুশী হওয়া উচিত । বাবা বলেন যে, অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞেস করতে হলে আমার বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করো । এখনকার পুরুষার্থে তোমরা ২১ জন্মের প্রালব্ধ বানাও । এখন যদি গ্রহণ না করো তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে । এই দৌড় হলো অনেক ভারী । সকলেরই পুরুষার্থ করা উচিত । বাবা বলেন - আমাদের জয় করো । বাবা, মাম্মা, বাপদাদা, পিতাশ্রী বলো, তাই না । এই বাবাও তো তাঁরই কাছে পড়ছে, তাই না । শিববাবাই তোমাদের পড়ান । ইনি তো গৃহস্থী এবং ব্যবসায়ী । এমন খেয়াল আসা উচিত নয় যে -- আমি পরে এসেছি তাই দৌড় লাগতে পারবো না । মা - বাবা বলেন, তারাই সুপুত্র যারা বাবাকে অনুসরণ করে । এই মা - বাবাও পুরুষার্থী । মাতা - পিতাই পুরুষার্থ করান । তুমি আমাদের মাতা - পিতা, আমরা তোমারই সন্তান ---- তাহলে ইনিও তো তাঁরই সন্তান হলেন, তাই না । ইনিও গৃহস্থী ছিলেন আর তোমরাও গৃহস্থী । এ তো খুব সহজ । এতেও মায়েদের অনেক সৌভাগ্য, তিনি তাদের চট করে বাঁচিয়ে দেন । তোমরা পাঁচ বিকারের সিঁড়িতে চড়বে না । বাল ব্রহ্মচারী ভীষ্ম পিতামহের উদাহরণ আছে তো । এ হলো রাজযোগ । তোমরা জানো যে, আমরা ভবিষ্যতের রাজস্ব পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । মাম্মা - বাবাও পুরুষার্থ করে উঁচুর থেকে উঁচু পদ পান । আগের কল্পেও তারাই পেয়েছিলেন । বাবা বলেন -- প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা সিংহাসনের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । মাম্মা - বাবা বলো, তাহলে কেন পুরুষার্থ করো না, কোনো অসুবিধা হলে বাবাকে বলো । এই কারণেই পুরুষার্থ কম হয় । বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন । বাকি যে কোনো অসুবিধায়, দরকার হলে লেখো বা সামনে এসে জিজ্ঞেস করো । বাবা রায় দিয়ে দেবেন । মুখ্য বিষয় হলো বাবা আর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করা । সংক্ষেপে এই যথেষ্ট । সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়ার পুরুষার্থ করতে করতে এমন স্মরণ করতে হবে যে অস্তিম সময়ে আর অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে । গৃহস্থ জীবনকে ভুলতে থাকো । বলা হয়, লক্ষ্য তো অনেক বড় আর তোমাদের বিশ্বের মালিক হতে হবে । কতো পরিশ্রম করে , লড়াই করে মানুষ হদের বাদশাহী

নেয়। তোমরা তো স্বর্গে বিশ্বের মালিক হও, তোমাদের আর কি চাই। এমন মিষ্টি বাবা দুনিয়ায় আর কেউই হয় না কিন্তু তোমরা এই বাবার নাম, রূপ, দেশ, কাল সব ভুলে গেছো। বরাবর শিব হলেন আমাদের আত্মাদের বাবা, তিনি স্বর্গের রচয়িতা, তাই স্বর্গের বর্সাই তিনি দেবেন, তাই না, এ সবই তোমরা ভুলে গেছো। কারোর এক সেকেন্ডেই এই তীর লাগতে পারে। বরাবর তিনি হলেন বেহদের বাবা, তিনি আশীর্বাদী বর্সা দিতে এসেছেন। তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা। কিসের সৃষ্টিকর্তা? নরকের কি? এমন তো কখনোই বলা হবে না। বাবা তো স্বর্গের মালিক বানান। আমরা তো ঝট করে গিয়ে তাঁর হাত ধরি। তিনি বৃদ্ধ সাধারণ মানুষের শরীরে এসেছেন। বাবা বলেন – সকল বাচ্চাই অবুঝ, পতিত, পূজারী হয়ে আছে। আমি এসে তাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাই। ইনিও পূজারী ছিলেন। নারায়ণের পূজা করতেন। চিত্রে দেখানো হয় – লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন। বাবা খোড়াই এমন কিছু বলেন যে, চরণ ধুয়ে পান করো। বাবা বলেন, প্রথমে লক্ষ্মী তারপরে নারায়ণ। তাই যিনি লক্ষ্মী হন, আমি তাঁর পদসেবা করি। বৃদ্ধা মাতাদের বলা হয়, তোমরা অর্ধ কল্প কতো ধাক্কা খেয়েছো। প্রথমে ভক্তি ছিলো অব্যভিচারী, এখন ব্যভিচারী ভক্তি হয়েছে। মানুষ পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। বাবার সঙ্কল্প হয়েছিলো – আমি গিয়ে নতুন সৃষ্টির রচনা করবো। বাবা তো সবই জানেন। এই অঙ্গানীরা অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করে এসেছে। এখন সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। মৃত্যুও খুবই কড়া, একজন আর একজনকে শেষ করে দেবে। বাবা হলেন পূর্ণ জ্ঞানী কিন্তু তিনি তবুও বলেন -- আমিও এই বন্ধনে বাঁধা। আমি জানি যে বাচ্চারা অত্যন্ত দুঃখী। এদের উপর পাঁচ বিকার এসে ভর করেছে। তাদের এবার বিদায় করতে হবে। তোমাদের সুখের দিন এখন আসছে। এখন তোমরা যদি শ্রীমতে চলো তাহলে শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। বাকি সমস্তই হলো রচনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শঙ্করকে পরমাত্মা বলা হবে না। সুশ্রীম সোল হলেন এক শিববাবাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। চিত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ রাখা হয় কেননা এঁরা তাঁর সন্তান, তাই না। এও তাঁরা জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছো। তোমাদের তো খুবই আনন্দিত থাকা উচিত। আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি – মধ্য অন্তকে জানি। বাবার থেকে স্বর্গের বর্সা গ্রহণ করছি। আমরা কেবল বাবাকেই স্মরণ করি। আমরা গৃহস্থ জীবনেই থাকি এখানে কিছু ত্যাগ করার থাকে না। প্রথমে তো গোশালা বানানো হত। নাহলে এরা কিভাবে দক্ষ হতো। (মহাভারতে) পাণ্ডবদের দেশ থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিলো, তখনই গোশালা বানানো হয়েছিলো। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি। কেন আমরা বাবা – মাম্মার হৃদয়াসনে বসবো না? বাবাও বলেন, বাবাকে অনুসরণ করে ক্রমানুসারে হৃদয়াসনে বসো। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে -- আমরা বাবাকে স্মরণ করছি কি? রাতে সবসময় পোতামেল দেখো। সারাদিনে বা ভোরবেলা উঠে কতো সময় বাবাকে স্মরণ করেছো? বাবাকে স্মরণ করে শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। একজন অপরজনকে কাঁটা লাগিও না। কাম আর ক্রোধ হলো মুখ্য। একে জিততে পারলেই অন্য ছোটো ছোটো বিকার ঠান্ডা হয়ে যাবে। কাম হলো মহাশত্রু। এই কামের কারণে মানুষ কতো লড়াই – ঝগড়া আর মারামারি করে। বলা হয় -- বাবা, বাচ্চারা অনেক অশান্তি করে। স্বর্গে তো কেউই কখনো কাউকে বিরক্ত করবে না। সেখানে বাচ্চারা কাউকে বিরক্ত করবে না তাই এখন বাবা আর স্বর্গ সুখকে স্মরণ করো। ব্যস, চলো তোমরা এখন সেই সুখধামে। আচ্ছা।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মাতা - পিতার হৃদয়াসনকে জয় করার দৌড় লাগাতে হবে। সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

২) পুরানো কাঁটা থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করে "আমার তো এক, দ্বিতীয় আর কেউই নেই" এই নিশ্চয়তায় পোক্ত হতে হবে।

বরদান :- প্রত্যেককে প্রেম আর শক্তির পালনা দিয়ে প্রেমের ভান্ডারে ভরপুর হও

যে বাচ্চারা সবাইকে যত পরিমাণে বাবার প্রেম বিলাতে পারে ততই তাদের প্রেমের ভান্ডার ভরপুর হতে থাকে। সবসময়ই যেন প্রেমের বর্ষণ হচ্ছে, এমন অনুভব হয়। এক কদমে প্রেম দাও আর বার বার প্রেম নাও। এইসময় সকলেরই প্রেম আর শক্তির প্রয়োজন, তাই কাউকে বাবার দ্বারা প্রেমের দান করো কাউকে আবার শক্তি -----যাতে তাদের উৎসাহ - উদ্দীপনা সর্বদাই জাগরিত থাকে - --- এই হলো বিশেষ আত্মাদের বিশেষ সেবা।

স্লোগান :- যারা মায়াবী চাতুর্য থেকে দূরে থাকে তারাই বাবার অতি প্রিয় হয়।

১৩-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১০-১১-৮৩ মধুবন

মুখ্য ভাই-বোনেদের মিটিংয়ের সময় অব্যক্ত বাপদাদার উচ্চারিত মধুর অমূল্য মহাবাক্য

আজ, সর্বশক্তির সাগর বাবা তাঁর শক্তিসেনাকে দেখছেন। প্রত্যেকের ললাটভাগে ত্রিশূল অর্থাৎ ত্রিমূর্তি স্মৃতির লক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখা দিচ্ছে। শক্তির চিহ্নরূপে ত্রিশূল দেখানো হয়। তোমরা তাহলে ত্রিশূলধারী শক্তি সেনা, তাই তো ? বাপদাদা এবং তুমি। এই ত্রিমূর্তি সদা স্পষ্টরূপে থাকে নাকি কখনো মার্জ হয় আর কখনো ইমার্জ হয় ? বাপদাদার সাথে সাথে তোমাদের এটাও স্মরণে আসে, যে তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী আত্মা ? এই ত্রিমূর্তি স্মৃতি দ্বারা শক্তিদের সাথে শিব দৃশ্যমান হবেন। কোনো কোনো মন্দিরে বাপদাদার কন্সাইন্ড রূপের স্মরণিক শিবমূর্তির সাথে তারা সেই মূর্তিতে মানুষ আকারও দেখায়। এই কন্সাইন্ড স্মারক বাপদাদার। এর সাথে তারা শক্তিরও প্রতিকৃতি আঁকে। সুতরাং, এই ত্রিমূর্তি স্মৃতিস্বরূপ স্থিতি দ্বারা সহজেই তোমরা সাক্ষাৎকারমূর্ত হয়ে যাবে। এই সময়ে, সেবাধারীমূর্ত, ভাষণকর্তা মূর্ত, মাস্টার শিক্ষক হয়েছো। এখন সাক্ষাৎ মূর্ত হতে হবে। সহজ যোগী হয়েছো কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোগী হতে হবে। তপস্বী হয়েছো, কিন্তু মহাতপস্বী হতে হবে।

আজকাল এটা তোমরা সেবা বলো, তপস্যা বলো, পড়া বলো, পুরুষার্থ বলো, পবিত্রতার সীমা বলো, কোন্ তরঙ্গে চলছে, জানো তোমরা ? সহজ যোগীর সবকিছু সহজ হয়ে যাওয়ার তরঙ্গের সাথে চলছে। কিন্তু লাস্ট সময়ের অনুসারে বর্তমান মনুষ্য আত্মাদের বাণী নয় বরং শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন, শ্রেষ্ঠ বায়ুমণ্ডল দ্বারা যাতে তাদের সহজ সাক্ষাৎকার হয় তার আবশ্যকতা আছে। অনুভবও সাক্ষাৎকার সমান হয়। বলার জন্য তো অনেকে আছে কিন্তু যাদের বলো তারাও নিজেদের বিষয়ে বলতে কম নয়। কিন্তু সাক্ষাৎকার করানোর ক্ষেত্রে ? সেখানেই তারা অক্ষম। সেটা করানোতে সক্ষম নয় তারা। এই বিশেষত্ব, নতুনত্ব, সফলতা তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের মধ্যে আছে। এই বিশেষত্ব স্টেজে প্রত্যক্ষ করাও। এই বিশেষত্বের আধারে সবাই বলবে, আমরা দেখেছি, আমরা প্রাপ্ত করেছি ! আমরা যে শুধু শুনেছি তাই নয়, কার্যতঃ বাবাকে ক্ষণিক দেখার অনুভবও করেছি। অনুভব যেন এমন না হয় যে অমুক ভগিনী বা অমুক ভাই বলেছিলো, বরং অনুভব হবে, যেন এক অলৌকিক শক্তি এনার মধ্যে থেকে বলছিলো। যেমন, আদিতে যখন ব্রহ্মার বিশেষ শক্তির সাক্ষাৎকার হয়েছিলো তিনি কি বলেছিলেন ? - কে ছিলো ! কি ছিলো ! একইভাবে, যারা তোমাদের কাছে শুনবে তাদের যেন অনুভব হয় যে এরা কারা ! তারা যেন শুধু পয়েন্ট না শোনে, বরং ব্রুকুটির মাঝে পয়েন্ট অফ লাইট যেন তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই নবীনত্ব সবার চোখ খুলে দেবে, স্বীকৃত হওয়ার। স্বীকৃতি দানের চোখ এখনো খোলেনি। এই সময়ে তারা তোমাদের অন্যদের সাথে একই লাইনে রাখছে। তারা বলে, তোমরা যা বলো সেই সেই একই বিষয় অন্যরাও বলে, তারা যেমন করে তোমরাও সেই একইরকম করো। যাই হোক, তাদের এখন এটা অনুভব করানো আবশ্যিক যে, ইনিই তিনি যাঁকে তারা আহ্বান করেছে, যাঁর জন্য তারা অপেক্ষা করেছে। এর বিধি হলো শুধু একটা শব্দ চেঞ্জ করা। সহজ যোগী হওয়ার তরঙ্গ চেঞ্জ করো। প্রবৃত্তিতে সহজ শব্দ ইউজ করোনা, বরং সর্বসিদ্ধির প্রতিমূর্তি হতে সহজ শব্দ ইউজ করো। শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়ার তরঙ্গ, মহাতপস্বীমূর্ত হওয়া, সাক্ষাৎমূর্ত হওয়া এবং অলৌকিকতার তরঙ্গ এখনো জন্য প্রয়োজন। এখন এই রেস করো। কতজনকে এই সন্দেশ (খবর) দিয়েছ ? এই কাজ তো যারা সবেমাত্র সাতদিনের কোর্স করেছে তাদের ! তারাও এই সন্দেশ দিতে

পারে। যেমনই হোক, কতজনকে অনুভব করাতে পারো তা দেখতে এখন রেস করো। অনুভব করানো এবং অন্যকে অনুভাবী বানানোর তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে। বুঝেছ তোমরা ?

এখন, ৮৪ সাল আসছে। ৮৪ ঘন্টার শক্তি প্রসিদ্ধ, সকল দেবীর মহিমা হয়। ৮৪ তে ঘন্টা তো বাজবে, তাই না ! সেই কারণেই তো ঘন্টার এই মহিমা। আদি-সমান সাক্ষাৎকারের তরঙ্গ এখন ছড়িয়ে দাও। সাড়া জাগাও। তোমরা বাবাসম হলে নিজে থেকেই তাদের সাক্ষাৎকার লাভ হবে। বর্তমানে তারা অল্প অল্প অনুভব করছে, কিন্তু এই তরঙ্গ এখন চারিদিকে ছড়িয়ে দাও। মেলারও তরঙ্গ যেমন তোমরা ছড়িয়ে দাও। তোমরা অনেক মেলা করেছে, সমারোহও অনেক করেছে। এখন মিলন সমারোহ উদযাপন করো। তোমরা নতুন সালের নতুন প্ল্যান বানাতে এখানে এসেছো। সর্বপ্রথম প্ল্যান, সমস্ত রকম দুর্বলতা থেকে নিজেকে প্লেন (সহজবোধ্য) বানাও, তবেই তো সাক্ষাৎকার হবে। এই প্ল্যান যদি মিটিংয়ে প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যায়, তবে সার্ভিস তোমাদের চরণে ঝুঁকবে। বাপদাদার এই আশা এখন তোমাদের পূরণ করতে হবে। আশা এখনো পূর্ণ হয়নি। মিটিং তো হয়েই যায়, আর বাপদাদার কাছে সবার চার্ট আছে, তাই না ! তোমাদের প্রতি শুধু রিগার্ড রাখতে বাপদাদা কোনো কিছু বলেননা। আচ্ছা - আজ বাপদাদা তোমাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন, তোমাদের চার্ট দেখাতে আসেননি।

(দাদীকে) তোমার সখী (দিদি) কোথায় ? গর্তে ? নিমিত্ত গর্তে আছে কিন্তু এখনও তিনি সেবা পরিক্রমায় আছেন। ঠিক যেমন সাকার স্বরূপে জগৎ অস্বার পরে তিনি ব্রহ্মাবাবার সাখী ছিলেন। একইভাবে এখনো অব্যক্ত ব্রহ্মার সাথে আছেন। সেবায় তিনি সাখীর পার্ট প্লে করছেন। কর্মেন্দ্রিয়ের বন্ধন নিমিত্তমাত্র আছে, কিন্তু সেবার বিশেষ বন্ধন আছে। যন্তু স্থাপনার কাজকর্ম প্রথমে বিশেষভাবে জগৎ অস্বা দেখাশোনা করতেন। জগৎ অস্বার পরে বিশেষ নিমিত্তরূপে এই আত্মার (দিদি) দায়িত্ব ছিলো। যদিও আরো সাখী ছিলেন, কিন্তু বিশেষভাবে স্টেজে সাকার ব্রহ্মা বাবার সাথে তাঁর পার্ট ছিলো। এখনও, ব্রহ্মাবাবা এবং দিদির নিজেদের মধ্যে রুহরিহান, মনোরঞ্জন এবং সেবার ভিন্ন ভিন্ন পার্ট চলতে থাকে। নতুন সৃষ্টির স্থাপনাতেও ব্রহ্মার সাথে একসাথে বিশেষভাবে অনন্য অনেক আত্মাদেরও পার্ট জোরদার চলছে। ঠিক যেমন সাকার দিদির সংস্কার, সেবার প্লানে রাখা হয়েছিল প্র্যাক্টিসে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য, একইভাবে, নতুন দুনিয়ার স্থাপনের কার্য হেতু নিমিত্ত হওয়া গ্রুপকে আরও তীব্রগতি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে সেই একই সংস্কারের পার্ট তিনি এখনও প্লে করে চলেছেন। মনে করতে পারো তোমরা, দিদির উচ্চারিত বিশেষ বাণী ? তাঁর বিশেষ বাণী কি ছিলো, অন্যদের মধ্যে উদ্যম-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য ? তিনি সবসময় বলতেন, নতুন কিছু করো। এখন কি ঘটছে ? বারবার তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা কি নতুনস্ব এনেছ ? এরকমভাবে ব্রহ্মাবাবার সাথে বারবার এই একই শব্দে রুহরিহান করতেন। তিনি অ্যাডভান্স পার্টের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আসতেন। এখনো পর্যন্ত তোমরা কি কি করেছে ? এখন কি হচ্ছে ? সেই সংস্কার প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসছেন। তিনি কাউকে অনর্থক বসতে দিতেন না। এখনো অ্যাডভান্স পার্টিকে স্টেজে নিয়ে আসার জন্য তিনি বাণ প্রস্তুত করছেন। তাঁর কন্ট্রোলার-এর সংস্কার ছিলো, তাই না ! এখন তিনি অ্যাডভান্স পার্টের কন্ট্রোলার। সেবার সংস্কার এখনো ইমার্জরূপে আছে। বুঝেছ তোমরা দিদি এখন কোথায় আছেন ? এখন তিনি বিশ্ব পরিক্রমণ করছেন। বাবা তোমাদের বলে দেবেন, তিনি কখন তাঁর সীট নেবেন ! এখন তিনিও তোমাদের সহযোগ দেওয়ার জন্য অনেক বড় বড় প্ল্যান বানাচ্ছেন। এখন বেশি সময় লাগবে না। আচ্ছা।

যারা সদা শ্রেষ্ঠ যোগী, সদা মহান তপস্যার প্রতিমূর্তি, যারা বাবাসম হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করিয়ে "আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি" , চতুর্দিকে এই প্রাপ্তির তরঙ্গ বইয়ে দেয়, এইরকম মহান তপস্যার প্রতিমূর্তি আত্মাদের, দেশ-বিদেশের স্নেহী বাচ্চাদের যারা সেবায় মগ্ন থাকে সেইসকল বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মিটিং গ্রুপের সাথে বাপদাদার আলাপালোচনা: -

মিটিং আগেই হয়ে গেছে । মিটিং হয় বিশ্বকে বাবার কাছে নিয়ে আসার জন্য, শুধু বার্তা দেওয়ার জন্য নয় । কাছে নিয়ে আসার সঙ্গে রঙে তারা রঞ্জিত হয়, তাই না ! তারা যত বাবার কাছে আসে ততই সঙ্গে রঙ লাগতে থাকে । যেখানে কিছু শুনতে হবে সেখানে কিছু শুনতে হয় কিছু ভুলতে হয় কিন্তু যারা কাছে চলে আসে, তারা বাবার কাছাকাছি থাকায় রুহানী সঙ্গে রঙে অনুরাগরঞ্জিত হয়ে থাকে । সুতরাং, এখন কি সেবা করতে হবে ? কাছে নিয়ে আসার । তোমাদের আগেই বার্তা দেওয়া হয়েছে । তোমরা মেসেজার হয়ে মেসেজ দেওয়ার পার্ট প্লে করেছ । কিন্তু এখন তোমাদের কি হতে হবে ? তোমরা সব শক্তিকে সদা কোন্ রূপে স্মরণ করে ? তোমরা সবাই শক্তিসেনা, তাই না ? শক্তিকে সদাসর্বদা মাতারূপে স্মরণ করা, পালনা নেওয়ার সঙ্কল্পের সাথে স্মরণ করে । মেসেজ তো অনেক দেওয়া হয়েছে এবং মেসেজ দেওয়ার জন্য অন্য অনেকে তৈরি হয়ে গেছে, সুতরাং, যারা পালনা দেবে তাদের এখন প্রয়োজন । যারা বিশেষ নিমিত্ত তাদের কাজ এখন প্রতি সেকেন্ড বাবার পালনায় থাকা এবং সবাইকে বাবার পালনা দেওয়া । যারা ছোট বাচ্চা তারা পালনায় থাকার কারণে কতো খুশিতে থাকে । যা কিছুই হোক তারা পালনাতেই খুশিতে থাকে । এইভাবে তোমরা সবাই সকল আত্মাদের ঈশ্বরীয় পালনায় থাকার অনুভব করাও । তাদের যেন উপলব্ধি হয়, তারা ঈশ্বরীয় পালনায় থেকেই চলছে, তোমরা তাদের প্রভু পালনার দৃষ্টি দিচ্ছ । সুতরাং, এখন পালনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে । তাহলে তোমরা পালনা দাও নাকি শুধুই মেসেজার ? আজকাল তো এমন অনেকেই আছে যারা নিজেদের মেসেজার বলে । মেসেজার হওয়া খুব কমন ব্যাপার ! কিন্তু যারা এখন এসেছে তাদের এমন অনুভব হোক যে তারা ঈশ্বরীয় পালনায় এসে গেছে । একেই বলা যায় আত্মাদের সঙ্কল্পে নিয়ে আসা ।

তোমরা সবাই তো অনন্য, অতি বিশেষ প্রিয়, তাই না ! অনন্য অর্থাৎ যা অন্য কেউ করতে পারেনা, কার্যতঃ সেটাই তারা করে দেখায় । যা সবাই করে তা যদি তুমিও করো, তবে সেটা তো কোনো বড় ব্যাপার নয় । পালনা দেওয়ার অর্থ হলো তাদের শক্তিশালী বানানো, তাদের সঙ্কল্প এবং শক্তি ইমার্জ করা এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্যম জাগিয়ে তোলা । সব বিষয়ে তাদের শক্তিরূপ বানাতে হবে । এই রূপের পালনা এখন অধিক প্রয়োজন । তারা চলছে, কিন্তু এখন তাদের জন্য অতি জরুরী শক্তিশালী আত্মা হয়ে চলা । যাতে নতুন কেউ এখানে এলে তাদের ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভূতি অবশ্যই হয় । বাণীর দ্বারা শক্তির অনুভূতি তো হচ্ছে, কিন্তু এখানে যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, তা অনুভব করাও । যখন তোমরা স্টেজে যাও, তখন তোমাদের স্মরণে থাকে যে, তোমাদের ভাষণ দিতে হবে, কিন্তু এখন এটা আরও বেশী করে মনে রাখতে হবে যে, ভাষণ নিমিত্ত, ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভব করাতে হবে । তোমাদের বাণী দ্বারাও তাদেরকে ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভূতি করাতে হবে । একেই বলা হয়ে থাকে ন্যারেপন অর্থাৎ পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া । যখন কেউ খুব ভালো স্পীচ দেয়, তোমরা সেই ব্যক্তিকে স্পীকাররূপে দেখ । এখন তোমাদেরকে ঈশ্বরীয় অলৌকিক আত্মারূপে তাদেরকে দেখতে দাও - তাদের এই উপলব্ধি করাতে হবে । এই উপলব্ধিই ঈশ্বরীয় বীজ বুনে দেয় । তখন সেই বীজ

থেকে যদি কারও এক সেকেন্ডের অনুভবও হয়ে থাকে, শেষ অবধি তার তোমাদের থেকে মেহনত নেওয়ার প্রয়োজন হয়না। যারা আসার সাথে সাথেই ঈশ্বরীয় বলক অনুভব করেছে তাদের আচার-আচরণ এবং সেবা করা তাদের থেকে আলাদা, যারা শুধু সবকিছু শুনে প্রভাবিত হয়েছে। যারা শুধু ভালোবাসা থেকে চালিত হয় তাদের আচরণও আলাদা। বিভিন্ন প্রকার, তাই না! সুতরাং, এখন সর্বাগ্রে নিজেকে সদা ঈশ্বরীয় পালনায় অনুভব করো, তবেই অন্যেরা এটা অনুভব করবে। তোমরা সেবাতে চলছ কিন্তু সেবাও পালনার রূপ। তোমরা ঈশ্বরীয় পালনায় চলছ। সেবা তোমাদের শক্তিশালী বানায়; সেটাও ঈশ্বরীয় পালনা, তাই না! কিন্তু এটা ইমার্জরুপে থাকতে দাও। এর জন্য তোমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত। অনন্য অর্থাৎ বাবাসম স্যাম্পল হওয়া। আচ্ছা -

বিদেশী বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ দিতে দিতে -

সব ডবল বিদেশী বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ শতগুনে রিটার্ন দিচ্ছেন। তোমরা বাবাকে যে সকল পত্র বা সমাচার লিখেছো, তার রিটার্নে পুরুষার্থ তীব্র করার জন্য তোমরা সব বাচ্চাদের অভিনন্দন। সাথে সাথে পুরুষার্থ করাকালীন কোনো সাইড সীন তোমাদের সামনে আসলে তখন তাতে ঘাবড়ে যেওনা। যে সাইড সীনই আসুক, সেগুলো স্মরণে খুশিতে নিরন্তর পার করতে করতে চলো। বিজয় বা সফলতা তোমাদের সবার জন্মসিদ্ধ অধিকার! সাইড সীন পার করো আর গন্তব্যে পৌঁছে যাও। অতএব, কোনও বড় বিষয়কে ছোট করার জন্য নিজে বড় থেকেও বড় স্টেজে স্থিত হয়ে যাও, তাহলেই অনেক বড় বিষয়ও নিজে থেকেই ছোট হয়ে যাবে। নীচু স্থিতিতে থেকে ওপরের জিনিস যদি দেখ তখন বড় লাগে। সুতরাং উঁচু স্থিতিতে স্থিত হলে বড় জিনিসও ছোট অনুভব হবে। যখনই কোনো পরিস্থিতি আসে অথবা যদি কোনরকম বিঘ্ন আসে তবে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে, উঁচু থেকেও উঁচু স্থিতিতে স্থিত হও। বাবার সাথে যদি বসে পড়ো তবে বাবার সপ্নের রঙ সহজেই লেগে যাবে। তোমরা তাঁর সাথও লাভ করবে। তখন তোমার উঁচু স্টেজের কারণে, সবকিছু অনেক ছোট অনুভব হবে, সুতরাং তোমরা ভয় পেয়োনা। নিরুৎসাহ হয়োনা, বরং নিরন্তর খুশির দোলায় দুলতে থাকলে সফলতা তোমার সামনে আসবে। সাফল্য লাভ হবে কি হবেনা সেই চিন্তাও করতে হবে না। বরঞ্চ সফলতা নিজেই তোমার সামনে আসবে। প্রকৃতি সফলতার হার (মালা) নিজেই পরাবে। পরিস্থিতি বদল হয়ে বিজয়মালা হয়ে যাবে। এইজন্য তোমরা সাহসী, তোমাদের উদ্যম আছে, তোমরা সদা প্রবল উৎসাহে থাকো। এইজন্য যখন কোনকিছু মাঝে-মাঝে ঘটে গেলে সেই ব্যাপারে চিন্তা করোনা। সময় বয়ে গেছে, পরিস্থিতির বদল হয়েছে, সুতরাং সেইসব সম্পর্কে ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্য যেভাবে সময় চলে গেছে সেইভাবে নিজের বুদ্ধিতেও যা হয়ে গেছে তা অতীত হয়ে থাকুক। যারা ভাবে যা হয়েছে তা হয়ে গেছে, তারা সদাই নিশ্চিত থাকে। সদাসর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে। যারা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে এবং সাহসী, তেমন বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষভাবে অমৃতবেলায় স্মরণ করেন এবং বিশেষ শক্তিও দেন। সেই সময়, যদি তুমি নিজেকে উপযুক্ত পাত্র মনে করে শক্তি নিতে পারো, তবে খুব ভালো অনুভব হবে।

(অমৃতবেলায় আলস্য আসে) খুশির পয়েন্ট তোমরা কম মনন চিন্তন করো! যদি সারাদিন মনন চলতে থাকে তাহলে অমৃতবেলায়ও সেই মনন করা সম্পদের ভান্ডার সামনে আসলে তোমরা খুশিও হবে আর অলসতাও আসবেনা। কিন্তু সারাদিন মনন কম হলে সেই সময় মনন করার চেষ্টা করলেও মনন চিন্তন করা যায়না কারণ তোমাদের বুদ্ধি ফ্রেশ থাকেনা। তখন না হয় মনন, না হয়

অনুভব, তখনই চলে আসে অলসতা । অমৃতবেলাকে শক্তিশালী বানানোর জন্য সারাদিন তোমরা যে শ্রীমৎ পাও, নিজেদের চালচলন সেই অনুসারে হওয়া অতি আবশ্যিক । অতএব, সারাদিন ধরে মনন করতে থাকো । জ্ঞানরত্ন দ্বারা নিরন্তর খেলতে থাকো তো সেই খুশির বিষয় স্মরণে আসায় ঘুম চলে যাবে এবং এমন খুশি অনুভব হবে যেন খুশির খনি খুলে গেছে । সুতরাং, যেখানে প্রাপ্তি হয় সেখানে নিদ্রা আসেনা । যেখানে প্রাপ্তি হয়না সেখানে নিদ্রা আসে বা ক্লান্তি থাকে অথবা অলস্য আসে । প্রাপ্তির অনুভবে থাকো, সারাদিনের মননের ওপরই তাঁর সাথে কানেকশন । আচ্ছা !

যারা স্মরণ-স্নেহের বার্তা পাঠিয়েছে, বাবা অবশ্যই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, কিন্তু এখন যারা দূরে বসে আছ, বাবা তাঁর সামনে তাদেরকে দেখতে দেখতে কথা বলছেন । তোমরা এখনো তাঁর সামনে আর পরেও সামনে থাকবে । বাবাকে তোমরা যে সমাচার পাঠিয়েছ, তার রেসপন্স তোমাদের প্রত্যেককে নামসহ স্মরণ-স্নেহ । সদা প্রবল উদ্যমে, তীব্র পুরুষার্থে থাকতে হবে এবং অন্যদেরও তীব্র পুরুষার্থের ভাইব্রেশন দিয়ে বায়ুমন্ডলকেই তীব্র পুরুষার্থের বানাতে হবে, পুরুষার্থ নয় 'তীব্র পুরুষার্থ' । তোমরা চলমানদের মধ্যে নও, বরং উড়ন্ত ! চলার সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং এখন ওড়ো আর উড়িয়ে নিয়ে চলো । আচ্ছা !

বরদানঃ - ভাগ্যের নতুন নতুন স্মৃতিসকল দ্বারা পুরুষার্থে নব নব অনুভবকারী সুস্থ মনের পরিচায়ক পরিচায়ক ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের লাস্ট জন্মে শারীরিকভাবে কেউ যতই দুর্বল বা অসুস্থ হোক, কিন্তু সবার মন সদা সুস্থ হবে । উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একে উড়তে দাও । পাওয়ারফুল মনের লক্ষণ হলো - সেকেন্ডে যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারে । এইজন্য সদা নিজের ভাগ্যের গীত গাইতে গাইতে উড়তে থাকো । অমৃতবেলায়, তোমার ভাগ্যের সাথে যুক্ত নতুন নতুন বিষয় স্মৃতিতে নিয়ে এসো । কখনো কোনো প্রাপ্তির কখনো অন্যকিছুর প্রাপ্তি । তাহলেই তোমার পুরুষার্থে আনন্দ আসবে ; বোর হবেনা, বরং নতুনত্বের অনুভব করবে ।

স্লোগানঃ - অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে সব কর্ম করলে তোমাদের অবিরত সফলতার প্রাপ্তি হতে থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- প্রকৃত শান্তির অনুভব করার জন্য এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাও, যখন চাও
এই শরীর রূপী বাজনা বাজাও আবার যখন চাও এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাও"

প্রশ্ন :- প্রেমের সাগর শিববাবার প্রেমের জাদু কি ?

উত্তর :- প্রেমের সাগর শিববাবা বাচ্চাদের প্রেমের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে নিজের সমান অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় বানিয়ে দেন। তাঁর প্রেমের জাদু হলো যে তোমরা পূজ্য লক্ষ্মী - নারায়ণ তুল্য হয়ে যাও, যাঁদের এক ঝলক দর্শনের জন্য আজও মানুষের ভীড় লেগে যায়। বাবা এসেছেনই বাচ্চাদের মানুষ থেকে দেবতা, পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে।

গীত :--- তুমি প্রেমের সাগর.....

ওম শান্তি । এই সময় তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো অর্থাৎ আত্মার চোখ খুলে গেছে । ত্রিনেত্রী তো বলা হয় তাই না, একে ত্রিজরীর কথাও বলা হয় । বাস্তবে একটাই নাম "রাজযোগ", রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য । যিনি এই রাজত্ব প্রাপ্ত করার তাঁর সঙ্গে আর সেই রাজধানীর সঙ্গে যোগ --- এর অক্ষরই হলো "মনমনাভব" আর "মধ্যাজীভব"। আমাকে স্মরণ করো আর নিজের স্বরূপকে স্মরণ করো । বাবা কোনো সংস্কৃত ভাষাতে গীতা শোনান নি। বাচ্চারা জানে যে বাবা কি বোঝান আর শাস্ত্রে কি আছে । বাবা তো অবশ্যই প্রেমের সাগর, তাই তো প্রিয়র থেকেও প্রিয় বস্তুকে স্মরণ করা হয় । বাবাও জানেন, আমি গিয়ে বাচ্চাদের সাদা সুখী করি । এই দাদা তো খুব সুখী ছিলেন, এনার কোনো দুঃখ ছিলো না । ইনি কিন্তু জানতেন না যে, বাবা এসে কি সুখ দেন । এখন তোমরা অনুভাবী হচ্ছে । বাবা এসে তোমাদের সदा সুখী, সदा শান্ত বানান । সুখ আসে সম্পত্তির কারণে । বাবা এসেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা দেন । কোনো ধনবান মানুষও তার সন্তানদের বর্ষা দেন, সুখী করেন । তিনি কিন্তু শান্তি দিতে পারেন না । শান্তি তো সকলেই চায় । সন্ন্যাসীরাও বলেন, মনের শান্তি চাই কেননা মন এবং বুদ্ধি তো আত্মার ভিতরেই থাকে । তাই বলে মনের শান্তি কিভাবে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- জিজ্ঞেস করো, আত্মাকে অশান্ত কে করেছে ? ওরা তো বলে দেয় যে, আত্মা দুঃখ - সুখ থেকে পৃথক, অভোক্তা এবং অচিন্তক । তারা এই কথা জানে না যে মন - বুদ্ধি হলো আত্মার অরগ্যাক্স । বাবা বোঝান যে, মায়া তোমাদের অশান্ত করে । আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত । বাকি এই সব হলো অরগ্যাক্স । কিন্তু তোমরা শান্তিতে কতক্ষণ বসে থাকবে । সন্ন্যাসীদের তো হলো হঠযোগ । তারা মাটির ভিতর গর্তে ঢুকে যায় । এখানে তো বাবা সহজ রীতিতে জ্ঞান দেন । এ তো কর্মযোগ । এমনিতে তোমরা রাতেও শান্তি পাও । আচ্ছা, এ তো আমাদের হাতেই আছে যে, আমরা এই অরগ্যাক্সকে কাজে ব্যবহার করবো কি না করবো । আমি এই শরীর রূপী বাজনা বাজাচ্ছি না । নিজেকে পৃথক মনে করো, এতে চোখ বন্ধ করার কোনো দরকার নেই । আত্মা এই চোখের দ্বারা দেখতে থাকে । আত্মা এই চোখ পেয়েছে দেখার জন্য । বাকি আমি মুখের দ্বারা কোনো কাজ করি না । এমনিই বসে যাই । কিন্তু কেবল বসলেই লাভ হয় না । লাভ হলো বাবাকে স্মরণ করাতে । যতক্ষণ না সর্বশক্তিমানের সঙ্গে যোগ লাগছে ততক্ষণ কোনো লাভই হবে না । যোগকেই অগ্নি বলা হয় । একে যুদ্ধের ময়দানও বলা হয় । মায়ার উপর জয়লাভ করার ময়দান । যোগের দ্বারা তোমাদের আয়ুও বৃদ্ধি পায় । বিকর্মেরও বিনাশ হয় । খুব আনন্দও হয় ।

আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে চলে যাবো । এ তো নাটক, তবুও বাবা প্রতিটা কথা বুঝিয়ে বলেন । বাবাকে স্মরণ করতে থাকো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সেবাও করতে হবে কেননা তোমরা তো হঠযোগী নও । তোমরা এই শরীর পেয়েছো সেবাকাজ করার জন্য ।

তোমরা জানো যে, আত্মারা প্রথমে সতোগ্রধান থাকে । তারপর সত্যো, রজো এবং তমো অবস্থায় আসে । এখন শুরু থেকে সকলেই তমোগ্রধান । কোনো কোনো ভালো আত্মার নাম উজ্জ্বল হয় । কিন্তু পরের দিকের আত্মাদের শক্তি কম হয় । প্রথম দিকের আত্মাদের অনেক শক্তি থাকে । বেহদের বাবা হলেন প্রেমের সাগর । তিনি কতো আকর্ষণ করেন । দেখো, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কতো আকর্ষণ করেন । তাঁদের এতো মিষ্টি কে তৈরী করেছেন ? কেউই তা জানে না । যাঁরা নিজেরা পূজ্য ছিলো ,তারাও এখন পূজারী হয়েছে । তোমাদের মাঝে - বাবা, তাঁরাও জানতেন না । এখন জানার ফলে জেগে উঠেছেন । আহা ! আমরাই সেই দেবতা । ভগবান বসে আমাদের জাগিয়ে তোলেন । তিনি আমাদের মায়া জয় করার উপায় বলে দেন । বাকি অন্য কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি নেই । মানুষ এও জানে না যে মায়া কাকে বলা হয় । তারা সম্পূর্ণ অবুঝ । তারা এমন পাথর বুদ্ধির হয়েছে তাই তো বাবা এসে তাদের পরশ পাথর করে তোলেন । লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো অতি প্রিয় । এই সময় সকলেই হলো তমোগ্রধান । পরমাত্মাকে না জানার কারণে নুড়ি - পাথরকে স্মরণ করতে থাকে । তারা ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও জানে না । তাঁরা হলেন সুক্ষ্ম বতনবাসী । লক্ষ্মী - নারায়ণ আদিদের দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ বলা হবে । কৃষ্ণ সত্য যুগে দৈবী গুণ সম্পন্ন ছিলেন । কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে, দোলনায় দোলায় । কৃষ্ণ যদি পরে দ্বাপরে এসে থাকে তাহলে রামকে ঝোলানো উচিত । কিন্তু রামকে কখনোই এমনভাবে দোলানো হয় না । তোমরা জানো যে, আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে আসে । কোনো দেবী হয় না । আত্মা সবথেকে তীর গতিতে দৌড়তে পারে । আত্মার এক সেকেন্ডও লাগে না, এর থেকে তীর রুহানী রকেট আর কিছুই হয় না । বাকি সবই হলো লৌকিক জিনিস ।

তুমি হলে প্রেমের সাগর । এ একের মহিমা সম্বন্ধে গাওয়া হয় । অবশ্যই তিনি কিছু করেছিলেন, তাই তো তাঁর এমন মহিমা করা হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, শিববাবা হলেন প্রেমের সাগর । বাবার প্রেমের কি জাদু তিনি শিক্ষা দিয়ে এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ তুল্য বানিয়ে দেন । তাঁরাও কতো সুন্দর, তাঁদের এক ঝলক দেখার জন্য কতো মানুষ যায় । শ্রীনাথ দ্বারা এক ঝলক দর্শনের জন্য লাঠির আঘাতও সহ্য করে । কতো ভীড় হয় সেখানে । বাবা বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের এতটাই মিষ্টি, এতটাই প্রিয় বানাই । তোমরাই সেই দেবী - দেবতা ছিলে । আমিই সেই ---সেই আমি --- - এমন কথা তো বলা হয় । বাস্তবে হলো -- সেই আমি ---- আমিই সে । আমরাই সেই বাবার সন্তান, আমরাই সেই দেবী - দেবতা ছিলাম আবার আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছি । বাকি আত্মাই পরমাত্মা বা পরমাত্মাই আত্মা, এমন কোনো কথা নেই । আমরাই সেই আত্মা যাঁরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলাম, তারপর আমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । আমরাই সেই দেবতা ছিলাম, তারপর দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো, তারপর আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছিলাম, তারপর বৈশ্য হয়েছি, আরো দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো, একেই বলা হয় স্বদর্শন । এক সেকেন্ড সময় লাগে এই চক্র ঘোরাতে । এখন আমরা আবার ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি --- এই নেশা চড়তে থাকা উচিত, এই কারণেই গাওয়া হয় -- অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞেস করতে হলে গোপী বল্লভের গোপ - গোপীদের জিজ্ঞেস করো । এখন আমরা আবার এসে বাবার হয়েছি । আমরাই আবার দেবতা হবো । আমরাই রাতে ছিলাম আমরাই আবার এখন দিনে আছি । গায়নও আছে -- জ্ঞান অঞ্জন সঙ্কর দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ

হয়েছে -----। আমরা সম্পূর্ণ তমোপ্রধান ছিলাম, এখন বাবা আমাদের কি বানাচ্ছেন ---- তিনি কতো শখ করে আমাদের পালন করেন। বাবাকে অনেক মন্দ কথাও শুনতে হয়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন ---- এও ড্রামা। কিছুই নতুন নয়। যুদ্ধের ময়দানে তো অবশ্যই পরিশ্রম করতে হয়। এমন নয় যে পরিশ্রম ছাড়াই রাজত্ব পাওয়া যাবে। স্টুডেন্ট থোড়াই এমন বলবে যে -- মাস্টার জী আশীর্বাদ করো। ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে। এ হলো গডলী কলেজ। ভগবান উবাচঃ হলো - বাম্বারা, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই, এর অর্থও কেউ বুঝতে পারে না। বেহদের বাবা বাম্বাদের এই বিশ্বের মালিক বানান। রাজধানী হবে এই যমুনা নদীর কণ্ঠে দিল্লীতে। এই রাজধানী অনেকের হাতেই এসেছে। এখন তো ইট - কাঠ পাথরের দিল্লী। এরপর তো সোনার দিল্লী হবে। বাকি এমন নয় যে সোনার দ্বারকা নীচে চলে গিয়েছিলো তারপর আবার বেরিয়ে এসেছে। লক্ষা অন্য কোথাও নেই, এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো লক্ষা। এখন রাবণ রাজত্ব চলছে। সমস্ত সজনী এখন শোক বাটিকাতে বসে আছে। ওখানে থাকে অশোক বাটিকা। এখানে তো প্রতি পদে শোক এবং দুঃখ। বাবা এসে তোমাদের খুব মিষ্টি স্বভাবের করেন। তিনি বলেন -- মিষ্টি - মিষ্টি বাম্বারা কখনোই কাউকে দুঃখ দিও না। সুখ - শান্তির দাতা হলেন একমাত্র বাবাই। বাবা এসে তোমাদের সুখ - শান্তির বর্ষা দেন, তাই অবশ্যই তাঁর শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত। কাজ - কারবার করেও যতটা সময় পাও বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের পবিত্রতার শক্তি চাই, যাতে তোমরা নিরোগী কায়া পাবে। ভারতের প্রাচীন যোগের অনেক মহিমা। যখন সময় আসে তখন বাবা নিজে এসে এই জ্ঞান দেন। মানুষ তো এই জ্ঞান দিতে পারে না। এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা বাইরে যান এবং বলেন, ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাতে এসেছি। তাঁরা কিন্তু কোনো রাজযোগ শেখান না। এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ। ভারতের প্রাচীন যোগ হলো রাজযোগ। বাবা বলেন, আমি আসিই কল্পের এই সঙ্গম যুগে। ওরা সঙ্গম যুগ অক্ষর বাদ দিয়ে যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে। বাবা বোঝান, সত্য যুগ আর ত্রেতার যে সঙ্গম হয়, তাতে দুই কলা কম হয়ে যায়। কলিযুগেতো প্রায় সমস্ত কলাই শেষ হয়ে যায়। তোমরা দেবতা বর্ণ ----- ঋত্রিয় বর্ণ ---- এই সমস্ত বর্ণে আসো। তোমরা বাম্বারা যথার্থ রীতিতে বোঝো যে হলো সম্পূর্ণ এক খেলা। এ ভারতের উপরই হার - জিতের খেলা। মায়া তোমাদের হারিয়ে দেন আর বাবা এসে জয়লাভ করান। এ কেউই বোঝে না যে মায়া তোমাদের অশান্ত করেছে। এখন বাবা বলছেন, তোমরা শান্তির হার হারিয়ে ফেলেছো। এখন আবার সেই শান্তির হার আমি তোমাদের পরিয়ে দিচ্ছি, যাতে তোমরা চির শান্ত হয়ে যাও। এই স্বদর্শন চক্র ঘোরানো দরকার। বাইরে যদি শত্রু বাজাও তাহলে রাজা - রানী হয়ে যাবে। আর কিছুই তোমাদের করতে হবে না। এ অতি সহজ। আমরা বাবার পরিচয় পেয়েছি, বাবা আমাদের স্বর্গের রচয়িতা। বরাবর আমরাই এই স্বর্গের মালিক ছিলাম। আবার এখন বাবা এসেছেন আমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে। বাবা, এখন আমি আপনার, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়ার কারণে মানুষ বলে ---- আমার তো এক গিরিধারী গোপাল, দ্বিতীয় আর কেউ নেই ---- তারা মনে করে, কৃষ্ণই ভগবান। সবই হলো এক। ভগবানকে না জানার কারণে মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে। এখন তোমরা বাবাকে জানার কারণে আস্তিক হয়ে গেছো। ও হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। বিপরীত বুদ্ধির অর্থ পরমাত্মার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক নেই। বাবা হলেন প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর, সুখের সাগর ---- তাঁর অনেক মহিমা। এমন নয় যে এই ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর সবাই এক ভগবান। নারায়ণও ভগবান আবার রামও ভগবান। একদিকে মানুষ পরমাত্মাকে নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে দেয় আবার অন্যদিকে নুড়ি - পাথরেও বলে দেয়। এখন তোমরা বাবাকে জেনে বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার পুরুষার্থ করছো।

এই যে সব বাড়ী ইত্যাদি শিব বাবা বানাচ্ছেন, সব বাচ্চারা তোমাদের জন্য কেননা এখানে বাচ্চারা তোমাদের পড়তে হবে। ভ্রমণ শেষ করে যখন ঘরের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় তখন মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন আমরা ঘরে এসে পৌঁছেছি। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশী হবে। সাক্ষাৎকার করিয়ে বাবা তোমাদের আনন্দ দেবে কেননা সেই সময় অনেক হাস্যময় হবে। তাই এই সময় বাবার সঙ্গে থাকলে সাক্ষাৎকার হওয়া খুব সহজ হবে। যোগে বসে তোমরা অনেক সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। খুশিতে তোমরা নৃত্য করবে। বাকি সবাই শরীর ছেড়ে চলে যাবে। নাটকে এ হলো রক্তের খেলা। তোমাদের সঙ্গে কারোর কোনো যুদ্ধ নয়। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখবে কিন্তু তারজন্য সাহসের প্রয়োজন। দুর্বলরা তো টিকতে পারবে না। দুনিয়াতে যত বেশী দুঃখ আসবে ততই বাবা তোমাদের আনন্দে রাখার জন্য সুখ দেবে। তোমাদের বসে বসে অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। এতো বাচ্চা, শিববাবার ভাণ্ডার তো অবশ্যই ভরপুর হবে। বাচ্চাদের দ্বারাই সবকিছু হয়। কারোর কাছে সাতজন সন্তান থাকলে কেউ গরীব কেউ আবার বিত্তবান হয়। তারা তো সবাই সন্তান। ইনি তো অনেক বড় বাবা। এনার হলো বেহদের ঘর। এই মাতা - পিতা আছেন, তবুও বাচ্চারা তোমাদের সামলানোর জন্য জগদম্বাকে নিমিত্ত রাখা হয়েছে। কুমারী মাস্কার মধ্যে জ্ঞান আর যোগের শক্তি ভরপুর ছিলো। বাবাও যোগে থাকতেন। মুরলী চলতে থাকে। এমন তো মনে করো না যে, কেবল শিববাবাই মুরলী চালান। এই আত্মা কি অজ্ঞানী? তোমরা যদি মনে করো যে ইনি অজ্ঞানী তো শিববাবাই যখন মুরলী চালায় তখন তাঁকে স্মরণ করা তো খুব ভালো। সবসময় মনে রাখবে, এনার মধ্যে শিববাবা এসে আমাদের পড়ান। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে সর্বদাই সুরক্ষিত থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমিই সে, সে-ই আমি ---এই স্মৃতিতে থেকে স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে রুহানী নেশায় থাকতে হবে। বাবার সমান অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় হতে হবে।

২) সর্বদা সুরক্ষিত থাকার জন্য এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কেবল শান্তিতে বসে থাকলে হবে না। সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করে শক্তিও নিতে হবে।

বরদান :- নিজের শুভ এবং শক্তিশালী ভাবনার দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণকারী হও

বাচ্চারা, তোমাদের মনে সবসময় এই শুভ ভাবনা আছে যে, সকলের কল্যাণ হোক। প্রত্যেক আত্মা যেন অনেক জন্মের জন্য সুখী হয়ে যায়, প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যায়। তোমাদের এই শুভ এবং শক্তিশালী ভাবনার ফল বিশ্বের আত্মাদের পরিবর্তন করছে, ভবিষ্যতে প্রকৃতি সমেত সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে কেননা তোমাদের সঙ্গম যুগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করার বরদান রয়েছে, তাই যে সমস্ত আত্মারা তোমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে আসে তারা সেই সময়ই শান্তি এবং স্নেহের ফলের অনুভব করে।

স্লোগান :- ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যদি নির্ণয় করো তাহলে প্রতি কর্মে সাফল্য অর্জন করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সুপুত্র হয়ে শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে মাতা পিতার আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাও,
আশীর্বাদ নিতে কখনও ভুলোনা"

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের কোন্‌ শুভ পথটি বলে দেন, যার ঠিকানা কোনও মানুষ দিতে পারেনা ?

উত্তর :- পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার শুভ পথটি একমাত্র বাবা-ই বলতে পারেন। এই পথ কারো জানা নেই। যদি কোনও আত্মার জানা থাকত তবে দুঃখ এলেই আত্মা তৎক্ষণাৎ সেখানে পালিয়ে যেত। বাবা তোমাদের পথ বলে দেন - বাচ্চারা, দেহ সহ সবকিছু ভুলে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো, এর দ্বারা-ই পবিত্র হবে ।

গীত :- লহ মাতা পিতার আশীর্বাদ

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনল। আমরা তো মাতা পিতাকে পতিত-পাবন বলেই থাকি। বাচ্চারা জানে যে জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা নামাতে হবে, কিভাবে ? শুধু মাতা পিতাকে স্মরণ করলেই তা হবে। শিববাবাকে-ই ডাকা হয়। উচ্চ থেকে উচ্চ জ্ঞান বাবা-ই বুঝিয়ে দেন। বাচ্চারা বর্ষা প্রাপ্ত করে বাবার কাছে। কিন্তু যতক্ষণ অ্যাডপ্ট না করছে, মুখ বংশী না হচ্ছে ততক্ষণ সন্তান রূপে পরিচয় দেবে কিকরে। ভক্তি মার্গের ভক্তরা তো কেবল গীত গায়, তোমরা এখানে সম্মুখে বসে আছ। বাবা বলেন এখন আমি এসেছি তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের বোঝা কমানোর উপায় বলে দিতে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চালিত করতে। ব্রহ্মাবাবা বলেননা, শিববাবা বলেন - আমার প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, বুঝতে পারে বরাবর পতিত-পাবন বাবা-ই পাপের বোঝা নামাবার পথ বা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দেন। যেমন সুভাষ মার্গ নাম রাখে না ! এটা হল পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মার্গ। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের মার্গ বলে দিতে এসেছি। মানুষ ডাকে - হে পতিত পাবন এসো, এসে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পথ বলে দাও । তোমাদের এখন সেই পথ কে বলে দিচ্ছেন ? অতি প্রিয় বাবা (most beloved father) । সাধু সন্ন্যাসীগণ সাধনা করে মুক্তিতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যেতে পারেনা । যখন দুনিয়া পতিত হয় তখন পবিত্র দুনিয়ার পথ বলে দিতে বাবাকেই আসতে হয়। কোনও মানুষ মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে পারেনা। তাই শ্রীমৎ অনুযায়ী চলা উচিত। সব সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। "সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যজ্য, মামেকম্ স্মরণং ব্রজ" - দেহের যেসব ধর্ম্ম আছে, সব ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি অমুক, এইসব আমার সম্পত্তি ... এইসব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভাবো আর নিরন্তর পুরুষার্থ করো, আমাকে স্মরণ করো। আমি শুভ পথের ঠিকানা বলি। এইরূপ শুভ পথ আর অন্য নেই। এখন এই দুঃখের নাটক পূর্ণ হচ্ছে। এখনও এই দুঃখের পার্ট প্লে করতে চাও নাকি ? তাহলে আরও দুঃখী হবে। এখানে কোনো মানুষ সুখী নয়। অকালে মৃত্যু ইত্যাদি কত দুঃখের কথা। কেউ ব্যতিক্রম হলে দীর্ঘায়ু হয় , বাকিরা তো রুগী হয়ে যায়।

বাবা বলেন আমি গাইড হয়ে এসেছি। এখন মাতা পিতাকে স্মরণ করো। শ্রীমৎ অনুযায়ী চললে তোমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত কর ফলে তোমরা সবাই ভাগ্যবান হয়ে যাও। বাবা বলেন তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চাও। বেহদের বাবার কাছে বিশ্বের মালিকানা অধিকার প্রাপ্ত করা কোনো কম কথা

নয়। টাকা পয়সার জন্যে কতরকমের ঠগবাজি করে। এখানে সেরকম কোনো কথা নেই। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে সদাকালের জন্যে নিরোগী হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্যে বিশাল অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা প্রদান করেন ! এমন পিতার কাছে ভক্তি মার্গেও প্রতিজ্ঞা করেছে। তোমার কাছে সমর্পিত হব, বর্ষা প্রাপ্ত করব। এখন তোমরা জানো - আমরা নিজের অতি প্রিয় বাবার কাছে বসে আছি। বাবা হলেন নিরাকার, নিরহংকারী গায়ন আছে। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ পিতা। যখন ভক্তি পূর্ণ হয় তখন ভক্তি মার্গের ফল প্রদান করতে আমি আসি। একথাও বলেন - করা হল প্রকৃত সত্য ভক্ত ! যারা সর্ব প্রথম পূজনীয় ছিল , ভগবান ভগবতী ছিল, তারপরে উপর থেকে নীচে এসেছে, সত্যো-রজো-তমো স্টেজে এসে একেবারেই জর্জরিত অবস্থা হয়েছে। তোমরা জানো আমরা বিশ্বের সেই মালিক ছিলাম। ভারতের খুব মহিমা রয়েছে তাই ভারতকে সবাই সাহায্য করে। জানে যে ভারত প্রথমে বিত্তবান ছিল। এখন দরিদ্র হয়েছে তাই সবার করুণা হয়। ভারতকে দরিদ্র ভেবে সাহায্য করে। কেউ ধনবান কখনও গরিব হয়ে গেলে তাকে দান করতে সবার মন চায়। বাবা বলেন ভারতবাসী কত বিভ্রান্তি তে আছে। শিব জয়ন্তী পালন করে অথচ জানেনা যে শিব কবে এসেছিলেন, কি করে গেছেন। নিশ্চয়ই বাবার বর্ষা নিয়ে এসেছিলেন। স্বর্গের মালিক করেছিলেন। বলেন আমি বাচ্চাদের সদা সুখী করে, সিংহাসন প্রদান করে বানপ্রস্থে ফিরে যাই। আমি কোনো ইচ্ছা রাখিনা। বিশ্বের রাজত্ব পাওয়ার জন্যে আমি মালিক হই না। এমন বিলাভেড অর্থাৎ অতি প্রিয় বাবাকে কিভাবে স্মরণে রাখা উচিত। হাত ধরার কথা নয়। বুদ্ধিতে ধরে রাখার কথা। সবাইকে নিজের গৃহস্থে থাকতেও হবে। সন্তানের পালনাও করতে হবে। এই হল বেহদের সল্লাস। দেহ সহ সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে হবে। এখানে প্রত্যেকটি বস্তু হল জর্জরিত , তমোপ্রধান। দুঃখদায়ী। তত্ত্বও দুঃখ দেয়। বৃষ্টি না হলে খরা, অতি বৃষ্টিতে বন্যা হয়। সেখানে তো তত্ত্ব ইত্যাদি সবই তোমাদের আদেশ অনুযায়ী চলবে। পাঁচ তত্ত্ব তোমাদের অবজ্ঞা করবেনা।

এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে আশীর্বাদ নিচ্ছ। আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে শ্রীমতের আধারে। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী সহযোগী হও তারপরে বাবাকে স্মরণ করো। থাকবে কিন্তু পদ্ম ফুলের মতন। শুধু স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করবে। বাবা বলেন তোমরা কেবল পবিত্র হও। এমন নয় যে সবাই পবিত্রতার আঙ্গুল দিয়ে সহযোগ করবে। যারা কল্প পূর্বে শ্রীমৎ অনুযায়ী বাবার সহযোগী হয়েছিল , তারাই হবে। এই কথায় গর্ব বোধ করা উচিত আমরা পরম পিতা পরমাত্মার রাইট হ্যান্ড হয়েছি ! রাইট হ্যান্ড হলেই সম্পূর্ণ রাইটিয়াস হয়ে যাবে। বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাবে। এই হল খুবই সহজ। এতে কোনোরকম হঠ যোগ ইত্যাদি করানো হয়না। নাটক পূর্ণ হয়েছে , ৮৪ জন্মের পার্ট পূর্ণ হয়েছে। এখন এই ময়লা কাপড় ত্যাগ করতে হবে। আমায় স্মরণ করতে করতে শান্তিধামে এসে যাবে। প্রথমে ওখানে বাস করবে তারপরে তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পাঠানো হবে। সঠিকভাবে আমরা আত্মারা পরম ধাম থেকেই আসি। ঐ সুইট হোমকে সবাই ভুলে গেছে। মানুষ কাশী কলবট গ্রহণ করে । ভাবে এখানে অনেক দুঃখ আছে, আমরা যাই শিবের কাছে। কিন্তু শিববাবার কাছে পৌঁছাতে পারেনা। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদের পড়ানো হয়। তোমরা উপার্জন কর। প্রথমে বাবার সন্তান হও। বাবা পড়ানো আরম্ভ করেন তারপরে ফিরিয়ে নিয়ে যান তারপরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো নিশ্চয়ই এখানেই চাই তাইনা। তাহলে তোমরা বোঝাতে পারো - আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী। ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। শিববাবা হলেন আমাদের পিতামহ। পিতামহের কাছে বর্ষা প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাঁর কাছেই স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত হবে তাই বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। ওঁনার কাছে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে।

আজ্ঞাকারী বাচ্চারা আশীর্বাদ প্রাপ্তির অধিকারী হয়। বাবা বলেন কুপুত্র নয় বরং সুপুত্র হও। বাবার হাত পুরোপুরি ধরো। তোমাদের খুব সহজ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সব আত্মারা উড়ে যাওয়ার জন্যে পাখা পেয়ে যায়। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই উড়ে যাওয়ার পাখা প্রাপ্ত করবে। যারা দন্ড ভোগ করবে তারা যদিও উঁচু পদ প্রাপ্ত করবেনা। শ্রীমৎ অনুযায়ী চল তাহলে দন্ড ভোগ করতে হবেনা। অনার্স নিয়ে পাস করার জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। মাঙ্গা-বাবার থেকেও উঁচু পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা বার বার বলেন - বাচ্চারা বাবার প্রতি অভিমান বশতঃ মুখ ফিরিয়ে নেবেনা। কেউ সেন্টার স্থাপন করে, অনেক সেবাও করে, কেউ আবার চলতে চলতে অভিমানে ছেড়ে দেয়, সম্পূর্ণ তো কেউ নয়। কিছু না কিছু লেগেই আছে। কিন্তু কখনও বাবা সঙ্গ ছাড়বেনা। বাবা, আমরা হলাম আপনার, আপনার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। গৃহস্থে থেকে সবকিছু সামলাতেও হবে। এইটি কোনো ওরকম সন্ন্যাস নয়। তোমরা সন্তানের রচনা করেছ তো তাদের পালন করতেও হবে। তাদের মধ্যেও কুসন্তান ও সুসন্তান দুইই হয়। কুসন্তান সকলকে দুঃখ দেবে। বাবা বলেন তোমরা সবাইকে পারলৌকিক পিতার পরিচয় দাও। বলা - ও গড ফাদার যে বলছ, তাহলে সর্বব্যাপী হবেন কি করে? বলাও হয় পতিত পাবন, গড ফাদার অর্থাৎ নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়া আছে, পবিত্র দুনিয়াও আছে। সকল আত্মাদের পিতা হলেন একমাত্র তিনি। এখন তোমরা জানো যে আমরা সেই পিতার সম্মুখেই বসে আছি যিনি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করেন, আশীর্বাদ দেন - চিরায়ু হও। সেখানে তোমাদের কাল গ্রাস করতে পারেনা। তাই বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো। সবাইকে সুখ দাও। বাবা এসেছেন সবাইকে সুখী করতে। সুখ ও শান্তি দুইয়ের বর্সা প্রদান করেন। সেখানে তো মায়া নেই, তাহলে দুঃখ আসবে কোথা থেকে? এখানে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। বাবা এসেছেন - সুখধাম ও শান্তিধামের মালিক করে দিতে। তার জন্যে তোমরা পড়াশোনা করছ। বাবা সব ব্যবস্থা রেখেছেন। সবকিছুই তো হল বাচ্চাদের। বাবা বলেন আমি তোমাদের সার্ভেন্ট। বাচ্চারা বলে - শিববাবা, আমাদের নামে একটা বাড়ি তৈরি করবেন। আচ্ছা, যথা হুকুম। বাবাও বলেন যথা আজ্ঞা বাচ্চাদের। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের জন্যেই তৈরি করছেন। সবকিছু শিববাবা-ই করেন। চিঠি যদি লেখ তবে লিখবে শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। এই অভ্যাস হওয়া উচিত। শিববাবাকে স্মরণ করলে কত পাপ বিনষ্ট হয়। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। কত সহজ তাইনা। নামই হল সহজ রাজ যোগ এবং সহজ জ্ঞান। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল... সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন। এও হল সেকেন্ডের কথা। এবার ভারতবাসীদের উপরে রাহুর দশা পরিবর্তিত হয়ে বৃহস্পতির দশা লাগছে।

বাবা বলেন বাচ্চারা আশীর্বাদ নাও তাহলে তোমাদের পাপের বোঝা কমবে। মামেকম্ স্মরণ করার অভ্যাস কর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বাবা বলেন আমি অতি প্রিয় (most beloved) পিতা, আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের কেমন বর্সা প্রদান করি! সুতরাং মাতা পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার যোগ্য হতে হবে। ব্রহ্মাও লৌকিক পিতার অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছেন। পিতার অনেক সেবা করেছেন। শেষ সময় যখন বললেন কাশী নিবাস করাও তখন বললেন আচ্ছা বাবা চলুন। সেখানে চাকর বাকরের ব্যবস্থা করে বাস করিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। পিতার আশীর্বাদ পেলেন। সকলের সেবা করেছিলেন তাই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। মাতা পিতার আশীর্বাদ এগিয়ে নিয়ে চলে। এক হল বেহদের কথা তাই সুপুত্র সন্তান রূপে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে। সুতরাং শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো এবং সবাইকে পথ বলে দাও। ভারতবাসী স্বর্গের মালিক ছিলেন।

এখন বাবা এসেছেন বর্ষা দিতে। বলেন শুধুমাত্র আমি পিতা আমায় স্মরণ কর , অন্য কোনো নাম রূপে আকৃষ্ট হবেনা। দেহী অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জীবন নৌকো পার হয়ে যাবে। তুমি মাতা পিতা আমরা সন্তান তোমার এখন সেই মাতা পিতা সামনে বসে আছেন। বাবা আপনি কল্প পূর্বেও এসেছিলেন । কল্প কল্প বাবা আসেন। এই কথা আমরা জানি অন্য কেউ জানেনা। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনেছ। এখন বাবার আশীর্বাদ নিতে ভুলোনা। এই হল পরম শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বের মালিক করে নিজে নির্বাণধামে বিরাজ করেন। তিনি নিজে এই সৃষ্টির সুখ ভোগ করেননা। আচ্ছা ! বাবা বলেন বিস্মৃত ভাবে আর কি বলি। অল্প কথায় এইটুকু বুঝে নাও - তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও। গিঁট বাঁধো। মানুষ কোনো কথা গিঁট বাঁধলে ভোলেনা। ঠিক এই কথাটিও ভুলোনা।

যারা সেন্টার খোলে তারা কত আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ! স্বর্গের স্থাপন কর্তাকে সবাই কত স্মরণ করে। ও গড ফাদার, দয়া করো। তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা, শান্তি দাতা। বাবা কিরকম বসে বাচ্চাদের সেবা করেন। কত উঁচু থেকে উঁচু স্থান প্রদান করেন। কেউ জানতে পারেনা যে বাবা এদের কিরূপে পরিণত করেন। বাবা বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত হয়েছেন, খুব নিরহংকারী, বাচ্চারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের আছে তবু বলেন ভবিষ্যৎ এইরকম। বাবা বলেন আমার এক্ট হবহ কল্প পূর্বের মতনই চলে। গান্ধী, নেহরু সবাই চাইতেন ওয়ান আলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট হোক। এখন এই কাজ বাবা করছেন। ধীরে ধীরে সবাই জানবে। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। কর্মজীবীত অবস্থা হলে এই শরীর থাকবেনা। যারা পরে আসবে তাদের খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে যদিও পরের দিকে যারা আসে তারা খুব তীক্ষ্ণ হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমং অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভাবে চলে বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে সম্পূর্ণ রাইটিয়াস হতে হবে। বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

২) মাতা পিতার আশীর্বাদ এগিয়ে নিয়ে যায় তাই আঙ্গাকারী হয়ে আশীর্বাদ নিতে হবে। বাবার মতন নিরহংকারী হতে হবে।

বরদান :- একান্ত স্থিতি এবং একাগ্রতার অ্যাটেনশন দ্বারা তীব্র বেগে সূক্ষ্ম সেবাকারী প্রকৃত সেবানায়ী হও

ব্যাখ্যা: দূরে বসে বেহদ বিশ্বের আত্মাদের সেবা করার জন্যে মন ও বুদ্ধি সর্বদা ফ্রী চাই। ছোট ছোট সাধারণ কথায় মন ও বুদ্ধিকে ব্যস্ত করবেনা। তীব্র বেগের সূক্ষ্ম সেবা করার জন্যে একান্ত স্থিতি এবং একাগ্রতার উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এক মুহূর্ত দুই মুহূর্তের জন্যে একান্ত স্থিতির অনুভব করো। বাইরের পরিস্থিতি যতই চঞ্চল হোক কিন্তু মন বুদ্ধিকে

যে সময় চাও একের স্মরণে সেকেন্ডের মধ্যে স্থির করে নিলে তবেই প্রকৃত সেবাধারী হয়ে বেহদের সেবায় নিমিত্ত হতে পারবে।

স্লোগান – জ্ঞানী আত্মা হল সে, যে জ্ঞানের প্রতিটি রহস্য বুঝে রহস্যযুক্ত, যুক্তিযুক্ত এবং যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের উন্নতির জন্য অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো, উপার্জন করার জন্য প্রাতঃকাল সবচেয়ে ভালো"

প্রশ্নঃ - সদা নিরাপদ এবং অক্ষতদেহে থাকার আধার কি ?

উত্তরঃ - বাবার শ্রীমৎ তোমাদের নিরাপদ থাকতে সমর্থ বানায় ; তোমাদের কখনো কোনো দুঃখ বা সমস্যা হয় না । তোমরা বাচ্চারা এত সৌভাগ্যবান হও যে কখনো কোনরকম আঘাত তোমাদের লাগতে পারে না । তোমাদের শরীর রোগমুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা নিরোগী কায়া লাভ করবে । তোমরা নিজেদের ভাগ্যের মহিমা গাইতে থাকো । যারা উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করে, তারা ভাগ্যবান বাচ্চা, সদা নিরাপদ এবং অক্ষতদেহ থাকে ।

গীতঃ - হে রাতের পথিক ! হযো না ক্লান্ত ! ওই দেখা যায় উষার আলো ...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি পুরুষার্থী বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা এই গীতের অর্থ জানো, তোমাদের পুরুষার্থের নম্বরক্রম অনুসারে । যারা এই যাত্রায় উপস্থিত তারাই একমাত্র এই গীতের যথার্থ অর্থ বুঝতে পারে । এই যাত্রা রাতের, আর শারীরিক যাত্রা দিনের । যখন তীর্থযাত্রীরা অমরনাথ বদ্রিনাথে যায়, তারা দিনের বেলায় সফর করে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, সেখানে তোমরা বাচ্চারা সফর করো রাতে । তোমাদের শরীরের জীবন নির্বাহের জন্য তোমাদের কাজ করতে হয় । তোমরা চাকরীতে যাও আর মাতারা ঘর-গৃহস্থী সামলায় । সবচেয়ে উন্নতি হয় রাতে, যখন সব মানুষ শুয়ে থাকে । সেই সময় তোমাদের যাত্রা খুব ভালো হতে পারে । ভক্তগণও উষাকালের অমৃতবেলায় স্মরণে থাকে ।

বাচ্চারা, তোমরা যদি উন্নতি করতে চাও তো তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ, নিদ্রাজিৎ হও । পাঁচ হাজার বছর আগেও আমি বলেছিলাম । যে ভাবেই হোক, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো । প্রবাদ আছে, তাড়াতাড়ি শোও, তাড়াতাড়ি জাগো - এই গুণ মানুষকে মহান বানায় । চিরকাল তোমরা এত বিত্তবান হও যাতে তোমাদের কখনো অর্থের চিন্তা করতে হয় না । শিবালয়ে তোমরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার লাভ করো । এখানে তোমরা জন্মের পর জন্ম পুরুষার্থ করো, এই সময়ের পুরুষার্থের প্রারম্ভ ২১ জন্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী হয় । ওয়াল্ডার ! তাই না ! এইরকম পুরুষার্থ করার উৎসাহ কেউ দিতে পারেনা । অবিনাশী বাবা অবিনাশী পুরুষার্থ করান । পয়সার জন্য এখানে কি না করে, বাবা বাচ্চাকে, বাচ্চা বাবাকে মেরেও ফেলে ।

তোমাদের এখন অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, সুতরাং, অবিনাশী বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করতে হবে । আর কোনও অসুবিধা নেই, শুধু দু'অক্ষর । যাকে বলা হয় মহামন্ত্র । ব্যস! মাত্র এই দুই অক্ষর স্মরণ করলে তোমাদের রাজটিকা প্রাপ্ত হয় । এই স্মরণেই শক্তি । এটা নির্ভর করে কতটা তুমি স্মরণ করছ এবং তোমার কতটা জ্ঞান আর যোগ আছে । এখানে শাস্ত্রাদির জ্ঞান - বিষয়ক কিছু নেই । তোমরা যদি কাউকে দুই অক্ষর স্মরণ করতে বলো তো তারা বলবে তাদের সময় নেই । তারা বলে, স্মরণ করতে পারেনা, মুহূর্মুহু ভুলে যায়, সেইজন্য তারা দুই অক্ষরের যাত্রাও করতে পারে না । তোমরা গীত, কবিতা, ডায়লগ বানাও এবং তারপর সেগুলো স্মরণ করো । বাস্তবে, এখানে সেগুলোর দরকার নেই । এখানে তোমাদের নীরব থাকতে হবে । তোমরা কি বীজ আর ঝাড় বুঝতে পারোনা ? বীজকে যদি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করলে অর্থাৎ বীজের তাৎপর্য

উপলব্ধি করলে সমস্ত ঝাড় তোমার সামনে প্রতীয়মান হবে। এর মধ্যেই চার যুগ আর চার বর্গ আছে। এই সমস্ত কিছু বুদ্ধিতে ধারণ করতে বেশি সময় লাগে না। এক সেকেন্ডে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী লাভ করো। শুধুমাত্র স্মরণে থাকতে হবে। সেকেন্ডে সাক্ষাৎকার করানো হয়। এটা এমন যেন সেই মুহূর্তে তোমরা স্বর্গে তথা কৃষ্ণপুরীতে অধিষ্ঠিত। তোমাদের শুধু দুটো জিনিস স্মরণ করতে হবে, এক তো বাবাকে স্মরণ করা আর দ্বিতীয় হলো, এই নলেজ এত শ্রেষ্ঠ যা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। দেবতার পবিত্র হন। নলেজ সর্বদা ব্রহ্মচর্য স্থিতিতে পড়া হয়ে থাকে। পঠন-পাঠনের পর যখন তারা ঘর সামলানোর উপযুক্ত হয়ে যায়, একমাত্র তখনই বিবাহ করা যায়। ক্রিয়টর ঘরের সবার দেখভাল করবেন, এইজন্য নিজের রোজগার তো চাই, তাই না! সূতরাং, ব্রহ্মচর্য স্থিতিতে এই ধন উপার্জন করতে হবে। লোকে তো আজকাল ধনলোভী হয়ে গেছে, তাদের অল্পকিছু অর্থাগম হয় আর তারপর গিয়ে অন্য কোর্স করে। বাবা এখন বলছেন, বাচ্চারা, এই কোর্স খুব সহজ, শুধু শ্রীমৎ অনুসরণ করে রাতে জেগে প্র্যাকটিস করো। রাতে বুদ্ধির যাত্রা খুব সহজ আর অনেক সাহায্যও পাওয়া যায়। রাত দুটো তিনটের সময়কে অমৃতবেলা বলা হয়। প্রত্যুষকালে উঠে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। এই কাজ বুদ্ধির। বাবার নির্দেশ, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। নয়তো তোমরা সব সজনীদের আমি কিভাবে ঘরে নিয়ে যাবো? তোমরা সজনীর পতিত, সবার পাখা ভেঙে গেছে। এখন শুধু স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে। ঊষাকালে ওঠার প্রয়ত্ত করো। দিনে হয়তো তোমরা স্মরণে স্থিত নাও হতে পারো, রাতে পুরুষার্থ করা সহজ আর সাহায্য অনেক পাবে। মুখ্য বিষয় হলো স্মরণ। তোমরা জানো যে, তোমরা আত্মা। তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। পঠন-পাঠনের অভ্যাস তাঁর সাথেই করতে হবে। তিনি তোমাদের বাবা, সূতরাং তোমাদের তাঁরই হতে হবে। তোমরা জানো, তোমরা আত্মারা শিববাবার সাথে মিলিত হয়েছে। আত্মা বহুদিন যাবৎ পরমাত্মার থেকে দূরে থেকেছে, জীব আত্মারা এসে বাবার সাথে মিলিত হয়। সূতরাং, পরমাত্মাকেও জীব আত্মার মধ্যে আসতে হয়। তিনি সুপ্রিম আত্মা। আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ এক। স্টারের মতো উভয়ই ঝিকমিক করে। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট লিপিবদ্ধ আছে। বাবা বলেন, আমিও একজন অ্যাক্টর এবং ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছি। এই দুনিয়া জানেনা প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগ ব্যতীত আমি কখনও আসতে পারিনা। যদিও নানাবিধ দুর্যোগ ইত্যাদি আসে, কিন্তু বাবা বলেন, আমি একমাত্র তখনই আসি যখন সবাই পতিত হয়ে যায়। আমিই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা আর সেইজন্যই পতিত দুনিয়ায় আমার আসা। প্রথমে আত্মাই পতিত হয়। আত্মা জানে, সে প্রথমে পবিত্র ছিলো এখন সেই পতিত হয়েছে। এই শিক্ষা বা পঠন-পাঠন শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য। স্টুডেন্টরা, যারা টিচারের সামনে উপস্থিত থাকে তারাই এই শিক্ষা লাভ করতে পারে। একদম প্রথমে এই শিক্ষা তোমরা লাভ করো। পাঁচ বিকারকে জয় করো, যোগাঙ্গি দ্বারা সমস্ত বিকর্ম ভস্ম করো। এই বিষয়ই (বিকার) তোমাদের কবরস্থ করেছে, এটাকে পয়জন বলা হয়। জ্ঞান অমৃতের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাও।

বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণ করা তো খুব সহজ। বহু কন্যারা বলে, বাবা জ্ঞান ধারণ করতে পারিনা, বড় দিদিদের মতো বোঝাতে পারিনা। বাবা বলেন, বাচ্চারা, এটা অনেক কর্মের হিসেবনিকেশ। কেউ কেউ তো ২৫-৩০ বছর থেকেও ধারণা করতে পারেনা। তোমরা সব আত্মাদের বলা - আমাদের বাবা হলেন পরমাত্মা এবং তিনি স্বর্গের রচয়িতা। বাবা তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন এবং সেইজন্য তোমরা বাবাকে স্মরণ তো করো। বাচ্চাদেরকেও তোমাদের দক্ষ বানাতে হবে। তোমরা সব বাচ্চাদের প্রথমে ক্ষমাশীল হতে হবে, নিজের বাচ্চাদের প্রতি। তোমরা

বাচ্চারা বুঝতে পারো যে তোমরা এই সময় মোস্ট বিলাভেড পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছে । কল্প পূর্বে আমরাও নিরাকার বাবার থেকে স্বর্গের বেহদ উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম । বাবা বলেন, এই শরীর আমাকে লোনে নিতে হয় । ভাড়া করা দেহের মধ্যে তিনি বসে আছেন । তাঁর নিজের শরীর না থাকায় তাঁকে এই দেহ ভাড়া করতেই হয় । এই সেই রথ যাতে প্রতি কল্পে তিনি রথী হন । এই রথের রথী তোমরা দেখেছো তো, তাই না ! আগে তো গীতা পড়ে কিছুই বুঝতে পারতে না । তারা ঘোড়ার রথে বসে থাকা অর্জুনকে দেখিয়েছে । তোমাদের বাবাই রথী । তিনি বাচ্চাদের বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমাদের বাবাকে এবং চাট রাখো । এমন পাত্রকে (সাজনকে) যিনি তোমাদের ২১ জন্মের সুখ দেন তাঁকে কেন স্মরণ করবে না ? যাই হোক, এই একাধিপতি গুপ্ত । এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে তারপর বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে আর এতেই মায়া তোমাদের খুব হয়রান করে । সেও কিছু কম ওস্তাদ নয়, খুব ভালো বাচ্চাদেরও সে জয় করে নেয় । বাবা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের স্বর্গের মালিক বানাবেন আর মায়া চন্ডালের জন্মে নিয়ে যাবে, কারণ তোমরা বাবার শ্রীমং ছেড়ে দাও । এখানে, তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভগবান তোমাদের পড়ান । তোমরা গডলি স্টুডেন্ট, তাই না ! তা সত্ত্বেও তোমরা অন্য কোর্স যদি আরম্ভ করো তখনও তোমরা টিচারকে স্মরণ করবে । বাবা বলেন, তোমরা গার্হস্থ্য জীবনে থাকো, কিন্তু তার সাথে এই কোর্সও করো যা তোমাদের সদা সুখী বানায় । তোমাদের আমি এমন অনন্ত ধনসম্পদ দিই যাতে তোমাদের ২১ জন্ম দুঃখ অনুভব করতে হবে না । সমগ্র দুনিয়ায় তোমাদের মতো বিচক্ষণ আর কেউ হয়না । প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিগণের কতো মহিমা ! কিন্তু তোমরা হলে মোস্ট ওয়ান্ডারফুল, মহান ইনকগনীটো অথরিটি । তোমাদের মতো নলেজফুল এই দুনিয়ায় কেউ হতে পারেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হও । জগৎ অস্থায়ী প্রাপ্তি কতো বড় । তিনিও এই মহামন্ত্র দেন, শিববাবাকে স্মরণ করো । বাবা সামনাসামনি বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো । এই যাত্রা ভুলোনা । টাইম ওয়েস্ট কোরোনা । এটা অনেক বড় উপার্জন । তোমাদের বুদ্ধিযোগ সেখানে যুক্ত হওয়া উচিত । আমরা শিববাবার সামনে । বাবার ঘরে এসেছি । তোমরা এখন হরিদ্বারে বসে আছো । হরি পরমাত্মা নিজেই বসে আছেন । সেখানে অর্থাৎ হরিদ্বারে তো জল এটা প্রকৃত হরিদ্বার । হর হর অর্থাৎ দুঃখ হরণকারী । এখানে সেই দুঃখহর্তা সুখকর্তা তোমাদের সামনে বসে আছেন । ভক্তগণ গিয়ে গঙ্গাতীরে বসে । তারা বিশ্বাস করে তারা গঙ্গাতীরে থাকলে, তারা মুখেও গঙ্গাজল পেয়ে যাবে, আর তাতেই তারা পবিত্র হবে । মারা যাচ্ছে এমন কাউকে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয় খেতে । গঙ্গা তো পতিত পাবনী নয় । এক শিববাবাই পতিত পাবন । সবাইকে শিববাবার স্মরণ করতে হবে যাতে অন্ত মতি সো গতি হয়ে যায় অর্থাৎ অন্তের ভাবনাই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে । এমন নয় যে শেষকালে কেউ বসে বলবে, শিববাবাকে স্মরণ করো । অন্তে নিজেকেই শিববাবার স্মরণ করতে করতে দেহ ছাড়তে হবে । এখন আমাদের শিববাবার কাছে যেতে হবে, মুক্তিধামে । সত্যযুগকে বলা হয় জীবনমুক্তিধাম । ধাম অর্থাৎ বাসস্থান । নির্বাণধামে নিরাকার আত্মারা ব্রহ্ম তত্ত্বে তথা মুক্তিধামে থাকে । তোমরা হরির ঘরে বসে আছো । একমাত্র একাধিপতি দুঃখ হরণ করেন । এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবা এবং তাঁর সুইট হোম স্মরণ করো । বাবা তোমাদের নিজের ঘরে নিয়ে যেতে এসেছেন । এখন তোমাদের সুইট হোম স্মরণ করতে হবে । এখানে কেউ সুইট নয় ।

এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন, বেহদের রাজস্ব নিতে চাইলে রাতে জেগে যাত্রা করো । আমি একমাত্র রাতের গভীর অন্ধকারে আসি, যখন ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিনের শুরু হতে হয় । বেহদ রাত এবং বেহদ দিনের সঙ্গমে আমি আসি । অতএব, তোমাদেরও নিদ্রাকে জয় করে রাতে স্মরণের অভ্যাসে

স্থিত হওয়া উচিত। উষাকালের ২-৩ টের সময়কে ব্রহ্ম মূর্তি বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মা দ্বারা বাবা শিক্ষা দেন। রাত জেগে আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পারদর্শী হয়ে উঠবে। যদিও মায়া তোমাদের অনেক হযরান করবে তবুও তোমরা লাগাতার মেহনত করে যাও। এর সব মেহনত বুদ্ধির। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে স্মরণে স্থিত হও। বাবা বলেন, হে রাতের পথিক ক্লান্ত হয়োনা। রাতে তোমরা মহা সুখানুভব করবে আর সেই নেশা সারাদিন ধরে চলবে। এক, বাবাকে স্মরণ করো, তারপর নিজের ভাগ্যের। সবার ভাগ্য খন্ডিত হয়ে আছে। তোমাদের ভাগ্য এখন জাগৃত হচ্ছে, সেখানে অন্যদের ভাগ্য ঘুমিয়ে আছে। যাদের বুদ্ধিযোগ এই সময় ধন উপার্জনে যুক্ত থাকে, ধরে নাও তাদের ভাগ্য শুয়ে আছে। তোমাদের প্রকৃত ভাগ্য জাগৃত হচ্ছে। পেটের জন্য বেশি খাওয়ার দরকার হয়না। ভীল যারা, তারা কি খায়? ভুট্টা ছোলার আটা মিশিয়ে তৈরি রুটি আর তার সাথে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খেয়ে নেয়। এখানে তো তোমরা সবকিছু পেয়ে যাও। তোমাদের খুব সাধারণ থাকতে হবে। না বেশি ধনী আর না বেশি দরিদ্র। এখন বাবা বলেন, হে প্রিয় বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো। আমার আলোকরত্ন বাচ্চারা, আমি তোমাদের নয়নের ওপর বসিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। একাধিপতির আশার দীপক বাচ্চাদের সবসময় অনেক ভালোবাসা দেওয়া হয়ে থাকে। শ্রীমৎ অনুসরণে তোমরা সদাসর্বদা নিরাপদ এবং অক্ষতদেহে থাকবে। নিরাপদ এবং অক্ষতদেহ হওয়ার অর্থ অতি গভীর। তোমাদের কোনো চোট লাগবে না, কোনো সমস্যা হবেনা। আমি তোমাদের এত নিরাপদ আর অক্ষতদেহ বানাই, তোমরা নিরোগী কায়া হয়ে থাকবে আর তোমাদের ওপর কালের (মৃত্যু) কোনো ক্ষমতা নেই। যদি খুব ভালোভাবে আমায় স্মরণ করো, তবে সহায়তা পাবে। পূর্ব কল্পে যারা পুরুষার্থ করে নিজের প্রারব্ধ বানিয়েছে, এখন তারা সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখছে, এটা তাদের ইনশিয়র করে অর্থাৎ নিরাপদ করে। ভক্তিমার্গেও বাবা ইনশিয়রেন্স ম্যাগনেট। লোকে ঈশ্বরের নামে পলিসি (শাসন-প্রণালী) বার করে। তারা গরীবকে গুপ্তদান দেয়। কাউকে যদি বিবাহের আয়োজন করতে হয় তারা গুপ্তভাবে দিয়ে আসে। গুপ্তদানের ফল গুপ্তভাবে প্রাপ্ত হয়। শো করলে সেটার শক্তি অর্ধেক হয়ে যায়। ম্যাগনেট বাবাকে বলা হয়। তোমরা বাবার কাছে ইনশিয়র (বীমা) করো। যে যেমনভাবে ইনশিয়র করে তার সেইরকম ফল প্রাপ্ত হয়। পাপ করলে সেই অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হতে হয়। পুণ্য করলে তার জন্য ভালো ফল প্রাপ্ত হয়। সেই মানুষজন হদের ফিল্যানথ্রোপিষ্টস (জনহিতকারী.)। তারা তাদের রোজগার থেকে আট আনা বা চার আনা বার করতে পারে। এখন তোমাদের কমপ্লিট ফিল্যানথ্রোপিষ্ট হতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ দাতা হতে হবে। নিজেদের ফুল ইনশিয়র করে দাও। দেখ, মাম্মা তাঁর তন আর মন ইনশিয়র করেছেন। কন্যাদের কাছে ধন তো থাকেই না, আর সেইজন্য তাদের এই ব্যাপারে ভাবতেও হয়না। তারা তন-মন দ্বারা সেবা করে। এইজন্য কন্যারা খুব প্রিয় হয়। কন্যারা নম্বর ওয়ান হয়ে যায়। বাবা অধরকুমার ছিলেন। হ্যাঁ, কিছু কিছু কুমারও বার হয়, তারা বিবাহ করে দেখায় যে তারা পবিত্র থাকতে পারে। তাদের কতো সৌভাগ্য! তাদের সম্পূর্ণ সারেন্ডারও করতে হবে। তারা খুব ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে। বাবা বোঝান, কর্মভোগের হিসেবনিকেশ এখানেই চুকিয়ে দিতে হবে। মাম্মা এবং বাবাকেও কর্মের ভোগ সহ্য করতে হয়। থেকে যাওয়া হিসেবনিকেশ এখানেই ইমার্জ হবে। এমন নয় যে আমি যখন বাবার হয়েছি, তবে বাবা কেন আমাকে রক্ষা করেন না? না, কর্মভোগ তো অবশ্যই এখানেই চুকাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) বুদ্ধিযোগ দ্বারা প্রকৃত যাত্রা করতে হবে। বিনাশী ধনের পিছনে নিজের ভাগ্যকে নষ্ট করোনা। প্রকৃত উপার্জন করতে হবে।

২) তন-মন-ধন দ্বারা পুরো ফিল্যানথ্রোপিস্ট (মহাদানী) হতে হবে। নিজের সবকিছু ২১ জন্মের জন্য ইনশিয়র করে দিতে হবে।

বরদানঃ - সর্ব যোগ্যতার দ্বারা নিজেকে ভ্যালুয়েবল বানিয়ে বেফিকর বাদশাহ ভব বাবা নিজে বাচ্চাদের অফার করেন, - বাচ্চারা যোগ্য রাইট হ্যান্ড হও, যোগ্য সেবাধারী হও। যারা যোগ্য হতে পারে তারা বেফিকর বাদশাহ হয়। স্কুল যোগ্যতাই হোক, বা জ্ঞানের যোগ্যতা, সেটা মানুষকে ভ্যালুয়েবল বানায়, যোগ্যতা না থাকলে ভ্যালুও থাকেনা। রুহানী সেবার যোগ্যতা সবচেয়ে বড়। এমন যোগ্য আত্মাদের কোনো কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না। যোগ্য হওয়া অর্থাৎ আমার তো এক বাবা, ব্যস্! তোমার বুদ্ধিতে আর কোনো কিছু থাকতে দিওনা।

স্লোগানঃ - একরস স্থিতির অনুভব করতে হলে, এক বাবা দ্বারা সর্বরসের অনুভূতি করো।

১৭-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের যেমন লাগাতার বাবার স্মরণে থাকতে হবে, তেমনি চতুর্দিকে জ্ঞান-রত্নের বীজও বপন করতে হবে। এ ভাবে সম্পূর্ণ ভারতকেই জ্ঞান-রত্নে সাজিয়ে তুলতে হবে

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই কলিযুগী গোবর্ধন-পর্বতকে ওঠাবার জন্য তোমাদের কি ধরনের আঙ্গুলের সাহায্য দিতে হয় ?

উত্তর :- পবিত্রতার। পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করার অর্থই আঙ্গুলের সাহায্য দেওয়া। এই পবিত্রতা না থাকার কারণেই, ভারত আজ এমন দৈন্যদশা অবস্থায় পৌঁছেছে। যেখানে পবিত্রতা - সেখানেই শান্তি-সমৃদ্ধি সব কিছুই বজায় থাকে। অতএব শ্রীমৎ অনুসারে চলে, আগুন আর কাপাস-তুলোর ফলের মতন একত্রে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিতে থেকেও পবিত্র হতে হবে। এর অর্থ ঘর-সংসারের সন্ন্যাস করা নয় কিন্তু।

গীত :- আগামী সৌভাগ্যের প্রতিচ্ছবি
যে তোমরাই

ঔম্ শান্তি! মাতারা সমেত সকল প্রেমিকারাই তো এই গীত শুনলে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানই, আমাদের এই ভারতের ভাগ্যে বন্ধ্যাত্মের দাগ লেগে আছে। কিন্তু বন্ধ্যাত্মের দাগ কি আর তা লাগলোই বা কার দ্বারা ? ৫-বিকাররূপী রাবণের দ্বারা। বাচ্চারা- তোমরা এখন আবার ভারতের সেই পুরোনো গৌরব ও সৌভাগ্য তৈরী করছো। আর তোমরা মাতারাই হলে সেই শিবশক্তি। জ্ঞান-সাগর বাবা যখন আসেন, এসেই আগে মাতাদের মাথায় জ্ঞানের কলস রাখেন। বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাও তা জানো, তোমরাই ভারতকে সৌভাগ্যবান বানিয়ে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত কর, অর্থাৎ তোমরাই বাবার প্রকৃত রুহানী-সেনানী যা বাবার ঘরের শোভা। যেমন মা-বাবার কাছে বাচ্চা না থাকলে ঘর একেবারে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয় - তেমনি বাবারও দুনিয়া খালি-খালি মনে হয় তোমাদের ছাড়া। বাচ্চারা, এবার তোমরা এই দুনিয়াকেই স্বর্গ-রাজ্য বানাতে চলেছো। তাই বাবা বলছেন- মাতারা, আমি তোমাদের গোলাম, যেহেতু পূর্বে তোমরা মাতারা নিজেদের পতিদের গোলাম ছিলে। এ কথা তো প্রচলিতই আছে, হিন্দু নারীদের গুরু তাদের পতি - কিন্তু এখন জ্ঞান হয়েছে বাস্তবে ঈশ্বরই যে সবকিছু তাদের। বাস্তবে, এখনকার কথাকেই লোকেরা সেই ভক্তি-মাগেই নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এখন তো তোমরা পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলবে, "স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব।" অর্থাৎ হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমিই আমাদের মাতা আবার পিতাও যে তুমি, একমাত্র তুমিই আমাদের সবকিছু। যদিও হিন্দুরা সর্বদাই বলে আসছে, পতিই তাদের সবকিছু। বাস্তবে তো শিববাবাই সব পতিদেরই পতি। তাই তো তোমরা সর্বদাই সৌভাগ্যশালী হতে পারো, যেহেতু এই পতি অমর পতি অর্থাৎ তোমরা কখনও বিধবা হও না। তাই তো উনি "অমরনাথ।" উনি এমনই অমরনাথ যে, তোমাদেরও সেই অমরপুরীর মালিক করে অমরনাথ বানিয়ে দেন। অতএব এমন পতিকে অবশ্যই সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে, যে তোমাদেরকে পড়িয়ে-শুনিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেয়। আর এমন পতিকে ভুলে গেলে তো কাঁদতেই হবে। তাই তখন বাবা বলছেন - কি হলো, তোমার এই প্রেমিক কি মরে গেছে যে তুমি কাঁদতে বসেছো ? তোমাদের তো এখন থেকে সর্বদা হর্ষিতমুখ

থাকতে হবে। যেমন দেবতারা সদাই হর্ষিতমুখ থাকে। যাকে দেখলেই মানুষের মন খুশীতে ভরে যায়। কিন্তু দেবতারা কোথেকে পেল এত খুশী ? -- সঙ্গমে বাবা তাদেরকে এত হর্ষিতমুখ আর আনন্দ-স্বরূপ বানান। তাই এখন থেকে পুরুষার্থ করতে থাকলে তবেই তো এমন অবিনাশী হতে পারবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন - কাল্লা-কাটির কোনও ব্যাপারই নেই এতে। বাঃ, বাবার মতন এমন সৌম্য-দর্শনের প্রেমিক যেখানে পেয়েছো, যিনি আবার স্বর্গ-রাজ্যের মহারাজা-মহারানীও বানান তোমাদের। অতএব তোমরা কেবল প্রতি পদক্ষেপেই তার শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। তোমরা যা ভারশন (Version, আক্ষরিক অর্থের তর্জমা) শুনতে পাও, তার এক-একটি ভারশন লাখ-লাখ টাকার। জাগতিক বিদ্বান লোকেরা গীতা, বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি শুনিয়ে থাকে, আর বলে- এর এক-একটি ভারশন লাখ টাকার, যদিও তোমাদের তা দিতে হয় না মোটেই।

বাচ্চারা, তোমরা প্রত্যেকেই এক-একজন রূপ-বসন্ত। আত্মা যেমন রূপ, বাবাও তেমনি রূপ, তার উপর বাবা হলেন জ্ঞানেরও সাগর। যেহেতু উনি-ই সেই জ্ঞানের বর্সা করান। যা কোনও স্থূল-বস্তু বা জলের বর্সা নয়। এই বর্সাকে বলা হয় জ্ঞান-রঞ্জের বর্সা। তোমাদেরও তেমনি অন্যদের মধ্যে সেই জ্ঞান-রঞ্জের বীজ বপন করতে হবে। লোকেদের বোঝাতে হবে, প্রকৃত অর্থে তারা আত্মা, আর এটা তাদের (আত্মার) শরীর। লোকেরাই তো বলে, পাপ-আত্মা বা পুণ্য-আত্মা, কিন্তু এমনটা কেউ-ই বলে না যে, পাপ-পরমাত্মা বা পুণ্য-পরমাত্মা। এতেই তো প্রমাণ হয়ে যায় - পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। মায়াই তোমাদেরকে পাপ-আত্মা বানায় - আর বাবা আবার তাকে পুণ্য-আত্মা বানায়। পুণ্য-আত্মাদের জগৎকে স্বর্গ-রাজ্য আর পাপ-আত্মাদের দুনিয়াকে নরক বলা হয়। সবাইকে পবিত্র বানাবার কারিগর ও সদগতি দাতা একমাত্র এই বাবা। তাই তো তোমরা সেই অসীম-বেহদের বাবার ঘরের শোভা। ভারতকেও তেমনি সুন্দর করে জ্ঞান-রঞ্জে সাজিয়ে তুলতে হবে তোমাদেরকেই। লোকেরা তো জগতের সাত আশ্চর্য দেখিয়ে থাকে - যা মনুষ্য দ্বারা সৃষ্টি। বাস্তবে কিন্তু বৈকুণ্ঠ-কেই তো বলা হয় পৃথিবীর আশ্চর্য। যেখানে সবাই সদা খুশী। তাই লোকেরা বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু বাবা স্বয়ং যতক্ষণ না আসছেন, ততক্ষণ তো ওখানে কেউ-ই যেতে পারে না। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই জানো-কখন ও কিভাবে সেখানে পৌঁছতে পারা যায়। লোকেরা তো চর্মচক্ষুর দ্বারা জাগতিক আশ্চর্য দেখতে হয়, কিন্তু তোমরা বৈকুণ্ঠে পৌঁছে সেখানকার অফুরন্ত সুখ ভোগ কর। সেখানে কাল্লা-কাটির নাম-গন্ধও নেই। বাবা তাই বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমরা যেখানে পরমপিতা পরমাত্মার প্রেমিকা, সেখানে কাল্লা-কাটি করবেই বা কেন ? তখন বোধহয় তোমরা এই প্রেমিককে ভুলে যাও, তাই এমন হয়। প্রেমিককে ভুলে যাওয়ার অর্থই হলো, প্রেমিকের থেকে বিদায় নেওয়া। লাগাতার ওনাকে স্মরণ করতে থাকলে, কাল্লা-কাটির প্রশ্নই আসবে না। যদি কারও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সম্বন্ধ-সম্পর্কের কেউ মারা যায়, একমাত্র তখনই তো সে কাল্লা-কাটি করবে। তাই এখানে তোমরা জীবিত থাকাকালীনই তাদের সবার থেকেই থেকে ছুটি নিয়ে নাও। আর কাঁদতে-কাঁদতে আবার সদা কালের জন্য হাঁসার বন্দোবস্ত কর। কেন না তোমরা তখন বৈকুণ্ঠে পৌঁছে যাও যে। সেখানে কোনও প্রকারের কাল্লা-কাটির কোনও অবস্থাই আসে না। তাই তো বাবা বলেন- "মা মরলেও হালুয়া খাও"! কিন্তু তা কোন হালুয়া ? - জ্ঞানের হালুয়া।

বাস্তবে সবাই এখন মৃত্যুর দোরগোড়ায়। কার কথাই বা কে ভাবে ? কারও কথা ভেবেও লাভ নেই। সবাইকেই যে মরতেই হবে। এমন কি তখন কোনও প্রকার ক্রিয়া-কর্ম করারও কেউ থাকবে না। যেমন জাপানে যখন ব্যোম্ পড়েছিল, তখন যে এত লোকের মৃত্যু ঘটেছিল, তখন কি কেউ

কোনও ক্রিয়া-কর্ম করেছিল ? ক্রিয়া-কর্ম করার যারা, তারও তো সব মরবে। এই ক্রিয়া-কর্ম তো কেবলমাত্র ভক্তি-মার্গের সামাজিক রীতি-নীতি, ও আচার-ব্যবহার। সত্যযুগে কিন্তু এমন কোনও ঘটনা ঘটে না। সেখানে কেবলই সুখ আর অপার সুখ। মোহজীত রাজার কাহিনীও সেখানকার এবং সেই সময়কার। যা তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে শুনে আসছো। তাই বাবা বলছেন- এ যাবৎ যা কিছুই শুনেছো, সেসব ভুলে যাও। এখন কেবলমাত্র বাবার কথাই শোনো। "মন্দ কিছু শুনবে না - মন্দ কিছু দেখবে না - মন্দ কিছু বলবে না" যা লোকেরা বাঁদরের চেহারাতে এক ধরনের খেলনা পুতুল বানিয়েছে। "মন্দ কিছু বলবে না, মন্দ কিছু দেখবে না" যেহেতু মানুষ এখন বাঁদরের চাইতেও নিম্ন-স্তরের। যে যা কিছুই শোনাক, তাতেই সত্য-সত্য বলতে থাকে লোকেরা। তাই বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলে-বাচ্চারা, কেউ যেন তোমাদের নামে কোনও প্রকারের গ্লানি না করে। আরও জানাচ্ছেন - পুরো কল্পে একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই আসেন উনি। এই সময়ে ওনার কর্ম-কর্তব্যের নিমিত্তে বাবাকে অবশ্যই আসতেই হয়, তবেই তো পারবেন এই জ্ঞান শোনাতে। কিছু লোকেরা বলে- ঋষি-মুনী, সাধু-সন্ন্যাসীরা ত্রিকালদর্শী ছিল। বাবা বলেন- "মোটেও তা নয়।" এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণও ত্রিকালদর্শী ছিলেন না। ত্রিকালদর্শী তো কেবল তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা হতে পারো। যেহেতু এই জন্মটাই তোমাদের ৮৪-জন্মের অন্তিম জন্ম। আবার এমনও নয় যে, এই জ্ঞানের সংস্কার অন্য জন্মেও থাকবে। তা মোটেই নয়। এই জ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব স্থাপন হয়ে গেলেই, রাজযোগের আর প্রয়োজন থাকে না। এবার নিজেরাই ভেবে দেখ, বাবা কি জানাচ্ছেন, আর জাগতিক লোকেরাই বা কি বলে- যা রাত-দিনের তফাৎ। যেমন লোকেরা বলে - পরমাত্মা সর্বব্যাপী, বাবা সম্পূর্ণরূপে তা অস্বীকার করেন। লোকেরা বলে - কলিযুগের আয়ু এখনও ৪০-হাজার বছর অবশিষ্ট বাবা বলেন- মোটেও তা নয়। এমনই গাল-গল্পের কারণে, প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে জগত-সংসার এখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

মিষ্টি বাবা এবার বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদেরও খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। তোমরা ঈশ্বরীয় দরবারের ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদের প্রধান কর্তব্যই হলো যোগযুক্ত থাকা। গোবর্দ্ধন পর্বতে গেলে সেখানে চিত্র দেখতে পাবে, প্রত্যেকেই তাদের আগুলের সহযোগ দিচ্ছে সেই পর্বতে। পর্বতেরও পূজা হয় সেখানে। ভারতে যখন স্বর্ণযুগ শুরু হবে, তারপর পর্বতের পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই আগুলের ইঙ্গিত তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করে। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করা অর্থাৎ আগুলের সহযোগ, যার অর্থ ভারতকে সৌভাগ্যশালী বানানো। পবিত্রতা থাকলে শান্তি ও সমৃদ্ধিও আসে। এই পবিত্রতা না থাকার কারণে ভারতের আজ কি করুণ দৈন্য-দশা দেখো, যদিও তা কষ্টসাধ্য। জাগতিক সন্ন্যাসীরা বলে, আগুন আর কাপাস-তুলোর ফল একত্রে থাকতে পারে না। শাস্ত্রগুলিতে তেমনই লেখা আছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তোমাদের ব্যবহারে তাদেরকে দেখাতে পারো- দেখো, আগুন আর কাপাস তুলোর ফল একসাথেই কত সুন্দর ভাবে পবিত্র থাকতে পারে। সন্ন্যাসীরা কিন্তু বাবার এই শ্রীমং পায় না। তাই বাচ্চাদের অবশ্যই বাবার শ্রীমং অনুসারেই চলা উচিত। জাগতিক লোকেরা পায় শঙ্করাচার্যের মত, আর বি.কে.-রা পায় এই শিবাচার্যের মত। যেহেতু বি.কে.-রা যে শিবাচার্যের সন্তান। যা অন্যেরা কেউ তা জানেই না। তারা কিন্তু একথাও বলে- পরমাত্মা তো জ্ঞানের সাগর, তিনি তো শিক্ষকদেরও শিক্ষক। শঙ্করাচার্য তো একজন শিক্ষক মাত্র। সন্ন্যাসীরা অনেক শাস্ত্র পাঠ করার পর নানা উপাধিতে ভূষিত হয়। কিন্তু তবুও তাদেরকে কৃষ্ণ-আচার্যও বলা যায় না। আর শিবের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য তো তারা জানেই না। তারা তাদের প্রকৃত (অলৌকিক) পিতাকেই তো জানে না। একমাত্র এই বাবাকে ছাড়া, আর কারওকেই জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। সন্ন্যাসীদের

সাথে দেখা হলে তাদেরকে বলবে, তারা তো নিবৃতি-মার্গের হঠ-যোগী সন্ন্যাসী। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা হলে সংসার ধর্মে থেকেও প্রবৃতি-মার্গের রাজ-যোগী। যদিও তোমরা অন্যদেরকে সেই রাজযোগ শেখাতে পারো না। জাগতিক সন্ন্যাসীরা হয় রজোগুণের, কারণ শঙ্করাচার্যের আগমনই তো ঘটে দ্বাপরে। তাই তাদের হঠ-যোগও হয় কর্ম-সন্ন্যাস রূপে। বাস্তবে কর্ম-সন্ন্যাস বলে কিছু হয় না।

বাবা এবার ঔনার বি.কে. বাচ্চাদেরকে আরও কিছু ভিন্ন ধরনের নির্দেশ দিয়ে জানাচ্ছেন - মানুষ তো চায় শান্তিতে থাকতে। তাদেরকে বলো- তোমরা নিজেদেরকে তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলির বন্ধনমুক্ত হয়ে নির্লিপ্ত ভাব হয়ে যাও। অবশ্য কেবলমাত্র তা হলেই ফলপ্রসূ হবে না, ইন্দ্রিয় থেকে বন্ধনমুক্ত নির্লিপ্ত হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে পারলেই, বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে। ফলে তখন শান্তি হবে হবে তোমার গলার মালা। আত্মার স্ব-ধর্মই যে হলো শান্তি। এই আত্মাই নিরাকারী রূপে মূল-বতনের নির্বাণ বা অব্যক্ত বতনে থাকে। এরপর আকারী (মুভী) রূপে আসে সূক্ষ্ম-বতনে। আর এখানকার এই স্থূল-বতন হলো সাকারী (টকী) বতন। অর্থাৎ যা আকার ও শব্দের জগৎ। যে সাক্ষ্যাংকারের অভিজ্ঞতা বি.কে.-দের আছে। সেই সাক্ষ্যাংকারের অনেক অভিজ্ঞতা আছে ব্রহ্মা-বাবার। যদিও মানুষের কোনও সাক্ষ্যাংকার হয়নি। এমন কি মানুষ কখনও ধ্যানের সমাধিতেও যাননি। কিন্তু জ্ঞানে তিনি ছিলেন ভীষণ পারদর্শী। তাই ধ্যানে সমাধিস্থ হওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত নয়। একবার ভেবে দেখো, ধ্যান-সমাধিতে না গিয়েও মানুষ কত এগিয়ে গেছেন। যা সর্বোচ্চ শিখরে অর্থাৎ প্রথমে, শ্রী লক্ষ্মী রূপে, তারপরের স্থান শ্রী নারায়ণের। এনার (ব্রহ্মার) উদ্দেশ্যই কিন্তু প্রবাদ লেখা হয়েছে- অর্জুনের যেমন বিনাশের সাক্ষ্যাংকার হয়েছে তেমনি আবার স্থাপনার সাক্ষ্যাংকারও হয়েছে। এনার রথের শিববাবা রথী হয়ে বসে সবাইকে জ্ঞান শোনান। সেই সঙ্গে এই রথও (ব্রহ্মা) সেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে থাকে। পূর্বেও কিন্তু এই ব্রহ্মা নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন। অনেক ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক সভা-সম্মিলিতো যেতেন। এখন উনি আশ্চর্য হয়ে যান, শাস্ত্রগুলিতে কি না কি সব লেখা আছে এই কথা ভেবে। তাই তো বাবা বলেন- পূর্বে তোমরা যা কিছুই পড়েছো, এখন তা ভুলে যাও, অন্য কিছুই আর শুনবে না, সবকিছু দেখেও তা যেন দেখছো না। কেবল একটা কথাই মনে রাখবে, তোমাকে এবার নিজ বাবার ঘর যা বাচ্চারও ঘর, অর্থাৎ শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না গাইড-পাণ্ডা এবং মুক্তিদাতা আসবে, ততক্ষণ কেউ-ই যেতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের পাণ্ডা আর মুক্তিদাতা এই এক ও একমাত্র এই বাবা-ই। যিনি তোমাদের দুঃখ-কষ্ট থেকেও মুক্ত করেন। আর এই কারণেই ওনাকে গতি-সদগতি দাতা বলা হয়। উনি-ই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ অর্থাৎ সুপ্রীম-সোল বা পরম-আত্মা। নিরাকারী দুনিয়াই আত্মাদের প্রকৃত নিবাস ধাম। এমনটা কিন্তু মোটেই নয় যে, ব্রহ্ম-তত্ত্বই পরমাত্মা আর আত্মারা তাতেই বিলীন হয়ে যায়। সত্যি কি চমৎকৃত কথা এটা। কর্মফল অনুযায়ী তোমাদের আত্মার মধ্যেই অবিনাশী ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পাট থাকে। যাকে কেউ মুঝে ফেলতে পারে না। এই সৃষ্টি-জগৎ-ও রচিত হয়েছে অনাদি সৃষ্টি রূপে। সত্যযুগকেই নতুন সৃষ্টি-জগৎ বলা হয়। যা এখন খুব পুরোনো হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টি-জগৎ-এর বিনাশ হয় না

বাবা আসেন পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানাতে। সৃষ্টি-জগৎ কিন্তু পূর্বের অবস্থানেই থাকে। যারা দেবতা-ধর্মের, তাদের তো অবশ্যই ৮৪-জন্ম হয়। অন্যদের অনেকটাই কম হয়। খ্রীষ্টানদের বা অন্যদের কত জন্ম হতে পারে, হিসেব করে তা বের করতে পারো। বাস্তবে ভারতবাসীদের জনসংখ্যাই সর্বাধিক হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবাসীরা অন্যান্য নানা ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার কারণে প্রকৃত

সংখ্যাটা কম হয়ে যায়। ভারতবাসীরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। বাবা জানাচ্ছেন, তাই তো তিনি সেই সময়কালেই আসেন, যখন এই ব্রহ্মার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং শংকরের দ্বারা বিনাশ তারপর স্থাপনার কার্য ও পালনার কার্য করাবার জন্য। এমন কি গান্ধীজীকেও যে বা যারা সহায়তা করেছিল, কত কষ্টও করেছিল, আজ তারা খুবই সুখে আছে। আর সেখানে ভগবানের সহযোগীরা তো সবাই সুখেই থাকবে। কিন্তু সেখানেও পদের তারতম্য থাকে। যারা লাগাতার বাবার স্মরণে থেকে বাবার আশীর্বাদী-বর্সাকে লাগাতার স্মরণ করে, একমাত্র তারাই হবে সূর্য-বংশী। আর যারা কম স্মরণে থাকে তারা হয় চন্দ্র-বংশী। আর তার চাইতেও কম যারা, তারা কেউ প্রজা, কেউ বা দাস-দাসী ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন অনেক প্রকারেরই তো প্রয়োজন। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, একমাত্র যোগবলের দ্বারাই যে কেউ সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমরা বি.কে.-রা হলে যোগবলের অহিংসক সেনানী। খ্রীস্টানদেরও এই যোগ বলের শক্তি পেলে, তারাও বিশ্বের মালিক হতে পারে। কিন্তু অবিনাশী ড্রামার নিয়মে যদিও তা নাই। যেমন বাঁদরের এক গল্প আছে না! মাখন কিন্তু কৃষ্ণের মুখেই পড়ে, অর্থাৎ কৃষ্ণের ভাগ্যেই সেই রাজ্য-ভাগ্য। যেহেতু, সমগ্র বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্তি হয় একমাত্র যোগবলের দ্বারাই। বাবা জানাচ্ছেন, এই উদ্দেশ্যেই তো উনি স্বর্গ-রাজ্যের রচনা রচেন। বাচ্চারা, তোমাদেরও সেই উদ্দেশ্য থাকা উচিত। যেহেতু তোমরা এই বাবারই সন্তান, অতএব বাবার এই স্থাপনা কার্যে তোমাদেরও সহযোগীতা করা উচিত। আচ্ছা !

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা হর্ষিতমুখ, প্রসন্নচিত্তে থাকতে হবে। কোনও কারণেই কখনও কাঁদবে না যেন। জীবিত থাকাকালীনই সবার থেকে বিদায় নিয়ে নিতে হবে। কারও জন্যই কোনও চিন্তা করবে না।

২) শান্তি তোমার স্বধর্ম, তাতেই স্থিত রাখবে নিজেকে। জ্ঞান আর যোগে নিজেকে এগিয়ে রাখতে হবে। ধ্যানের সমাধির জন্য কোনও আগ্রহ করবে না।

বরদান :- অন্তর দিয়ে বাবাকে খুশী করে এবং নিজেও সদা খুশীতে থেকে রাজযুক্ত (রহস্যের জ্ঞানযুক্ত) হও

বিস্তার :- যে বাচ্চা মন-প্রাণ দিয়ে বাবাকে খুশী করে, বাপদাদা তাকে নিজের সংস্কারের দ্বারা, সংগঠনে সদা খুশী অর্থাৎ রহস্যের জ্ঞানযুক্ত সংস্কারে থাকার বরদান দেন। নিজের কিস্বা একে অপরের সংস্কারগুলির রহস্যকে জানা, পরিস্থিতি-গুলিকে জানা - এই হলো রাজযুক্ত স্থিতি। অন্তর থেকে বাবাকে নিজের চার্ট বা পোতামেল দেওয়া বা স্নেহের আত্মিক আলোচনা করলে, সদা বাবার সমীপে আছে এমন অনুভব হয় এবং পূর্বের কর্মফলের হিসেব-নিকেশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্নোগান :- অন্তরাত্মা থেকে যে - দাতা, বিধাতা, বরদাতাকে খুশী করতে পারে, সে ঈশ্বরীয় আনন্দে থাকে।

যোগ = Yoga, Contact, Connection.

যোগ সমাধি = Trance. (Half-

Conscious state)

যোগে আচ্ছন্ন = Meditation.

যোগবল = Spiritual Power

. !! ওঁম্ শান্তি !!

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কখনও সাকার দেহটিকে স্মরণ করবেনা, চোখ দিয়ে যদিও দেখছে কিন্তু স্মরণ সুপ্রিম টিচার শিববাবাকে করতে হবে"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা কোন্ একটি নিয়ম জানো বলে ফুলের মালা বা ফুল স্বীকার করতে পারোনা ?

উত্তর :- আমরা জানি যে যাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র, কেবল তারা-ই ফুল বা ফুলের মালার প্রাপ্ত করার অধিকারী। এই নিয়ম অনুযায়ী আমরা হার বা ফুল স্বীকার (গ্রহণ) করতে পারিনা। বাবা বলেন আমিও হার বা ফুল স্বীকার করিনা কারণ আমি পূজারী ও পূজনীয়, কোনোটাই নই। আমি হলাম তোমাদের ওবিডিয়েন্ট ফাদার এবং টিচার।

গীত :- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার নেমে এসো

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গীত শুনল। এই গীত শুনলে সর্বব্যাপী-র জ্ঞান লোপ পায়। মনে পড়ে এখন ভারত অনেক দুঃখে আছে। ড্রামা অনুযায়ী এই সব গীত তৈরি হয়েছে। দুনিয়ার লোক সেসব জানেনা। বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতে বা দুঃখীদের দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করতে। দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করার জন্যে। বাচ্চারা জেনেছে সেই বাবা-ই এসেছেন। বাচ্চারা পরিচয় পেয়েছে। নিজে বসে বলেন আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করে বাচ্চারা তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য উদঘাটন করি। সৃষ্টি একটাই শুধু নতুন ও পুরানো হয়। যেমন শৈশবে শরীর নতুন থাকে তারপরে পুরানো হয়। নতুন শরীর, পুরানো শরীর - দুটি জিনিস তো বলা যাবেনা। একটাই থাকে, শুধু নতুন থেকে পুরানো হয়। ঠিক সেইরকম দুনিয়া হয় একটাই , এখন নতুন থেকে পুরানো হয়েছে। কবে নতুন ছিল - সেসব কেউ বলতে পারেনা। বাবা এসে বোঝান - বাচ্চারা যখন নতুন দুনিয়া ছিল ভারত নতুন ছিল। সত্যযুগ বলা হত। সেই ভারত এখন পুরানো হয়েছে। পুরানো ওল্ড ওয়ার্ল্ড বলা হয়। নিউ ওয়ার্ল্ড থেকে ওল্ড হয়েছে , পুনরায় নিউ অবশ্যই হতে হবে। নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকার বাচ্চারা করেছে। আচ্ছা, নতুন দুনিয়ার মালিক কে ছিল ? বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন। আদি সনাতন দেবী দেবতারা মালিক ছিলেন , পিতা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন এবারে নিরন্তর এই কথাই স্মরণ করো। বাবা পরম ধাম থেকে আমাদের পড়াতে, রাজ যোগ শেখাতে এসেছেন। সম্পূর্ণ মহিমা একমাত্র ওঁনার-ই, এনার কোনো মহিমা নেই। এই সময় সবাই হল তুচ্ছ বুদ্ধি , কিছু বোধ নেই , তাই আমি আসি তবেই তো এই গান তৈরি হয়েছে। সর্বব্যাপী-র জ্ঞান তো লুপ্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট আছে। বাবা বার বার বলেন দেহ অভিমান ত্যাগ করে দেহি অভিমানী হও এবং শিববাবাকে স্মরণ করো। এমনই ভাবো - শিববাবা-ই সব করেন। ব্রহ্মা তো নেই। যদিও ওঁনার (ব্রহ্মার) রূপ এই চোখে দেখা যায় কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার দিকে যাওয়া উচিত। শিববাবা না থাকলে এনার আত্মা এনার শরীর কোনো কাজের নয়। সদা জানবে যে এনার মধ্যে শিববাবা উপস্থিত আছেন যিনি এনার দ্বারা পড়ান। ইনি তোমাদের টিচার নন। সুপ্রিম টিচার হলেন শিববাবা, স্মরণ ওঁনাকে করতে হবে। কখনও এই দেহকে স্মরণ করবেনা। বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তাহলে সর্বব্যাপী-র জ্ঞান লুপ্ত হবে। বাচ্চারা স্মরণ করে আবার এসে জ্ঞান যোগের শিক্ষা প্রদান করুন। পরম পিতা

পরমাত্মা ব্যতীত কেউ রাজ যোগের শিক্ষা দিতে পারেনা। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই গীতার জ্ঞান স্বয়ং বাবা-ই বলেন , যে জ্ঞান পরে প্রায় লোপ হয়ে যায়। সেখানে এর দরকার নেই। রাজধানী স্থাপন হয়ে যায়, সদগতি হয়ে যায়। জ্ঞান দেওয়া হয় দুর্গতি থেকে সদগতিতে যাওয়ার জন্যে। বাকি সব হল ভক্তিমার্গের কথা। মানুষ জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদি যা কিছু করে সেসব হল ভক্তিমার্গের কথা , এর দ্বারা আমায় প্রাপ্ত করা যায়না। আত্মার পাখা ভেঙে গেছে। পাথরে পরিণত হয়েছে। পাথর থেকে পুনরায় পারস করতে আমায় আসতে হয়।

বাবা বলেন এখন কত মানুষ আছে , সর্ষে দানার মতন সংসার ভরে আছে। সব শেষ হবে। সত্যযুগে এত মানুষ হয়না। নতুন দুনিয়ায় বৈভব অনেক, মানুষ কম থাকে। এখানেতো এত মানুষ আছে যে খাবার পাওয়া যায়না। পুরানো খরা জমি হয়েছে। যা আবার নতুন হবে। সেখানে সবকিছুই থাকে নতুন। নামটাই কত মিষ্টি - হেভেন, বহিস্ত , স্বর্গ। দেবতাদের নতুন দুনিয়া। পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘরে বসার ইচ্ছে তো হয় তাইনা। এখন হল নতুন দুনিয়া স্বর্গে আসার কামনা। এই পুরানো শরীরের কোনো ভ্যালু নেই। শিববাবার তো কোনও শরীর নেই। বাচ্চারা বলে হার পরাব। কিন্তু এনাকে হার পরালে তোমাদের বুদ্ধিযোগ এনার দিকেই যাবে। শিববাবা বলেন আমার হারের দরকার নেই, তোমরা-ই পূজ্য হও। পূজারীও হও। নিজেরাই পূজ্য , নিজেরাই পূজারী হও। অর্থাৎ নিজেদের ছবির পূজা করতে আরম্ভ করো তোমরা। বাবা বলেন - আমি পূজ্য হইনা , আমার ফুলেরও দরকার হয়না। আমি কেন ধারণ করব ? তাই কখনও ফুল স্বীকার করেননা। তোমরা যবে পূজ্য হবে তখন যত ইচ্ছে ফুল ধারণ করো। আমি তো হলাম বাচ্চারা তোমাদের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার, টিচার এবং সার্ভেন্ট। বড় বড় রয়্যাল মানুষ যখন সিগনেচার করেন তখন লেখেন - মিন্টো (Minto), কার্জন (Curzon) [British Viceroy] ... নিজেকে কখনও লর্ড লেখেনা। এখানে তো লেখে - শ্রী শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী অমুক। একদম 'শ্রী' শব্দটি ব্যবহার করে। তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন এই শরীরকে স্মরণ করোনা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। এই পুরানো দুনিয়ায় আত্মা এবং শরীর দুই হল পতিত। সোনা ৯ কারেটের হবে তো গয়নাও ৯ ক্যারেটের হবে। সোনায় খাদ পড়ে। তো আত্মাকে নির্লিপ্ত ভাবা উচিত নয়। এই জ্ঞান তোমাদের এখন রয়েছে তারপরে ২১ জন্মের প্রালঙ্ক প্রাপ্ত কর , সুতরাং কতখানি পুরুষার্থ করা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা ঋণে ঋণে ভুলে যায়। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। ব্রহ্মার আত্মাও শিববাবাকে স্মরণ করে। এক ভগবানকে সব ভক্তরা স্মরণ করে। কিন্তু তমোপ্রধান হওয়ার ফলে বাবাকে ভুলে নুড়ি পাথর সবে পূজা করে। আমরা জানি যে কিছু হচ্ছে , ড্রামাতে শুট হয়ে চলেছে। ড্রামায় একবার যা শুটিং হয়েছে, ধরো কোনো পাখি উড়ে যায় তবে সেই সীন শুটিংয়ে বার বার দেখা যাবে। ঘুড়ি ওড়া শুট হলে বার বার সেই সীন রিপিট হবে। সেরকমই ড্রামাও সেকেন্ড সেকেন্ড রিপিট হয়। শুট হতে থাকে। সবই নির্দিষ্ট এই ড্রামাতে, তোমরা সবাই হলে অ্যাক্টর। পুরো ড্রামা সাক্ষী হয়ে দেখা। এক একটি সেকেন্ড ড্রামা অনুযায়ী পার হয়। পাতা নড়ছে, ড্রামা পাস হচ্ছে। এমন নয় , প্রতিটি পাতা ভগবানের আদেশ অনুযায়ী নড়ছে। এই সবই হল ড্রামায় নির্দিষ্ট, এইসবই খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। বাবা এসে রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন , ড্রামার নলেজ দিচ্ছেন। চিত্র ইত্যাদি সুন্দর তৈরি আছে ! সঙ্গম যুগে কাঁটা লেগে আছে। কলিযুগের অন্ত কাল, সত্যযুগের আদিকাল হল সঙ্গম। এখন পুরানো দুনিয়ায় অনেক ধর্ম আছে। নতুন দুনিয়ায় এইসব হবেনা। তোমরা বাচ্চারা সর্বদা এই ভাবো যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজার রাজা

করি। রাজারা লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করে। অর্থাৎ তাঁদের পূজনীয় স্বরূপ আমি প্রদান করি। যারা পূজনীয় ছিল তারা পূজারী হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো যে আমরা-ই পূজনীয় ছিলাম আমরা-ই পূজারী হয়েছি। বাবা তো পরিবর্তন হন না। তোমরা বাচ্চারা এখন ফুল বা হার ইত্যাদি স্বীকার করতে পারোনা , নিয়ম অনুযায়ী যাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র হয় তারা-ই সেই ফুল প্রাপ্ত করার অধিকারী হয়। সেখানে স্বর্গে তো আছেই সুগন্ধিত ফুল। সুগন্ধের জন্যেই হয় ফুল। হার ধারণ করার জন্যও হয় ফুল। বাবা বলেন এখন তোমরা বাচ্চারা বিষ্ণুর গলার মালা হও , নম্বর অনুযায়ী তোমরা সিংহাসনে বসবে। যারা যেমন পুরুষার্থ করেছে কল্প পূর্বে , তারা করে এবং করবেও। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। বুদ্ধি বলে অমুক আত্মা খুব সার্ভিসেবল। যেমন দোকানে বসে কেউ মালিক হয় , কেউ অংশীদার কেউ ম্যানেজার হয়। এখানেও ঠিক সেইরকম আছে।

তোমরা বাচ্চারা মাতা পিতাকেও জয় করো। তোমরা আশ্চর্য অনুভব কর যে মাতা পিতার চেয়ে এগিয়ে যাবে কিভাবে। বাবা তো বাচ্চাদের পরিশ্রম করে যোগ্য করেন, সিংহাসনে বিরাজিত করেন তাই বলেন আমার সিংহাসন জয় করো। একে অপরকে জয় করা হয় তাইনা। পুরুষার্থ এমন করো যে নয় থেকে নারায়ণ হও। মূখ্য উদ্দেশ্য হলই এক। তারপর বলেন রাজ্য স্থাপন হচ্ছে , তাতেও বিভিন্ন পদ মর্যাদা রয়েছে। মাঝাকে জয় করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো। সন্তানদের স্নেহের সঙ্গে পালন করো। কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে থাকো। ভক্তিমার্গে বলেছিলে - প্রভু এইসব কিছু আপনার দেওয়া । আপনার সম্পদ আপনি নেবেন তাতে দুঃখের কি আছে। কিন্তু এই হল দুঃখের দুনিয়া। মানুষ কাহিনী শোনে , মোহ জিত রাজার কাহিনী শোনে। সেখানে দুঃখের অনুভূতি নেই, এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। সেখানে রোগ ইত্যাদি নেই। এভারহেলদি নিরোগী কায়া থাকে সেখানে। বিবাহ ইত্যাদি কিভাবে হয় , কি ড্রেস ধারণ করা হয় , নিয়ম ইত্যাদি কি - এই সবার সাক্ষাৎকার বাচ্চারা করেছে। সেসব পার্ট পার হয়েছে। সেসময় এত জ্ঞান ছিলনা। এখন দিন প্রতিদিন বাচ্চাদের মধ্যে শক্তি বাড়তে থাকে। এইসব পার্টও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। আশ্চর্য কিনা - পরমাত্মারও কত দামি পার্ট আছে। নিজে বসে বোঝান - ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বসে আমি কত কাজ করি ! আমি কল্পে একবারই নীচে আসি। নিরাকারের পূজারী অনেক আছে। কিন্তু নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা কিভাবে এসে পড়ান - এই কথাটি লুপ্ত প্রায় । গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লেখা আছে, ফলে নিরাকারের প্রতি প্রীতি খন্ডিত হয়েছে। এই সহজ রাজ যোগের শিক্ষা তো পরমাত্মা প্রদান করেন এবং দুনিয়াকে শেখান। দুনিয়া পরিবর্তিত হতে থাকে , যুগ পাল্টাতে থাকে। এই ড্রামার চক্র কে তোমরা এখন বুঝেছ। মানুষ কিছু জানেনা। সত্যযুগের দেবী দেবতারাও জানেনা। শুধুমাত্র দেবতাদের স্মরণ চিহ্ন রয়ে গেছে।

বাবা বলেন সর্বদা এমন ভাবো - আমরা হলাম শিববাবার, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, শিববাবা আমাদের এই ব্রহ্মা দেহের আধার নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। শিববাবার স্মরণে খুব খুশি অনুভব হবে। এমন গড ফাদার কাকে বলা যাবে। পিতাও তিনি , টিচারও তিনি। কিন্তু লৌকিক পিতা গুরুও হবে - এমনটা হয়না। টিচার হতে পারে, ফাদারকে কখনও গুরু বলা হয়না। ব্রহ্মাবাবার ফাদার টিচারও ছিলেন , পড়াতেন। আমরাও পড়তাম। উনি ছিলেন হদের ফাদার টিচার। ইনি হলেন বেহদের ফাদার টিচার। তোমরা নিজেদের গডলি স্টুডেন্ট ভাবেও পরম সৌভাগ্য। গড ফাদার পড়ান। কত ক্লিয়ার। সুতরাং কতখানি মিষ্টি বাবা তাইনা ! মিষ্টি জিনিস স্মরণ করা হয়। যেমন প্রেমিক ও প্রেমিকার ভালোবাসা। তাদের বিকার-জনিত ভালোবাসা নয়। শুধু একে অপরকে দেখে তারা।

তোমাদের হল আত্মার প্রেম পরমাত্মার সঙ্গে। আত্মা বলে বাবা জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। এই পতিত দেহে এসে আমাদের কত উঁচু স্থান প্রদান করেন ! গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে কোনো জোর লাগেনা। সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠ বাসী হওয়া যায়। সেকেন্ডে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। এইটি হল মুখ্য উদ্দেশ্য , এর জন্যই পড়াশোনার প্রয়োজন আছে। গুরু নানক বলেছিলেন ময়লা অপরিষ্কার কাপড় পরিষ্কার করেন ... লক্ষ্য সোপ হলেন তাইনা। বাবা বলেন আমি হলাম প্রক্ষালক (ধোপা)। তোমাদের বস্ত্র (আত্মা ও শরীর) শুদ্ধ করি ! এমন ধোপা কখনো দেখেছ ? যে আত্মা একেবারে মলিন কালো হয়েছে তাকে যোগবলের দ্বারা স্বচ্ছ করি। এই ব্রহ্মার চেয়েও মিষ্টি তিনি। আত্মাদের বলেন তোমরা এই চোখ দিয়ে ব্রহ্মার শরীর রূপী রথটি দেখ কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা এনার দ্বারা তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট, ভগবান টিচার রূপে আমাদের পড়ান - এই স্মৃতিতে থাকতে হবে। গৃহস্থে থেকে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে হবে।

২) এখন হার বা ফুল স্বীকার করবেনা। বিষ্ণুর গলার হার হতে মায়াকে পরাজিত করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- অলৌকিক জীবনের স্মৃতি দ্বারা বৃত্তি, স্মৃতি ও দৃষ্টির পরিবর্তনকারী মরজীবা বা জীবন্মুত হও

ব্যাখ্যা: ব্রাহ্মণ জীবনকে অলৌকিক জীবন বলা হয়, অলৌকিকের অর্থ হল এই লোকের (জগতের) নয়। দৃষ্টি, স্মৃতি, বৃত্তি সবোতাই পরিবর্তন। সদা আত্মা ভাই-ভাইয়ের বৃত্তি বা ভাই-বোনের বৃত্তি হবে। আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে এক পরিবারের সদস্য - এই বৃত্তি থাকবে এবং দৃষ্টি দ্বারাও আত্মাকে দেখো, শরীরকে নয় - তবেই বলা হবে মরজীবা বা জীবন্মুত । এমন শ্রেষ্ঠ জীবন পাওয়ার পরে পুরানো জীবনের স্মরণ আসতে পারেনা।

স্লোগান - সর্বদা শুদ্ধ অনুভূতিতে থাকলে অশুদ্ধ অনুভূতির ফ্লু কাছেও আসতে পারবেনা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্রতা ছাড়া মানুষ কোনো কাজেরই নয় তাই তোমাদের পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র করাতে সাহায্য করতে হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তা ছাড়া জীবনে উল্লতির পরিবর্তে অবনতি হয়ে যায় ?

উত্তর :- যদি এই নিশ্চয়তা না থাকে যে আমাদের অতি প্রিয় বাবা পড়াচ্ছেন, আমরা এসেছি জ্ঞান আর যোগ শিখে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিতে, তাহলেই আমাদের জীবনের অবনতি হয়। সংশয় উৎপন্ন হলে ভাগ্যে গণ্ডি লেগে যায়, এই কারণে নিশ্চয়তাই হলো বিজয়। বাবা সামনে এগিয়ে দেন মায়েদের, এতে ঈশ্বার কোনো ব্যাপার নেই, এতেও বাচ্চাদের দেহ -অভিমান বা সংশয় আসা উচিত নয়।

গীত :- আমার মনের দ্বারে কে এলো.....

ওম শান্তি। এই কথা বাচ্চারা বলে। বাবা বোঝান যে আমি সাকারী নই আবার আকারী দেবতাও নই। আমি হলাম পরমাত্মা। একেও আত্মাই বলা হয়। কেবল শব্দ যোগ হয়ে যায় পরম - আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। তাঁরই সমস্ত মহিমা, যে পরমাত্মাকে সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে, ওঁনাকেই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ বলা হয়। এখন হলো রাবণ রাজ্য, আসুরী সম্প্রদায়, একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার সম্প্রদায়। এই কথা কে বোঝান? যাকে এই চোখের দ্বারা জানা যায় না। বাবা যখন নিজের পরিচয় দেন তখন আত্মা নিজের বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে চিনতে পারে। বলা হয় -- তোমরা আমার সন্তান, তোমরা যেমন আত্মা, আমিও তেমনই আত্মা। কিন্তু আমি বাবা হওয়ার কারণে আমাকে পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়, এই কারণেই বলা হয় ভগবান উবাচঃ। এমন নয় যে ব্রহ্মা ভগবান উবাচঃ বলা হবে। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতা নমঃ বা বিষ্ণু দেবতা নমঃ। এক বাবাই নিজে বলেন -- হে বাচ্চারা, শিব ভগবান উবাচঃ, আমি তোমাদের সকলের ভগবান। সকলেই আমাকে স্মরণ করে। আমিই সমস্ত বাচ্চাদের সদা খুশী এবং সদা শান্ত বানাই। তা কেবল বলার জন্য নয়। যেমন মানুষ মানুষকে প্রাইজ দেয় -- অমুকে হলেন শান্তি স্থাপনকারী লীডার। এখানে মানুষের কোনো কথা নয়। সমস্ত মানুষদের প্রাইজ দেন একমাত্র বাবা। তোমরা তাঁর শ্রীমতে চলে পবিত্রতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করছো। তোমরা যাদের সাহায্য করো, আগের কল্পের মতো তারাও পবিত্রতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদী বর্ষা পায়। এখন তো পরম পিতা পরমাত্মার সঠিক চিত্র বের করতে পারবে না। ব্রহ্মার তবুও সূক্ষ্ম রূপ আছে। এই পরমাত্মা, যিনি স্টার, তাঁর ছবি কিভাবে বের করবে? পরম পিতা পরমাত্মা হলেন একই আর তিনি হলেন স্টারের মতো। তাঁর ছবি বের করা যায় না। কেবল আত্মা, যার মধ্যে মন এবং বুদ্ধি আছে, সেই তাঁকে জানতে পারে। এ হলো নতুন কথা তাই তোমাদের বোঝানো হয় - তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো। এই শরীর তো তোমরা পরে পাও। তোমরা আত্মারা অবিনাশী, অমর। এই শরীর হলো বিনাশী বা মরণশীল। এই শরীরই যুবা বা বৃদ্ধ হয়। আত্মার চিত্র তো বের করা যায় না কিন্তু সাক্ষাৎকার হতে পারে। এই সাক্ষাৎকারেরও ছবি বের করা যায় না। বাকি সবই বোঝানো যায়। মানুষ বা দেবতাদের ছবি পাওয়া যায় কিন্তু পরমাত্মার নয় তাই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে না। এখন বাবা বুঝিয়ে বলছেন - সম্পূর্ণ কল্পে তোমরা দেহ - অভিমানে থাকো। এখন দেহী - অভিমানী হও। সত্যযুগে তোমাদের দৈবী শরীর ছিলো তারপর

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র শরীরে এসেছে। এখন তোমরা হলে আত্মা - আগের সবই তোমাদের পরিবর্তন করতে হবে। আমি তোমাদের আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছি। তোমরা এই কানের দ্বারা শুনতে পাও। আর কোনো মানুষই এমন কথা বলবে না। তোমরা এখানে পরম পিতা শিবের কাছে এসেছো। তিনি কিন্তু নিরাকার। সেই নিরাকারই নিশ্চই সাকারের মধ্যে এসেছেন, তাই তো তোমরা এখানে এসেছো। তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় -- কার কাছে এসেছো? তোমরা বলবে -- শিববাবার কাছে। ইনি (দাদা) হলেন মাঝখানে দালাল, কেননা সম্পত্তি তো গ্র্যান্ড ফাদারের (দাদুর)। মাঝে যদি বাবা না থাকে তাহলে দাদু কিভাবে বলবে। দাদুর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা কিভাবে পাবে। বাবা হলেই তো দাদুর আশীর্বাদী বর্ষা নিতে পারবে। নিশ্চয়তা ছাড়া এখানে কেউই আসতে পারে না। বিশ্বাস ছাড়া এখানে আসার কোনো উদ্দেশ্যই নেই। তোমরা এখানে আসো শিববাবার সঙ্গে মিলিত হতে। ব্রহ্মার দ্বারা বাবার কাছে জন্ম নেওয়া ছাড়া আমরা কিভাবে তাঁর হতে পারবো। এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না। মায়া কিন্তু তোমাদের অবুঝ বানিয়ে দেয়, বাবা এসে তারপর তোমাদের সমঝদার করে তোলে। তোমরা বাবাকে ভুলে গেছো তাই নির্ধন এবং অনাথ হয়ে গেছো। তাই তোমরা আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ পেয়ে এসেছো। অর্ধ কল্প থেকে, যখন থেকে তোমরা বিকারী হয়েছো, তখন থেকে দুঃখী হতে হতে এখন মহা দুঃখী হয়ে গেছো। যে দেবতারা একসময় সদা সুখী ছিলো, এখন তারা মহা দুঃখী। কোথায় স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য আর কোথায় এই দুনিয়া! এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, শিববাবাই তোমাদের প্রকৃত বাবা, যাঁর থেকে সত্যখন্ডের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়। এই ভেবেই তোমরা এখানে আসো। না হলে আসার তো কোনো দরকার নেই। বাইরে গিয়ে তোমরা ভাষন দাও যে, তোমরা বাবার কাছে এসে পড়ো, তাহলেই স্বর্গের মালিক দেবী - দেবতা হতে পারবে। কেউ যদি এই দেবী দেবতা ধর্মের হয়, তাদের এই চারা লেগে যাবে। বাকি কলেজ বা ইউনিভার্সিটি এই একটাই, যেখানে এসে রোজ পড়তে হবে। বাবাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে আর পবিত্র থাকতে হবে। রাখীবন্ধনের গায়নও তো আছে। বোনেরা ভাইদের রাখী বাঁধে। এ তো মাতৃশক্তি। তাহলে তাদের পদ তো অবশ্যই উঁচু করতে হবে। ভাইদেরও বলা হয় তোমরা মায়েদের সম্মান করো, তাদের সহযোগিতা করো। তাদের যে কোনো ধরনের অত্যাচার বা অপমানের হাত থেকেও রক্ষা করতে হবে। সম্পূর্ণ না বোঝার কারণে উল্টাপাল্টা কথা শোনানোয় অবলারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। তাই যারা উল্টো কর্ম করে, বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাদের উপর পাপের অনেক বড় বোঝা এসে যায়। এখানে তোমরা এসেছো জীবন তৈরী করার জন্য। এই জ্ঞান মার্গে অনেক বিঘ্ন আসে কেননা এখানে পবিত্রতার কথা থাকে। ক্রাইস্টকেও ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিলো। সেও পবিত্রতার কথাই ছিলো। আত্মা পবিত্র আসে এবং পবিত্র বানানোর চেষ্টা করে। তখন পোপ বা পাদ্রিরা গুরু হয়ে যায়। বাস্তবে গুরু পবিত্র হওয়া চাই। আজকাল অবশ্য বিয়েও করে নেয়। এই পবিত্রতা ছাড়া মানুষ কোনো কাজের নয়। এখানে পবিত্রতাই হলো মুখ্য। এর উপরই বিঘ্ন আসে। মদ্যপ মানুষের যেমন মদ ছাড়া আরাম হয় না, তেমনই এরা বিষ ছাড়া থাকতে পারে না। বাবা বোঝান, আমি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র রাজাদের রাজা বানাই।

তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে আসো তখন তোমাদের খেয়াল থাকে যে, কারোর তো কোনো সংশয় আসে নি? না হলে অবলাদের উপর অনেক বন্ধন এসে যাবে তখন অনেক সাজা ভোগ করতে হবে, বাবা তো ধর্মরাজও। আমরা নিরাকারকেই বাবা বলি। যদিও আজকাল মেয়রকেও বাপুজী বলে, গান্ধী জীকেও বাপু বলে, কিন্তু ইনি তো সমস্ত আত্মার আসল বাবা। এ কোনো ফালতু বড়াই করা

নয়। বাবা মানে প্রকৃত বাবা। তিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রাজযোগ শেখান। বাবা যে আসেন --- এই কথায় সংশয় আসা উচিত নয়। মায়া রাবণ এই সংশয় নিয়ে আসে। এই সংশয়কেই ভূত বলা হয়। বিশ্বাসকে কখনো ভূত বলা হয় না। নিশ্চয়তা থেকে তোমরা বিজয় পাও। তোমরা এই সংশয় ভূতের বিনাশ করতে পারো। "বাবা এমন কেন বলছেন অথবা বাবা মায়েদের কেন মহিমা করেন" --- এই সঙ্কল্প আসাও তো সংশয়ই হলো, তাই না। বাবা বলেন, এ তো প্রবৃত্তি মার্গ, কিন্তু এতেও মাতা গুরু বলা হয়। বন্দে মাতরম্ বলা হয়। গুরু মাতা ছাড়া কারোরই কোনো কল্যাণ হতে পারে না। গোপ বা ভাইয়েদেরও কল্যাণ হয়। তারা আবার অন্যদের সেবা করে। তারা মিত্র - সশ্রদ্ধীদের নিয়ে আসে। তারা বলে, চলো তোমাদের ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে নিয়ে যাই। তোমরাও তো ব্রহ্মাকুমার। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন বিখ্যাত, যখন সৃষ্টির রচনা হয়েছিলো তখন ভগবান অবশ্যই এসেছিলেন এবং তোমরাও প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছিলে। ব্রহ্মাকে কে সৃষ্টি করেছিলেন? পরম পিতা পরমাত্মা শিব। না হলে মনুষ্য সৃষ্টি কিভাবে রচিত হবে? মানুষ তো এ কথাও বলে যে আমাদের ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তাহলে ঈশ্বরকে অবশ্যই কারোর শরীরে আসতে হবে। এই শরীরের নাম কি? সন্ধ্যাস নেওয়ার কারণে আর তাঁর হওয়ার কারণে সেই শরীরের নাম দেওয়া হয় ব্রহ্মা। দেখো, কিভাবে সৃষ্টির রচনা হয়? এ খুবই আশ্চর্যের কথা। গীতা ইত্যাদিতে এইসব কথা কিছুই নেই। এ হলো সঙ্গতি হওয়ার জ্ঞান। বাবাই হলেন সঙ্গতিদাতা। সেই রচয়িতাই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন। সারা দুনিয়া খোঁজো, কেউ আছে কি যারা এই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে --- এক ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী ছাড়া? সেও একমাত্র জ্ঞানী আত্মাই জানতে পারে।

তোমাদের সিদ্ধ (প্রমাণিত) করতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বাবা, তিনি সর্বব্যাপী নন। অবশেষে সকলেই একদিন বুঝতে পারবে যে, এই জ্ঞান এদের পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দেন তাই এর নাম হলো ব্রহ্মা জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞান নয়। অবশ্যই তা বাবার থেকেই পাওয়া গিয়েছিলো। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁরই মহিমা। তিনি জ্ঞানের কলস মায়েদের দিয়েছেন। বাবা এসে এই মায়েদের উচ্চ বানান। পুরুষরাও উচ্চ হয় কিন্তু এই নিয়ে ঈর্ষা হওয়া উচিত নয়। এমন নয় যে, মায়েদের নাম কেন দেওয়া হয়েছে। বাবা এসে মায়েদের সম্মান বৃদ্ধি করেন। বাবা বাচ্চাদের ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান দেন, যার নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা জ্ঞান। এই জ্ঞান হলো শিববাবার। ব্রহ্মা - বিষ্ণু বা শঙ্করকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। ব্রহ্মা নিজেই বলেন, আমি জ্ঞানের সাগর নই। এ আমার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, বাবার হয়েছি, তাই বাবা নাম রেখেছেন, দত্তক নেওয়া হলে নামের পরিবর্তন হয়। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। বড় রাজধানী স্থাপন হবে। লেখাও আছে যে -- রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছিলো। রুদ্রের অর্থ হলো শিব। কৃষ্ণ তো ছিলেন রাজকুমার। তিনি কিভাবে এই যজ্ঞের রচনা করবেন। আর গীতার ভগবানও কৃষ্ণ নন। তিনি স্বর্গের রচনাই করেন নি। সে তো রচয়িতাই রচনা করবেন। এই কথাও আমাদের কুলের লোকেরাই বুঝতে পারবে। দেবী - দেবতা ধর্মের লোকেদেরই চারা লাগবে। তোমরা পরে বুঝতে পারবে যে তোমরা কোথায় যাবে ---- সূর্যবংশীতে যাবে, নাকি চন্দ্রবংশীতে অথবা প্রজায়? সবাই জানে যে --- মৃত্যুর উপর কারোর কোনো ভরসা নেই। আজকাল তো বসে বসেই চট করে মারা যায়। স্বর্গে কখনো অকালে মৃত্যু হয় না। মানুষ সুখের জন্য কতো পরিশ্রম করে। আমরা নিজেদের সুখী রাখবো, বিত্তবান হবো। কেউ যদি পাঁচ টাকা পায় সে চেষ্টা করে যাতে ছয় - সাত টাকা পাওয়া যায়। বাবা বলেন - আমি তো তোমাদের সম্পত্তিবান করে দিই। সন্ধ্যাসীরা তো বলে এই

সুখ হলো কাক বিষ্ঠা সম। তারা কি জানবে। হঠযোগী কাউকেই জীবনমুক্তি দিতে পারে না। পরম পিতা পরমাত্মাই এই মায়েদের দ্বারা জীবন মুক্তি দেন। অবশ্য পুরুষরাও থাকে। তোমাদের অন্য সকলকে নিজের সমান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে। যত পুরুষার্থ করবে ততই উঁচু পদ পাবে। মেজরিটি হলো মায়েদের। নামের গায়নও আছে গোপাল কানাইয়া। ষাঁড়ের নাম খোড়াই আছে। এতে দেহ - অভিমান আসা উচিত নয়। দেহ - অভিমান এলেই মায়া উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাচ্চারা এই বিশ্বাসের সঙ্গে এখানে আসে যে, আমরা সেই অতি প্রিয় বাবার কাছে যাবো। এই আত্মাও নিজের মুখেই বলেছেন -- আমি পরম পিতা পরমাত্মার কাছে যাই রাজযোগ আর জ্ঞান শিখে আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য। না হলে এখানে আসার প্রয়োজন নেই। এই খেয়ালে যদি না আসো তাহলে সংশয় নিয়েই চলে যাবে, অর্থাৎ নিজের ভাগ্যের ক্ষতি করে ফেলবে। তখন গণ্ডি লেগে যায়, তাই বলা হয় --- "নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী, সংশয় বুদ্ধি বিনশন্তী।" প্রথমেই লিখিয়ে নেওয়া উচিত যে কার কাছে যাচ্ছো? পরম পিতা পরমাত্মার কাছে। ব্যস, তিনিই সব বোঝান। ভক্তি মার্গে মানুষ কৃষ্ণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে, তারা তীর ভক্তি করে, যখন সাক্ষাৎকারের জন্য গলা কেটে হত্যা করতে যায় নিজেকে! সাক্ষাৎকার না হলে আমি মরে যাবো, তখন খুব মুশকিলে তবে দর্শন হয়। সেই সাক্ষাৎ কারও আমিই করাই। এখানে তো বাচ্চাদের আমাকে সাক্ষাৎকার করাতেই হবে। এম অবজেক্ট আছে, সাক্ষাৎকার তো হয়ে যায় কিন্তু এতেই খুশী হলে হবে না। যতক্ষণ না পুরুষার্থ করবে ততক্ষণ এই প্রালঙ্ক কি করে পাবে? এই কারণে পুরুষার্থ সর্বপ্রথমে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : --

১) শ্রীমতে চলে, বাবার সাহায্যকারী হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বে পবিত্রতা এবং শান্তি স্থাপন করে শান্তির প্রাইজ নিতে হবে।

২) মাতা এবং বোনদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে। মায়েদের উচ্চ পদ দিতে হবে। তাদের সম্মান করতে হবে।

বরদান :-- দেহ - অভিমানের ত্যাগের দ্বারা সদা স্বমানে স্থিত থাকা সম্মানধারী হও

যে বাচ্চারা এই এক জন্মে দেহ - অভিমানের ত্যাগ করে স্বমানে স্থিত থাকে, তারা এই ত্যাগের পরিবর্তে ভাগ্যবিধাতা বাবার দ্বারা সম্পূর্ণ কল্পের জন্য সম্মানধারী হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত করে। অর্ধেক কল্প প্রজাদের কাছে সম্মান প্রাপ্ত হয়, অর্ধেক কল্প ভক্তদের কাছে সম্মানের প্রাপ্তি করো, আর এই সময়, এই সঙ্গমে স্বয়ং ভগবান তাঁর সম্মানধারী বাচ্চাদের সম্মান দেন। স্বমান আর সম্মান এই দুয়ের নিজেদের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ।

স্লোগান :- প্রতি পদে বাবার এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের শুভ কামনা যদি নিতে থাকো তাহলে সদা এগিয়ে যেতে থাকবে।

সুখ, শান্তি, পবিত্রতার তিন অধিকার

আজ বাপদাদা তাঁর অতি স্নেহী হারানিধি বাচ্চাদের দেখছেন। বাচ্চারা সবাই মিলনোৎসব উদযাপন করতে নিজেদের ঘরে পৌঁছে গেছে। এই ভূমিকেই বলা হয়ে থাকে নিজের ঘর, দাতার দ্বার। এই মহিমা এই সুইট হোমের। সুইট হোমে সুইট বাচ্চাদের সাথে সুইটেস্ট বাবা মিলনোৎসব পালন করছেন। আজ, বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার ললাটভাগে বিশেষ অধিকারের তিন রেখা দেখছেন। প্রত্যেকের ললাটে তিন রেখা আঁকা হয়ে আছে, কারণ তারা প্রত্যেকেই তো বাচ্চা। বাচ্চা হওয়ার কারণে প্রত্যেকের অধিকার আছে, কিন্তু তারা নস্বরক্রমে। কিছু বাচ্চার ভাগ্য, সুখের অধিকার-রেখা অতি স্পষ্ট আর গভীর। যে বিপরীত পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক বা যত দুঃখের তরঙ্গ এসে তাদের মধ্যে দুঃখের উৎপত্তি করুক, দুঃখ শব্দ সম্পর্কে তাদের অবিদ্যা। এমনকি, দুঃখের পরিস্থিতিতে, "বাহ্ মিষ্টি ড্রামা, বাহ্ সব পার্টধারীর পার্ট বাহ্" - সুখসাগরের থেকে প্রাপ্ত এই নলেজের আলোকে এবং অধিকারের খুশি দ্বারা তারা যেকোন দুঃখকে সুখে রূপান্তর করে। তাদের অধিকার দ্বারা তারা দুঃখের অন্ধকারকে পরিবর্তন করে মাস্টার সুখদাতা হয়ে নিজেরা তো সুখের দোলায় দোলেই, উপরন্তু অন্যদেরও সুখের ভাইব্রেশন দেওয়ার নিমিত্ত হয়। এইভাবে তাদের সুখের অধিকার-রেখা খুব স্পষ্ট আর গভীর, যা অন্য কেউ তাদের থেকে মুছে ফেলতে পারেনা। যারা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা বদলে যেতে পারে কিন্তু অধিকারীরা নয়। তারা মাস্টার সুখদাতার থেকে কণামাত্র সুখ নেয়। এইরকম রেখাযুক্তদের বাবা দেখছিলেন। একেই বলা হয়ে থাকে নস্বর ওয়ান সৌভাগ্যবান। আগেও তোমাদের বলেছি, "ওয়ানের লক্ষণ হল উইন"।

দ্বিতীয় রেখা শান্তি। শান্তিই তোমাদের সবার স্বধর্ম, এটাই তো বিশ্বাস করো, তাই না! এটাই তো সবাইকে বলো? ধর্মের নামে কি বলা হয়েছে? যদি তোমাদের মৃত্যুকেও বরণ করতে হয় তবুও ধর্ম ছাড়বে না। শির গেলেও যেন ধর্ম না যায়। সুতরাং, সুখ শান্তির বর্সার অধিকারী কখনো শান্তি ত্যাগ করতে পারেনা। যারা অশান্তকে শান্ত বানিয়ে অন্যকে সদা শান্তির কিরণ দেয় এবং যা কিছুই ঘটে যাক তারা শান্তির ধর্ম, শান্তির অধিকার ছাড়তে পারেনা। একেই বলা হয় দ্বিতীয় অধিকারের রেখায় নাস্বর ওয়ান হওয়া। তৃতীয় হলো, পিওরিটির অধিকারের রেখা। বাচ্চারা সকলেই পবিত্র আত্মা। তবুও নাস্বর ওয়ান অধিকারের সৌভাগ্যবান বাচ্চা কে? যার আচার আচরণে এবং চেহারায়ে পিওরিটির পারসোন্যালিটি এবং পিওরিটির রয়্যালটি অনুভব হয়। লৌকিক জীবনেও জাগতিক পারসোন্যালিটি এবং রয়্যালটি দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু ভাগ্যবান বাচ্চাদের মধ্যে অলৌকিক পারসোন্যালিটি এবং পবিত্রতার রয়্যালটি প্রতীয়মান হয়। একেই বলা হয় নাস্বর ওয়ান পবিত্রতার ভাগ্যের রেখা।

আজ, বাবা সমস্ত বাচ্চাদের অধিকারের রেখা দেখছিলেন। তোমরা সকলেও নিজেদের তিন রেখা দেখছো, তাই না! চেক করো, তিন অধিকার প্রাপ্ত করেছ কিনা! পুরো অধিকার নিয়েছ নাকি পার্সেন্টেজে নিয়েছ? যদি সঙ্গমেও পার্সেন্টেজে থাকে তবে সারা কল্প পার্সেন্টেজেই থেকে যাবে। পূজ্য পদেও পার্সেন্টেজ হবে, ফুল পূজা অর্থাৎ পূর্ণ পূজা হবেনা এবং প্রারন্ধেও পার্সেন্টেজ থেকে যাবে। আচ্ছা

আজ মেজরিটি নতুনদের অর্থাৎ সেই পুরানো বাচ্চারা এই এসেছে। নতুন বাচ্চাই বলা, বা কল্প-কল্পের অধিকারী বাচ্চা বলা, নিজেদের অধিকার নেওয়ার জন্য আবারও একবার নিজের স্থানে পৌঁছে গেছে। সবথেকে বেশি খুশি কার হয়েছে ! তোমরা প্রত্যেকেই ভাববে আমার হয়েছে। এইরকম বিশ্বাস করো নাকি কারও কম কারও বেশি মনে হয় ? অধিকারী বাচ্চাদের বিশেষ মিলনের অধিকার দেওয়ার জন্য বাপদাদাকেও আসতেই হয়।

বাচ্চাদের প্রতি বাবার স্নেহ বেশি নাকি বাবার প্রতি বাচ্চাদের বেশি ? অটুট স্নেহ কার আছে ? বাপদাদা তো বাচ্চাদেরই নয়নের সামনে রাখেন। বাচ্চারা প্রথম ! বাচ্চারা যদি স্মরণ বা স্নেহ না করতো তবে বাবা কাদের রেসপন্ড করতেন ? এইজন্য সামনে বাচ্চারা পিছনে বাবা। সর্বদা বাচ্চাদের সামনে চলতে দিতে হয়, বাবা তাদের পেছনে চলেন। এই কারণে বাপদাদাও এইরকম বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন। এমন বাচ্চারা এই অটুট স্নেহে অনুরাগে ডুবে আছে। এমন বাচ্চাদেরই মালা হয়। তা' সে দেশেই হোক বা বিদেশে, উভয় জায়গাতেই এমন বাচ্চারা আছে, যাদের বাবা আর সেবা ছাড়া আর কোন কিছু স্মরণে আসেনা।

জগদীশ ভাইয়ের সাথে :- তুমি এমন বাচ্চাদের দেখেছ, তাই না ? তোমার সফর ভালো হয়েছে, তাই না ! সাকার বাবার দেওয়া বিশেষ বরদান তুমি সাকার রূপে প্রকাশ করেছো। সাফল্যের জন্মসিদ্ধ অধিকার অনুভব করেছো, তাই না ! সর্ব সাফল্যের মধ্যে বিশেষ সাফল্যের লক্ষণ কি ? শ্রেষ্ঠ সাফল্য হলো, বাপদাদা প্রকাশমান হবেন। তোমার মধ্যে বাবা দৃশ্যমান হবেন, এটাই শ্রেষ্ঠ সফলতা। এটাই প্রত্যক্ষতার সাধন। যারাই সফরে যাও, বাবা সমান হওয়ার অনুভূতি করাতে হবে, এটাই সফলতার লক্ষণ। তোমাদের অগ্রগতিই চতুর্দিকে সবচেয়ে বেশি আওয়াজ তুলবে। হিম্মতে বসে মদতে বাপ অর্থাৎ বাচ্চারা সাহস করলে বাবা অবশ্যই সাহায্য করেন। করাবনহার করিয়ে নেন।

এইরকম সদা ভাগ্যবান, সম্পন্ন অধিকার প্রাপ্তির অধিকারী, সদা বাবা এবং নিজের কস্মাইন্ড রূপে থেকে সদা স্নেহের সাগরে ডুবে থাকা লাকী আর লাভলী বাচ্চাদের ভাগ্য বিধাতা, বরদাতার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

(জগদীশ ভাই বিদেশ যাত্রার সমাচার বাপদাদাকে দিয়েছেন এবং নামসহ সব ভাই -বোনের স্মরণ করেছেন।)

সকলের স্নেহের সমাচার বাপদাদার কাছে পৌঁছাতেই থাকে এবং এখনও পৌঁছেছে। বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকা বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ অভিনন্দন জানান। কিসের অভিনন্দন ? তোমাদের সংস্কার, ভাষা, জীবনধারা সবকিছু পরিবর্তনে তোমাদের মেজরিটিই তীব্র পুরুষার্থী। এটা এমন যেন কেউ নতুন দুনিয়াতে চলে যায়। এইরকম নতুন রীতি-রেওয়াজ, নতুন সম্বন্ধ আপন করেও নিজেদের পূর্ব কল্পের পুরানো অধিকারী আত্মা মনে করে এগিয়ে চলেছো, সেইজন্য নিজেদের পরিবর্তন করার বিশেষভাবে বিশেষ অভিনন্দন। বাপদাদাকে তোমরা কতো ভালোবেসে স্মরণ করছো তা' বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়। এমনকি তোমরা আত্মহারা হয়ে শুধুমাত্র বাবাকেই সব বিষয়ে স্মরণ করো, এটাই বিশেষ পরিবর্তন। আর এই গভীর ভালোবাসার আধারে তোমরা এগিয়ে চলেছো। এই ভালোবাসাই তোমরা পালনা করছো। সূক্ষ্ম ভালোবাসার পালনাই তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা !

যারা স্মরণ-স্নেহ পাঠিয়েছে তাদের সবাইকে, ভালোবাসার সাগর, বাবা, ঝুলি ভরে ভরে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। ভারতবাসী বাচ্চারাও কম নয়, বিদেশীরা ভারতের ভাগ্য গাইতে গাইতে খুশি হয়। এর

কারণ ভারতবাসী জাগ্রত হয়ে সেই বিদেশীদের জাগ্রত করেছে । যাদের জাগরণ ঘটেছে তারা ভারতেরই । বিদেশে যদি তোমাদের অস্তিত্ব না থাকতো তবে বিদেশে এত সেন্টার কিভাবে হতো ! এই কারণে তোমরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছ । কতো কম সময়ে তোমরা সেন্টার খুলেছো । তোমরা জন্ম নিয়ে সামান্য বড় হয়েই সেন্টার খুলেছো । সেটাও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, অন্য কারও ওপর নির্ভর না করে । এমনকি, নিমন্ত্রনের জন্য প্রতীক্ষা করার উপায় তোমাদের ছিলোনা । স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে যা কিছু তোমাদের আছে সবকিছু দিয়ে সাহসের সাথে তোমরা সেন্টার খুলে দিয়েছো । যাই হোক, তাদের পালনা দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব । সাহসের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে নেই । বাবার সাথে সাথে সহায়তা করা, এটাও তোমাদের সকলের কাজ ।

জ্ঞানের গভীরতা শুনে তারা খুশি হয়েছে । তারা যোগ এবং ভালোবাসার আধারে অর্থাৎ নির্ঠাভরে একাগ্রচিত্তে চলেছে । যাই হোক, জ্ঞানের গভীরতার আরও ভিতরে গেলে তাদেরকে আরও বেশি সেবার নিমিত্ত বানাতে হবে । মাইন্ডকে তৈরি করতে জ্ঞানের গভীরতা প্রয়োজন । জ্ঞান আর বাবা উভয়ের অনুভব করাতে সমর্থ হওয়ার রেজাল্ট ভালো । যখন কেউ সেখানে যায়, তারা কতো খুশি হয় ! তাদের অনুভূতি হয়, যেন আকাশ থেকে নক্ষত্র নীচে নেমে এসেছে । আচ্ছা ।

দাদী (প্রকাশমণি দাদী) এবং জনকী দাদীর সাথে :- তোমাদের উভয়ের মধ্যে তৃতীয় মুরত (দিদি) মিশে রয়েছে । তোমরা বাবা সমান । এমন নয় যে তোমাদের সেইরকম হতে হবে, তোমরা আগেই হয়ে গেছ । বাবা যেমন ব্রহ্মার আধার নিয়ে সেবা করেন তেমনই তোমরাও বাবার মাধ্যম । বর্তমান সময় বাবা, করাবনহার, তাঁর কাজ মাধ্যম দ্বারা করছেন । তোমরা বিশেষ মাধ্যম । ব্রহ্মার আকার দ্বারা এবং তোমাদের সাকার দ্বারা কার্য করছেন । প্রতি সেকেন্ডে বাপদাদা তোমাদের শত কোটি গুনেরও অনেক অনেক বেশি স্মরণ আর স্নেহ দেন । তোমরা হলে শৃঙ্গার । তোমরা বাবার এবং মধুবনের বিশেষ শৃঙ্গার । প্রতি মুহূর্তে বাপদাদা তোমাদের দেখে পুলকিত হন । আচ্ছা ।

ধর্মীয় নেতাদের সেবার প্ল্যান :- ধর্মীয় নেতাদের সেবা করতে বিশেষভাবে সেই রূপ প্রয়োজন, কারণ ধর্মের বিষয়ে তারাও বিচক্ষণ । তারা তোমাদের থেকে সাগ্রহে শোনে কিন্তু তাদের নিজের ভিতরে প্র্যাকটিক্যাল দৃশ্যরূপের অভাব অনুভব করে । তোমরা আজ যা বলেছ, তা তাদের প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করাতে হবে, যারা তাদের সামনে, তারা কোনো সাধারণ নয়, তখনই তারা তোমাদের মানবে । তারা অনুভবের জন্যই মানে, বাণী দ্বারা নয় । তারা বলবে, তোমরাও খুব ভালো কাজ করছো, সেইজন্য তোমাদেরও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া উচিত । এইরকম বলে তারা তোমাদের খুশি করবে, কিন্তু বুঝবে তোমরা বিশেষ ! বিজয় পেতে হলে, যার মধ্যে যে দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বলতাকেই তির লাগাতে হবে । শাস্ত্রেও গায়ন আছে, দেবতাগণ তখনই বিজয় প্রাপ্ত করেছেন, তখন তাঁরা প্রতিপক্ষের দুর্বল জায়গা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন, এটাও আধ্যাত্মিক বিষয় । সুতরাং ধর্মীয় নেতারাও অবশ্যই আসবে, কিন্তু যখন তারা নবীন কিছু দেখবে । এখন তারা শুধু বলে, জ্ঞান ভালো, তবে তোমরাও ঠিক, আমরাও ঠিক । যাই হোক, তাদের মুখ থেকে বার হতে হবে যে, এটাই একমাত্র পথ । রাস্তা অনেক, তার মধ্যে একটা তোমাদেরও, এটা বদল হতে হবে । যখন তাদের টাচ হবে যে, একমাত্র এখানেই তারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করতে পারে তখনই নতি স্বীকার করবে অর্থাৎ তোমাদের অভিমত তারা মেনে নেবে । সুতরাং, এখন কিছু নতুন হওয়ার আবশ্যকতা আছে ।

তোমরা এখন প্রবৃত্তিতে জড়িয়ে আছ, কিন্তু অন্যদের যেমন বলো, প্রবৃত্তিতে থেকেও নিবৃত্তিতে থাকতে হবে, সেইরকম এই পার্থ নিজেদেরও রোজ পড়াও। প্রবৃত্তি (পরিবার) তো বাড়তেই হবে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে নিবৃত্ত থাকা আবশ্যিক। এই ব্যাপারে তোমাদের একটু বেশি অ্যাটেনশন দিতে হবে এবং এটা আন্ডারলাইন করে নিতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের সেবায় ব্যস্ত হয়ে গেছ, কিন্তু বেহদ বিশ্বের নেশা থাকতে হবে। সবকিছু দেখভাল করতে করতে তোমাদের বুদ্ধিকে বেহদ সেবার জন্য ফ্রি রাখতে হবে। তন, মন, ধন, বুদ্ধি সব রচনাতে বেশি আচ্ছন্ন থাকে। সাকার বাবাকে দেখেছ তো, ব্যবসায়িক কাজকর্ম করতে করতেও নিজেকে ফ্রি রেখেছেন! কখনও ব্যস্ততার রূপরেখা চেহারার ওপরে পড়তে দেননি। ব্রাহ্মণ পরিবারের দায়িত্ব তাঁর ছিলো, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিতে কি ছিলো? বেহদ! তাঁকে শক্তি দিতে হতো, পালনা করতে হতো। তাঁর ব্যগ্রতা ছিল আত্মাদের জাগাতে হবে। সুতরাং, এখন সেটা হওয়া প্রয়োজন। এখনও সেটার ঘাটতি আছে। অনন্য বাচ্চাদের একসাথে মিলেমিশে এইরকম বাতাবরণ তৈরি করতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে বাবার সমান লাইটহাউজ। তোমরা যেখানেই যাবে, তারা যেন লাইট, শক্তি, উত্সাহ-উদ্দীপনা উপলব্ধি করতে পারে, সাধারণ আত্মারা যা করতে পারে তোমরা তা অবশ্যই করবে না। সাকার বাবার বোল, সঙ্কল্প, দৃষ্টি এবং বৃত্তি ছিলো অনুপম, তাই না! সাধারণ নয়। সুতরাং, এইরকম স্টেজ বানাও। এইজন্য এখনও সেবা থেমে আছে। কতো কতো খরচ, কঠিন পরিশ্রম অথচ বেরিয়েছে কতো!

এখন সময় অনুসারে অ্যাডভান্স পার্টি শক্তিশালী হচ্ছে, সুতরাং, যারা সাকারে আছে তাদের আরও তেজগতি হতে হবে। সবকিছু হঠাৎই হয়ে যাবে, ডেট বলা যাবেনা। পরীক্ষার পেপার অবশ্যই আসবে। কেউ কেউ তোমাদের খটস চেক করতেও আসবে। তারা তোমাদের টেস্ট করার পেপারও দিতে আসবে। প্রত্যক্ষতা যত হবে এইসব পেপার ততবেশি আসবে। তারা তোমাদের লাইফ চেক করতে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে আসবে, তোমাদের যোগ আর অন্য যোগ এবং তোমাদের জ্ঞান আর অন্য জ্ঞানের মধ্যে কি ফারাক আছে। তারা তোমাদের বাণী চেক করবেনা। এইজন্য আগে থেকেই অনেক প্রস্তুতি করে রাখতে হবে। চুরাশিতে কিছু না কিছু ঘটবেই। পেপারও আসবে। এটাই আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতির সাধন। প্রথমদিকে তোমরা যেভাবে চলাফেরার অভ্যাস করতে, সেইভাবে শরীর চলমান থাকবে, কিন্তু স্থিতি এমন হবে যে অন্যেরা উপলব্ধি করবে যেন কোনো আলো চলে যাচ্ছে এবং তারা কোনো শরীর দেখবে না। প্রথমে যখন তোমরা আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে গিয়েছিলে তখন কোন পেপার ছিলো? তারা সামনে শরীর দেখেনি তারা লাইট দেখেছিলো। তারা তোমাকে তাদের কন্যা হিসেবে দেখেনি বরং দেবীরূপে দেখেছে। এই পেপার তোমরা দিয়েছ, তাই না? যদি তারা তোমাকে তাদের সাথে তোমার সম্বন্ধের রূপে, তাদের কন্যা হিসেবে দেখে তো তখনই তুমি ফেল হয়ে গেলে। এইজন্য তেমনই প্র্যাকটিস প্রয়োজন। খুব খারাপ সময় আসছে, কিন্তু তোমার স্থিতি এমন হতে হবে যাতে অন্যেরা সবসময় তোমাকে লাইটরূপে দেখে, এটা তোমাদের সেফটি। তারা ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তারা যেন আলোর দুর্গ দেখে। তোমাদের সম্পত্তি যা ঈশ্বরীয় সেবায় লাগতে পারে তা কেন এমনই শুধু নষ্ট হবে? আলমারী দেখার পরিবর্তে বরং তাদের লাইটের দুর্গ দেখতে দাও। এতটাই অভ্যাস করতে হবে। শক্তি রূপের ঝলক বাড়তে হবে, এই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তোমাদের সাধারণ না দেখায়! নানারকম আক্রমণ হবে, লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদের আক্রমণ, অশুদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন আত্মাদের আক্রমণ, ক্যালামিটিজ, রোগশোকের আক্রমণ হবে কিন্তু এইসব কিছু থেকে বাঁচার সাধন হলো অনন্য হওয়া অর্থাৎ যা অন্য কেউ করতে পারে না, সেটাই করতে পারা। শুধু এটা স্মরণে রেখো যে, তুমি অনন্য আত্মা এবং তুমি পৃথক হয়েও প্রিয় থাকবে। আচ্ছা!

৮৪-র কনফারেন্সের সফলতার জন্য: -

যতটা সম্ভব হয় সাইলেন্সের বাতাবরণ যেন থাকে। যারা এখানে আসে, তারা যেন এই অনুভবের সাথে ফিরে যেতে পারে যে এটা ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ঈশ্বরীয় স্থান। বাতাবরণ এমন হতে হবে যেখানে তোমাদের লক্ষ্য থাকবে তাদের অনুভব করানোর। শুধু পয়েন্টস দেওয়ার আগ্রহে জড়িও না, অনবরত বলতে বলতে তাদের অনুভূতি করাও। এই লক্ষ্য রাখো, সবার মুখ দিয়ে বলাতে হবে, এটা ঈশ্বরীয় রাস্তা। ঈশ্বর এসে গেছেন। তারা তো আগেই বলেছে, এটা খুব ভালো, কিন্তু তাদের এখন বলতে দাও যে ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। তারা বলে জ্ঞান ভালো, কিন্তু জ্ঞানদাতা কে তাদের অনুভব করাও। এখন ফাউন্ডেশন যথাস্থানে স্থাপন করো। যখন বীজ ওপরে আসবে তখন সমাপ্তি হবে। বীজ যদি এখনও ওপরে না আসে তাহলে বৃক্ষ কিভাবে পরিবর্তন হবে? যখন এই স্থানে তাদের নিজেদের আগ্রহে আসছে, তখন তাদের দেখতে দাও এবং এই স্থানের বিশেষত্ব যেন তারা অনুভব করে। তোমরা তাদের ভিউ শুনে নিজেদের ভিউ অবশ্যই চেক করবে না। বরং তোমরা এমন প্ল্যান বানাও যে তারা তোমাদের ভিউ উপলব্ধি করে নিজেদের ভিউ পরিবর্তন করে। যখন লক্ষ্য থাকে ভাষণ দিতে হবে তখন তাদের অ্যাটেনশন পয়েন্টসের দিকে যায়, কিন্তু বাবাকে প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্য থাকলে বাবাই দৃশ্যমান হবেন। যেমন লক্ষ্য সেইরূপ রেজাল্ট হবে। আচ্ছা।

বরদান: - পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সম্পর্কে জেনে মায়াজিৎ হয়ে মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব

যে বাচ্চারা তিনকালকে জানে, তারা কখনো মায়ার কাছে পরাজিত হয়না। কারণ, বর্তমান কি এবং ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে সেটা ত্রিকালদর্শী আত্মার বুদ্ধিতে স্পষ্টভাবে থাকে। আমি কি এবং আমি কি হতে যাচ্ছি, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাদের এই দুইয়েরই নেশা থাকে। সেই নেশারই খুশিতে ক্রমাগত উড়তে থাকে, এইজন্য তাদের চরণ মাটি থেকে উঁচুতে থাকে। তারা তাদের দেহ, দেহের সম্বন্ধ, অথবা দেহের পুরানো পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়না।

স্লোগান: - যাদের কাছে সরলতার গুণ আছে, তাদের পক্ষে সংগঠনে চলা অনেক সহজ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা আত্ম - অভিমানী হও, এক বাবার শ্রীমতে চলতে থাকো, তোমাদের কুল হলো উচ্চ, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও"

প্রশ্ন :- শিব শক্তি পাণ্ডব সেনাদের প্রতি বাবার নির্দেশ কি ?

উত্তর :- বাবার নির্দেশ হলো ---- শ্রীমতে চলে তোমরা এই ভারতের জীবন নৌকা পার করো । "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ" অর্থাৎ (দেহ সহ দেহের সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে) আমাকে স্মরণ করো । পবিত্র হয়ে অন্যদেরও পবিত্র করো । তোমরা শিব শক্তি, পাণ্ডব সেনা পবিত্র হয়ে নিজের তন - মন এবং ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করো । তোমরা শ্রীমতে চলে অহিংসার শক্তিতে ভারতের সত্যিকারের সেবা করো ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গীত শুনেছে । এ হলো নিরাকার শিব পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা । তাঁকেই ভগবান বলা হয় । ভগবান একজনই হয় । ভারতবাসীদের অনেক ভগবান । তারা কুকুর, বিড়াল, পাখর, নুড়ি সবাইকেই ভগবান মেনে নেয় আবার নিজেকেও ভগবান মনে করে, তাই ভগবান বলেন এরা সকলেই নাস্তিক । পরমপিতা পরমাত্মার তো অনেক মহিমা, তিনি এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করেন অথবা কড়ি তুল্য কাঙ্গাল ভারতকে হীরের মুকুটে পরিণত করেন । এ হলো পাঁচ হাজার বছর আগের কথা যখন ভারত ডবল মুকুট ধারী ছিলো । এই কথা কে বোঝাচ্ছেন ? সেই পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয় । মহিমা হলো একমাত্র রচয়িতা বাবার, বাকি তো সবই হলো রচনা । ভারতবাসী বলে -- তুমি মাতা - পিতা, আমরা তোমার বালক । ভারতে অপার সুখ ছিলো, এখন তা আর নেই । এখন হলো আসুরী রাবণের সম্প্রদায় । প্রত্যেক নর - নারীর মধ্যে পাঁচ বিকার ব্যাপক, এতে রাজা - রানী, সাধু - সন্ন্যাসী আদি সবই এসে যায় । কোনো না কোনো বিকার সকলের মধ্যে অবশ্যই আছে । এ তো হলো পতিত দুনিয়া, পতিত ভারত । সত্যযুগে এই ভারত পবিত্র ছিলো । পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম, পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো । এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ । ভারত ছিলো ডবল মুকুটধারী, অথৈ ধন ছিলো, হীরে - জহরতের মহল ছিলো, পরের দিকে মুসলমান ইত্যাদিরা লুণ্ঠ করে নিজেদের মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদিতে হীরে জহরত লাগিয়ে দিয়েছে । ভারত তো এখন সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছে । আমাকে ভুলে যাওয়ার কারণে তারা নাস্তিক হয়ে গেছে । আমি তো ভারতবাসীদের দেবতা বানাই । এই মহিমাও করা হয় যে, তুমি মাতা - পিতা তাই অবশ্যই বাবার কাছ থেকেই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া উচিত । তাঁর থেকে স্বর্গের অসীম সুখ পাওয়া যায় । বাবা বলেন -- আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই --- রাজযোগ আর জ্ঞান শিখিয়ে । পরম পিতা পরমাত্মা এসে আত্মাদের পড়ান, তিনি বলেন, তোমরা আত্ম - অভিমানী হও । এমন নয় যে পরমাত্মা - অভিমানী হও । এ হলো ভুল । ঈশ্বর কখনোই সর্বব্যাপী নন । বাবা হলেন শিব আর বাচ্চারা শালগ্রাম । দুইই পরমধামে থাকেন । তাই আমরা সবাই হলাম আত্মা । সন্ন্যাসীরা তবুও বলে দেয় - ব্রহ্মোহম, সব ব্রহ্মই ব্রহ্ম । বাকি সবই মিথ্যা । আমরাও ব্রহ্ম । এখন শ্রী শ্রী ১০৮ জগতগুরু, পতিত পাবন তো হলেন একজনই, তাঁকেই সদ্ধুরু বলা হয় । যে পতিত দুনিয়াতে থাকে তাকে কিভাবে

পতিত পাবন বলা হবে ? এরা তো নিজেরাই পতিত তাহলে অন্যদের পবিত্র কিভাবে করবেন । যারা পূর্বে পবিত্র থাকে, তাদেরও বিয়ে করিয়ে আরো পতিত করিয়ে দেয় ।

এখন শিববাবা বলছেন -- বাচ্চারা,আত্ম - অভিমানী হও । নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো । বাবা এসেই তোমাদের রাজযোগ শেখান । শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যেতে পারে না । তিনি হলেন দৈব গুণ সম্পন্ন মানুষ । তিনি সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন । পরম পিতা পরমাত্মার মহিমা অনেক বড় । তিনি নিজে আত্মাদের বলেন --- হে আত্মারা, তোমরা যখন সত্যযুগে ছিলে, তখন কতো পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়ে গেছো । এখন আবার যদি তোমাদের সুখী হতে হয় তাহলে শ্রীমতে চলো । শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ মত হলো ভগবানের । মানুষ তো একদিকে বলে দেয় ভগবান নাম - রূপ থেকে পৃথক আবার বলে দেয় যে, তিনি সর্বব্যাপী, একে বলা হয় ধর্মের গ্লানি । কেউই জানে না যে ভারতে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছিলো, কোনো জ্ঞানই নেই । বাবা আর বাবার রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেই না । মানুষই তো জানবে, পশু তো আর জানবে না । শিববাবাকেই বাবা বলা হয় । এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা হয় । কোনো মানুষই জানে না যে, পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের কিভাবে রচনা করেন এবং কিভাবে পালন করেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা, আবার পরম পিতা পরমাত্মাকেও সৃষ্টিকর্তা বলা হয় । তিনি হলেন আত্মাদের বাবা । তাহলে সবাই হলো শিবের সন্তান ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । আশীর্বাদী বর্ষা সেই মাতা - পিতার থেকে পাওয়া যায় । বাবা বলেন, আমি যেহেতু তোমাদের জন্ম দিয়েছি তো স্মরণ তো আমাকেই করতে হবে আর আশীর্বাদী বর্ষাকেও স্মরণ করো । মৃত্যু তো সামনেই উপস্থিত । মৃত্যুর সময় মানুষ বলে ভগবানকে স্মরণ করো । এখন ভগবান নিজে বলেন -- -বাচ্চারা, তোমরা আমার শ্রীমতে চলো । এক হলো যাদবদের মত আর এক হলো কৌরবদের মত । এ হলো পাণ্ডবদের মত । পাণ্ডবদের মত হলো ঈশ্বরীয় মত । গায়নও আছে যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । পাণ্ডবদের হলো প্রীত বুদ্ধি ।

তোমরা জানো যে -- এ হলো মিথ্যা খণ্ড । পাঁচ হাজার বছর আগে ছিলো সত্য খণ্ড । তখন দেবতারা রাজত্ব করতো । ভারতবাসী ছিলো সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক এখন যা আর নেই । এখন তোমরা আবার বিশ্বের মালিক হচ্ছেো । সত্যযুগে ছিলো ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য, এখন তা আর নেই । বাবা বলেন, আমি আবার তা নতুন করে স্থাপন করছি । বাকি সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে । এখন তোমরা পতিত -পাবন পরমাত্মাকে স্মরণ করো আর নিজেদের আত্মা মনে করো । পাপ - আত্মা, পুণ্য - আত্মা বলা হয় । ভারতে সবাই ছিলো পুণ্য আত্মা, এখন সবাই পাপ - আত্মা । পুণ্য - পরমাত্মা বলা হবে না । বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমি এসেছি বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আমি তোমাদের বেহদের বাবা, আবার শিক্ষকও । আমি তোমাদের বেহদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফির রহস্য বলে দিয়ে স্বদর্শন চক্রধারী বানাই । দেবতারা স্বদর্শন চক্রধারী হন না । ব্রাহ্মণদের হলো সবথেকে উচ্চ কুল । ব্রাহ্মণ তো হলো শিখা । তারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান যারা দেবতা হবে । বাবা বলেন, তোমরা আগে ব্রাহ্মণ ছিলে তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছো । তোমরা পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছো । এখন আমি আবার তোমাদের শিক্ষা দিয়ে দেবী - দেবতা বানাই । এই সময় ভারতবাসী সম্পূর্ণ কবরে শায়িত, অথচ তারা নিজেদের বড় বড় টাইটেল দেয় ---- সর্বোদয়া লীডার । সর্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির মনুষ্য মাত্রের উপর দয়া, এ তো কোনো মানুষ করতে পারে না । এক বাবাকেই নলেজফুল আর ব্লিসফুল বলা হয় । এখন বাবা বলেন - সর্ব ধর্মান

পরিত্যাজ্য ----- মামেকম্ স্মরণ করো তাহলেই যোগ অগ্নিতে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে । এমন নয় যে পতিত - পাবন হলো গঙ্গা । পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । এরা শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা, যারা পবিত্র থাকে । এই ভারতের মাতারা হলো শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা যারা তাদের তন - মন এবং ধনের দ্বারা এই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছেন । একদিকে অহিংসা আর একদিকে হিংসা । ওরা কি করে আর তোমরা কি করো ? সেই স্মরণও আছে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তোমরা যে সেবা করেছিলে, তার স্মৃতিচিহ্ন আছে । তোমরা সেবা করো । এ হলো জ্ঞান, এতে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । তোমরা শিবের মন্দিরে যেতে কিন্তু জানতে না যে শিববাবা তো স্বর্গের রচয়িতা । তাই তাঁর থেকে অবশ্যই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া উচিত । পরমাত্মা সবসময় তাঁর সন্তানদের সুখের বর্ষা দেন, এই কারণেই সকলেই তাঁকে স্মরণ করে যে -- হে পতিত - পাবন এসো । হে বাবা, তুমি আবার এসে আমাদের স্বর্গের রাজ্য - ভাগ্য দাও, তুমি এসে আমাদের জীবন মুক্তি দাও । সন্নতিদাতা একমাত্র ভগবানই । পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র বানানোর জন্য তোমরাই হলে সেই শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা । তোমরাই শ্রীমতে চলে ভারতেই জীবন রূপী নৌকা পার করো । তোমরাই বাবার শ্রীমত পেয়েছো -----"সর্ব ধর্মান পরিত্যাজ্য -----মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । ওই বাবা হলেন সৎ - চিৎ --- জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর ----। তিনি আসেন বাচ্চাদের পড়াতে । বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন । আত্মারা তা শোনে । আত্মাই সবকিছু করে । বাবা বলেন, তোমরাই সেই হারানিধি যারা অনেককাল আমার থেকে আলাদা হয়ে গেছো ----পরমধাম থেকে প্রথমে কোন্ আত্মারা আসে ? যাদের অন্ত পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে । স্বর্গে আদিত্যে এই দেবী - দেবতারা ছিলেন । তাঁরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম ভোগ করেছিলেন । পরম পিতা পরমাত্মা যখন আসেন তখন অনেকদিন ধরে তাঁর থেকে হারিয়ে যাওয়া আত্মারাই প্রথমে এসে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নেয় । বাচ্চারা, গৃহস্থ জীবনে থেকে বাবাকে স্মরণ করো, কমল পুষ্পের সমান থাকো, শ্রীমতে চলে আবার এমন শ্রেষ্ঠ হও । অর্ধেক কল্প তোমরা অনেক সুখ ভোগ করেছিলে, তারপর মায়া রাবণ আসুরী মতে তোমাদের নামিয়ে দিয়েছে । যারা সূর্যবংশী ছিলো, তারাই চন্দ্রবংশী হয়েছিলো ----এখন আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে । তোমরা হলে গুপ্ত । তোমাদের কেউই চেনে না । বেহদের বাপু জী বলেন ----আমি এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাপু জী, স্বর্গ তো আমিই স্থাপন করবো । হদের বাপু জী বিদেশীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলো । ইনি সবাইকে এই সৃষ্টি থেকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান । এখন অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপন হচ্ছে । এই সমস্ত ঘটনাকে তারাই বুঝবে যারা আগের কল্পে বুঝেছিলো । যারা সূর্যবংশী রাজ্যে আসে, তারা এসেই আবার রাজ্য করবে । এ হলো অনেক বড় ঝাড় । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের চারা লাগছে এখন । কলিযুগ হলো কাঁটার জঙ্গল আর সত্যযুগ ফুলের বাগান । যারা একে অপরকে সুখ দেয়, তাদের বলা হয় দৈবী সম্প্রদায় । যারা দুঃখ দেয় তাদের বলা হয় আসুরী সম্প্রদায় । শিববাবা এসে শিবালয় স্থাপন করেন । তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান । যে যত পুরুষার্থ করবে, সে তত উঁচু পদ পাবে । ভারতে প্রথমে দৈবী সম্প্রদায় ছিলো তারপর অসুরী সম্প্রদায় অথবা শূদ্র সম্প্রদায় হয়েছে । এখন আবার তোমরা দৈবী সম্প্রদায় হবে । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় হয়েছে এরপর দেবতা হবে । এই চক্রকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ -ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । বন্দে মাতরম্ । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সবাইকে সুখ দিয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের বানাতে হবে। আসুরী সম্প্রদায়ের কোনো কর্তব্য করো না। এই শিবালয়ের স্থাপনে সাহায্যকারী হতে হবে।

২) আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যোগ অগ্নিতে নিজের বিকর্ম দক্ষ করতে হবে।

বরদান :- রুহানী গোলাপ হয়ে চারিদিকে রুহানী সুগন্ধ ছড়িয়ে আকর্ষণ মূর্ত হও

সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমি ভগবানের বাগানের রুহানী গোলাপ। রুহানী গোলাপ অর্থাৎ কখনোই রুহানিয়ত থেকে দূরে যায় না। যেমন ফুলের মধ্যেই সুগন্ধ থাকে, তেমনি তোমাদের সকলের মধ্যেও রুহানিয়তের সুগন্ধ এমন ভাবে সমায়ািত আছে যে, অটোমেটিক চারিদিকে ছাড়াতে থাকে আর সবাইকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এখন তোমরা এমন সুগন্ধযুক্ত বা আকর্ষণ মূর্ত হয়েছো তাই তোমাদের স্মরণ মন্দিরে ধূপের সুগন্ধের দ্বারা হয়।

স্লোগান :- পরোপকারী সে-ই যে, স্ব - পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের ঠান্ডা জল ছিঁটিয়ে তোমাদের প্রত্যেককে শীতল করতে হবে, তোমরা হলে জ্ঞানের বর্ষা বর্ষণকারী শীতল দেবী"

প্রশ্ন:- বাবা তোমাদের জ্ঞানের কলস কেন দিয়েছেন ?

উত্তর :- জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত হয়েছে প্রথমে নিজেকে শীতল করে সকলকে শীতল করার জন্যে। এই সময় প্রত্যেকে কাম অগ্নিতে দাহ হচ্ছে। তাদের কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসাতে হবে। আত্মা যখন পবিত্র শীতল হয় তখন দেবতায় পরিণত হতে পারে, তাই তোমাদের প্রতিটি আত্মাকে জ্ঞানের ইনজেকশন লাগিয়ে পবিত্র করতে হবে।

গীত :- যে প্রিয়তমের সাথে আছে তার জন্য অবিরাম বর্ষা আছে

ওমশান্তি। যারা বাবার সঙ্গে তাদের জন্যে বর্ষা। এখন বর্ষা এবং বাবা। তবে বাবার বর্ষা হয় কিভাবে? আশ্চর্যের কথা তাইনা। দুনিয়া এইসব কথা জানেনা। এই হল জ্ঞান বর্ষা। তোমাদের শীতল দেবী রূপে পরিণত করতে জ্ঞান চিতায় বসানো হয়। শীতল শব্দের বিপরীত শব্দ হল তপ্ত বা গরম। তোমাদের নামই হল শীতল দেবী। একজন তো হবেনা তাইনা। নিশ্চয়ই অনেক হবে, যাদের দ্বারা ভারত শীতল হয়। এই সময় সবাই কাম চিতায় পুড়ছে। তোমাদের নাম এখানে শীতলা দেবী, শীতল করার ক্ষমতা আছে যার। ঠান্ডা জল ছিঁটিয়ে দিতে পারে এমন দেবী। জল ছোটানো হয় তাইনা। এ হল জ্ঞানের জল যা আত্মার উপরে ছোটানো হয়। আত্মা পবিত্র হলে শীতল হয়ে যায়। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া কাম চিতায় বসে কালো হয়েছে। এখন কলস তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত কর। কলস দ্বারা তোমরা নিজেরাও শীতল হও, অন্যদেরও শীতল কর। ইনিও শীতল হয়েছেন। দু'জন একত্রে বসে আছেন তাইনা। ঘর সংসার ত্যাগ করার ব্যাপার নেই এখানে। কিন্তু গো-শালা তৈরি হয়েছে যখন তৈরী হয়েছে কেউ ঘর সংসার নিশ্চয়ই ত্যাগ করেছে। কেন? জ্ঞান চিতায় বসে শীতল হওয়ার জন্য। যখন তোমরা এখানে শীতল হবে তখনই তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যতক্ষণ তোমাদের দ্বারা কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসী না হচ্ছে তার অর্থ হল ঈশ্বরে অবিশ্বাস আছে। ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ লড়াই ঝগড়া করেনা। অবিশ্বাসী মানুষ লড়াই করে। অবিশ্বাসী কাদের বলা হয়? যারা নিজের পারলৌকিক পরম প্রিয় পরম পিতা পরমাত্মাকে জানেনা। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ঘরে ঘরে অশান্তি রয়েছে কারণ পরম পিতা পরমাত্মাকে ভুলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েছে। বেহদের পিতা এবং ওঁনার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা কেউ জানেনা। বেহদের বাবা বোঝান তোমরা অবিশ্বাসী কেন হয়েছে? বেহদের পিতাকে গড ফাদার বলা, তাহলে এমন পিতাকে কেন ভুলে যাও? পিতার কর্তব্য তো জানা উচিত। তিনি হলেন বীজরূপ, সৎ-চিত্ত-আনন্দ, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর সর্ব গুণ ওঁনার আছে। ওঁনার গুণ হল আলাদা। ওঁনাকেই বলা হয় - তুমি মাতা পিতা আমরা বালক তোমার ... অর্থাৎ নিশ্চয়ই উনি হলেন মাতা পিতা তাইনা। যতক্ষণ অন্ধকে জানেনা ততক্ষণ কেউ সোজা হবেনা। এই কথা তো জানো যে সত্যযুগে ভারতে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণকে গড-গডেজ বলা হত যারা দেবী দেবতা ধর্মের হবে তারা বুঝবে লক্ষ্মী নারায়ণ যথাযথভাবে এই ভারতের সর্বপ্রথম মালিক ছিলেন। এ হল পাঁচ হাজার বছরের কথা। দেখ, পিতা-শিক্ষক যখন বোঝান তখন চতুর্দিকে দেখেন যে বাচ্চারা ভালোভাবে শুনে ধারণ করছে নাকি বুদ্ধি

অন্য কোথাও বিচরণ করছে ? যেমন ভক্তিমাৰ্গে যদিও কৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসে থাকবে কিন্তু বুদ্ধি ব্যবসা ইত্যাদির কথা চিন্তা করবে, একাগ্র চিতে সেই চিত্রের সামনেও বসবেনা। এখানেও সম্পূর্ণ পরিচয় না থাকার দরুন ধারণা হয়না। শিববাবা মায়াকে বশ করার মন্ত্র দেন। বলেন তোমরা নিজের পরম পিতা পরমাত্মা শিবকে স্মরণ কর। বুদ্ধি যোগ ঔঁনার সঙ্গে যুক্ত করো। এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো ঘরের দিকে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত কারণ তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আমি পান্ডা রূপে তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। এ হল শিব শক্তি পাণ্ডব সেনা। তোমরা হলে শিবের কাছে শক্তি গ্রহণকারী আত্মা। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, তাই লোকেরা ভাবে পরমাত্মা মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, এই ড্রামার প্রত্যেকের অনাদি পার্ট রয়েছে। আমিও হলাম ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর। ড্রামার পার্টকে আমি পরিবর্তন করতে পারিনা। মানুষ ভাবে - প্রতিটি পাতা পরমাত্মার হুকুমে নড়ে। তাহলে কি পরমাত্মা বসে প্রতিটি পাতাকে হুকুম দেবেন ? পরমাত্মা নিজেই বলেন - আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছি। এমন নয় আমার হুকুমে পাতা নড়বে। সর্বব্যাপী-র জ্ঞান ভারতকে একেবারে কাঙাল করেছে। বাবার জ্ঞান দ্বারা ভারত আবার মুকুটধারী হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো দিলওয়ারা মন্দিরও একেবারে সঠিক অর্থে তৈরি হয়েছে। আদিদেব হলেন দিলওয়ালা সম্পূর্ণ সৃষ্টির দিল বা মন নিয়ে থাকেন। ভক্তদের মন বা হৃদয় যিনি হরণ করেন তিনি হলেন একমাত্র ভগবান। এ হল তারই স্মরণিক। উপরে রয়েছে দেবতাদের চিত্র, নীচে রাজযোগের তপস্যা রত। ১০৮ জন বাচ্চা আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে শিববাবার স্মরণে। তারাই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিল। গান্ধীজি বলতেন নতুন দুনিয়ায় রামরাজ্য চাই, কিন্তু সেই নতুন দুনিয়ার রামরাজ্যে আছে পবিত্রতা। সেসব তো করতে পারবেনা। পতিত সৃষ্টিকে পবিত্রে পরিণত করা, এ হল বাবার কর্তব্য। কোনো মানুষ এই কাজ করতে পারেনা। ব্রহ্মাবাবার জন্যে বলা হয় এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের অন্ত সময়ে আমি প্রবেশ করি অর্থাৎ ইনিও পতিত হলেন তাইনা। যারা পবিত্র ছিল তারা পতিত হয়েছে, আবার পবিত্র হয়। নিজেরাই পূজনীয় নিজেরাই পূজারী। যারা পূজারী ভক্ত হয়েছে, ভগবানকে ভক্তরাই প্রাপ্ত করে। বাকি তারা যে মুক্তির জন্যে পুরুষার্থ করে যাতে পার্ট আর করতে না হয়, কিন্তু সেই মোক্ষ কেউই প্রাপ্ত করতে পারে না। ভগবান বলেন - আমিও মোক্ষলাভ করিনা। আমাকেও সার্ভিস করতে আসতে হয়। ভক্তদের ডাকে আমাকে সাড়া দিতে হয়। এই ভারতকে মালামাল করতে, হারানো রাজস্ব ফিরিয়ে দিতে, সলভেন্ট করতে আমাকেও পতিত দেহে পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। অনেক বার এসেছি এবং আসতে থাকব। ভারতকে ফুলের মতো সুন্দর বানাবো। এ হল অসুরী দুনিয়া, তাকে আমি দৈবী দুনিয়ায় পরিণত করি। যারা যারা আমায় চিনতে পারবে তারা-ই বর্সা প্রাপ্ত করবে। শিববাবা কল্প কল্প ভারতকে বর্সা দিতে আসেন। ঔঁনার জয়ন্তী আজকাল আর পালি করে না। ক্যালেন্ডার থেকে ছুটিও বাদ দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে একমাত্র শিব জয়ন্তী পালন করা উচিত, অন্য সবার জয়ন্তী পালন করা হল ওয়ার্থ নট এ পেনি অর্থাৎ অর্থ হীন। এক পরম পিতা পরমাত্মা শিবের জয়ন্তী পালন করা হল ওয়ার্থ পাউন্ড অর্থাৎ অর্থপূর্ণ, কারণ তিনি ভারতকে সোনার পাখি করেন। মহিমা একমাত্র ঔঁনার-ই। মানুষ ভাবে পতিত পাবনী হল গঙ্গা তবুও একের প্রতি (পূজায়) সন্তুষ্ট হয়না। সর্ব স্থানে ঘুরতে থাকে আর তাতে এটাই প্রমাণ করে যে আমরা আসলে পতিত। জ্ঞানের সাগর তো হলেন একমাত্র পরমাত্মা, যাঁর থেকে তোমরা অর্থাৎ জ্ঞান গঙ্গাদের উৎপত্তি হয়। তোমাদের নাম হল সরস্বতী, গঙ্গা,

যমুনা। গঙ্গা নদীরও মন্দির আছে। বাস্তবে জ্ঞান গঙ্গা হলে তোমরা। তোমরা দেবতা নও। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। গঙ্গার নামে দেবতার চিত্র রেখেছে। তারা কিছুই জানেনা। জ্ঞান গঙ্গা তোমরা হলে শক্তি। তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও এই রাজযোগের দ্বারা। এটাই হল প্রকৃত যোগ। বাকি তো সবই অল্পকালের হেল্‌থ-এর জন্যে অনেক রকমের যোগ শেখানো হয়েছে। এই এক বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে আমরা এভার হেলদী হই। এখন বাবা বসে ভারতকে হেভেন করছেন। যতক্ষণ নিজেকে আত্মা, পরমাত্মার সন্তান রূপে স্বীকার না করা হয় ততক্ষণ বর্ষা প্রাপ্ত হয়না, এখানে সবাই হল ব্রাদার্স। ভারতবাসী যদিও বলে আমরা সবাই হলাম ফাদার্স, সবাই ঈশ্বরের রূপ। শিবোহম তত্বম। এখন ফাদার্স সবাই হল দুঃখী, তারা সুখের বর্ষা প্রাপ্ত করবে কোথা থেকে। কতখানি ঘোর অন্ধকার। এ হল রাত। জ্ঞান হল দিন। এইসব হল বুঝবার মতো বিষয়।

বাচ্চারা, তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার। তারা হল দৈহিক সোশ্যাল ওয়ার্কার। তোমরা আত্মাকে ইনজেকশন লাগাও যাতে আত্মা পবিত্র হয়। বাকিরা সবাই দৈহিক সেবা করে। বাবা বসে বোঝান - কতখানি তফাৎ রয়েছে ! তোমরা গড-কে স্মরণ করে গড-গডেস হচ্ছ। ভগবান নিজেই বলেন -- প্রিয় বাচ্চারা, আমি তোমাদের গোলাম হয়ে এসেছি। এখন আমি বলি তা শোনো। একেই শ্রীমৎ ভগবৎ বলা হয়। তিনিই হলেন উঁচু থেকে উঁচু। কেউ বলে ব্রহ্মা জয়ন্তী হল উচ্চ, তা একদমই নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে যিনি রচনা করেন, তাঁদের কে কাজে লাগান তিনি হলেন শিববাবা তাইনা ! তা নাহলে নতুন সৃষ্টি রচনা হবে কিভাবে ? সব চেয়ে উঁচু জয়ন্তী হল ত্রিমূর্তি শিবের। শিব আসেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সঙ্গে। সুতরাং তাঁরই জয়ন্তী পালন করা যেতে পারে। আজকাল তো কুকুর বেড়াল সকলের জয়ন্তী পালন হয়। কুকুরদের কত স্নেহ করা হয় ! আজকালকার দুনিয়া দেখ কি রূপ হয়েছে ! বলা হয় - সত্যযুগে এই বাঘ ইত্যাদি থাকবেনা। নিয়ম নেই। সত্যযুগে মানুষও সংখ্যায় খুব কম হবে, পশু পক্ষীদের সংখ্যাও কম হবে। অসুখ বিশৃঙ্খল প্রথমে এত ছিলনা। এখন তো অনেক রকমের অসুখ আছে, সুতরাং এই পশু ইত্যাদির সংখ্যা শেষের দিকে বৃদ্ধি পায়। সত্যযুগে গো-মাতা খুব শ্রেষ্ঠ প্রজাতির হয়। বলা হয় কিনা -কৃষ্ণ গরু চড়াতেন। এমন বলা হয়না যে - সত্যযুগে ফার্স্টক্লাস গরু ছিল। দেবতাদের জন্যে সেখানে হীরে জহরাতের মহল থাকে আর এখানে ইঁট পাথরের। এইসব হল বুঝবার বিষয়। যারা বুঝবে তারা কখনও স্কুল ছাড়বেনা। মুখ্য উদ্দেশ্যটি না বুঝে এখানে এসে বসলে কিছুই বুঝবেনা। যেখানে সংসঙ্গ হয় সেখানে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য থাকেনা। এ হল পাঠশালা। পাঠশালায় অবশ্যই মুখ্য উদ্দেশ্য চাই তাইনা। তোমরা মুখ্য উদ্দেশ্যটি জানো, যাদের ভাগ্যে নেই তাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান কখনোই টিকবেনা। জীবনমুক্তিতেও আসতে পারবেনা। যারা পরে আসবে তারা স্বর্গে আসতে পারবেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিযোগ সদা এক বাবার দিকে যেন থাকে। পুরানো বাড়ি, পুরানো দুনিয়ার দিকে বুদ্ধি যেন না যায়। এমন একাগ্রচিত্ত অবস্থা তৈরি করতে হবে।

২) বাবার সর্ব গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। প্রতিটি আত্মাকে জ্ঞানের জল ছিঁটিয়ে তাদের তপ্ত ভূমি শীতল করতে হবে।

বরদান :- মনকে অ-মন বা দমন না করে সু-মন করতে পারা দূরদর্শী ভব

ব্যাখা: ভক্তিতে ভক্তজন কত পরিশ্রম করে, প্রাণায়াম করে, মনকে অ-মন (দমন) করে। তোমরা সবাই মনকে এক বাবার দিকে যুক্ত করেছ, বিজী করে দিয়েছ । মনকে দমন করোনি, সু-মন করেছ। এখন তোমাদের মন শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প রচনা করে তাই সু-মন বলা হয়েছে, মনের চঞ্চলতা বন্ধ হয়েছে। সঠিক ঠিকানা পেয়েছে। আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি কালের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ দূরদর্শী, বিশাল বুদ্ধি হয়েছে তাই পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছে।

স্লোগান - যারা সদা খুশীর খোরাক খায় তারা সর্বদা সুস্থ ও খুশীতে থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা হলেন নিষ্কাম, নম্বর ওয়ান ট্রাস্টি, ওঁনাকে তোমাদের পুরানো ব্যাগ-ব্যাগেজ ট্রান্সফার করে দাও, তবে সত্যযুগে তোমরা নতুন পেয়ে যাবে"

প্রশ্ন : - বাবাকে কোন্ বাচ্চাদেরকে সর্ব প্রকারে সামলাতে হয় ?

যারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে বাবাকে সব সমাচার দেয়, বাবার থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে ডায়রেকশন নিয়ে থাকে - এমন বাচ্চাদের বাবা ভীষণ খেয়াল রাখেন। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, কখনোই শ্রীমতে সংশয় আসা উচিত নয়। সংশয় এলো তো মায়া অনেক অনেক ক্ষতি করে দেবে। তোমাদেরকে (ঈশ্বরীয় পদের) উপযুক্ত হতে দেবে না।

গীত : - তোমার দ্বারে এসেছি শপথ নিয়ে, হৃদয় হাতের মুঠিতে নিয়ে, যাব না মোরা ফিরে....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গীত শুনল। বাচ্চা তাদেরকে বলা হয় যারা বাবার হয়। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে - এ এই অস্তিম জন্ম হল মরজীবা জন্ম, বেঁচে থাকতে থাকতে বাবার হতে হবে। এ তো বাচ্চারা জ্ঞানে, শ্রীমৎ - ই রয়েছে। শ্রীমদ্ ভগবানুবাচঃ। সেই গীতাতে তো কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রথমে হলেন শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা, তারপর কৃষ্ণ। তাই শ্রীমৎ কৃষ্ণের--এ কথা বলা যাবে না। কৃষ্ণ হলেন দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ। মানুষকে পতিত-পাবন বলা যায় না। পতিতকে পবিত্র বানান একমাত্র বাবা-ই। যার শ্রীমতে তোমরা চলছ। নিরাকার পরমাত্মা হলেন সকল ধর্মের মানবের পিতা। কৃষ্ণকে সবাই মানবে না। খ্রিস্টানরা খ্রাইস্টকে ফাদার মানে, কৃষ্ণকে নয়। কেননা খ্রিস্টানরা হল খ্রাইস্ট এর বংশাবলী।

শিববাবা এসে তোমাদেরকে নিজের বানান। তিনি বলেন - মাথায় হাত রেখে বাবার হয়েছ - ওঁনার ডায়রেকশ অনুযায়ী চলার জন্য। বাচ্চাদের ওঁনাকে মত দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি স্বয়ং হলেন শ্রীমৎ প্রদাতা। এমন নয় যে - উনি এরূপ কেন বলছেন ? না তা নয়। এরা সকলে হল ওঁনার বাচ্চা। শিববাবা হলেন খুবই নামী। উনি যে মত দেবেন, যা বলবেন সবই রাইট করবেন। এই সাকারের (ব্রহ্মা বাবাকে দিয়ে) দ্বারা যা কিছু করাবেন তা রাইট - ই হবে। কেননা তিনি হলেন করনকরাবনহার। ব্রহ্মাকেও উনি মত দেন যে এটা করো। তোমাদের কানেকশন হল শিববাবার সাথে। কারো অবগুণ দেখবে না। শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। শিববাবা তো হলেন নিরাকার, সাক্ষী। উনি এখানে থাকেন না। তোমরাও এখানে অন্যের বাড়িতে রয়েছে। এরপর স্বর্গে গিয়ে নিজের বাড়িতে থাকবে। শিববাবা বলেন - আমি তো এখানে থাকব না। আমি তো সঙ্গম যুগে অল্প সময়ের জন্য এসে থাকি।

তোমরা হলে সত্যিকারের স্যালভেশন আর্মি (মুক্তি সেনা)। সুপ্রিম বাবা ডায়রেকশন দিচ্ছেন, হুবহু কল্প পূর্বের মতো। কল্প পূর্বে যে ডায়রেকশন দিয়েছিলেন সেটাই দেবেন। দিন রাত তিনি গুট থেকে গুট কথা শোনাতে থাকেন। নতুনরা তার কিছুই বুঝতে পারবে না। করাচী থেকে মুরলী শুরু হয়ে এখনও চলছে। আগে বাবা মুরলী চালাতেন না। রাত দুটোয় উঠে ১০-১৫ পাতা লিখতেন। শিববাবা ওনাকে দিয়ে লেখাতেন। তারপর তার অনেক গুলো কপি করাতেন। ভক্তি মার্গে তো বড় বড় পুস্তক

বের করতেই থাকে। তারপর সেগুলো জমা করতে থাকে। তোমরা কত জমা করবে ! কেননা তোমরা জানো যে এ সবই বিনাশ হয়ে যাবে। চিত্র ইত্যাদি সবই স্বল্প সময়ের জন্য। তারপর সব চাপা পড়ে যাবে। সেখানে না শাস্ত্র থাকবে না চিত্র। তারপর আবার এই এখন যা কিছু চলছে, পরবর্তী কল্পে আবার রিপিট হবে। শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বাপর থেকে শুরু হবে। যার জন্য বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন যে, এসব থেকে পরমধামের রাস্তা পাওয়া যাবে না। গ্রন্থ গুলি আগে অনেক ছোট ছিল, দিন দিন বড় বানিয়েই যাচ্ছে। বাস্তবে শিববাবার জীবন কাহিনী বড় বানানো উচিত। বাচ্চারা তোমরা বাবার জীবন কাহিনী জানো।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - আমি ভক্তি মার্গে কত কিছুই না করি। ভক্তি মার্গেও ইনশিওরেন্স করে থাকি। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানুষ দান করে। বলে থাকে না - অমুক ব্যক্তি ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করেছিল বলেই বড় লোকের বাড়িতে জন্ম নিয়েছে। ভক্তিতে অনেক ধর্মাত্মা থাকে। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদেরকে পরের জন্মে এর অল্প কালের জন্য ফল দিতে এসেছি। ভালো বা খারাপ ফল লাভ তো হয়ই। মায়া উল্টো কর্ম করায়, যার ফলে তোমরা দুঃখ পাও । এখন আমি তোমাদেরকে এমন কর্ম শেখাই, যার ফলে কখনোই দুঃখ হবে না আর সেখানে মায়াও থাকে না। তো যে যত নিজেকে ইনশিওর করতে পারে।

শিববাবাও হলেন নম্বর ওয়ান ট্রাস্টি। কারো কারো কোনো কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্তি যায়, কোনও ট্রাস্টি আবার অন্যের অল্পকে খারাপ করে দেয়। তখন বাচ্চারা বলে বাবা দেখো কেমন ট্রাস্টি ! বাবা বলেন এ সব কিছুই হল বাচ্চাদের জন্য। তোমাদের সব কানেকশন হল শিববাবার সাথে। বাবা বলেন আমি হলাম সত্যিকারের ট্রাস্টি । আমি নিজে সুখ নিই না। বাচ্চাদেরকে পুরো রাজধানী দিয়ে দিই। এই বাবাও বলেন (ব্রহ্মা বাবা) - আমি ফুল ইনশিওর করিয়ে নিয়েছি। তন-মন-ধন সব বাবার সার্ভিসে। সিন্ধি তে একটি প্রবাদ আছে - " হাথ জিসকা দিয়ে পহলা পুর সো পৌঁছে" অর্থাৎ দাতা সমান হাত যার সে-ই এক নম্বরে পৌঁছে যায়। দু'মুঠো দিলে মহল পাওয়া যায়। দেখো, এখন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, কেউ কেউ এক টাকাও পাঠিয়েছে - আমার জন্য ইট লাগিয়ে দাও । আরে তুমি তো প্রাসাদ পাবে, কেননা তুমি গরিব যে। আমি তো হলামই দীননাথ । গরিবের এক টাকা, বিত্তবানের ১০ হাজার। দু' জনের একই পদ প্রাপ্তি হয়। বিত্তবানেরা খুব সহজে আসতে চায় না। কন্যারা হল সব থেকে ফ্রি। নম্বর ওয়ান দেখ মাঝ্মা হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা বাবা সব কিছুই দিয়ে দিয়েছিলেন, তাও প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ, কী অদ্ভুত না !

কখনোই কোনো বিষয়েই সংশয় আসা উচিত নয়। খুবই মিষ্টি হতে হবে। প্রতিটি কদমে শ্রীমৎ অনুসরণ করতে হবে। নইলে মায়া অনেক ক্ষতি করিয়ে দেয়। কতো বাচ্চাদেরকে ডায়রেকশন দিতে হয়। বাবা তাই বলে পুরো সমাচার লেখো। তবেই বাবা সব দিক থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। বাবার বাচ্চাদের দিকে সম্পূর্ণ খেয়াল থাকে - বাচ্চা যাতে সম্পূর্ণতার শিখরে চড়তে পারে। ঈশ্বরীয় পার্শে সম্পূর্ণ মন দেওয়া উচিত। তোমরা হলে মোস্ট বিলাভড (সবচেয়ে প্রিয়) ফাদারলী স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচও রয়েছে স্মরণ করা হয় । কিন্তু কিন্তু এতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণও মানবের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রথম নম্বরে কৃষ্ণকে বসায়, নারায়ণকে নয় কেন ? কৃষ্ণ হল ছোট, সত্যপ্রধান । তারপর যুব এবং বৃদ্ধাবস্থা হয়। বালককে ব্রহ্ম জ্ঞানী সমান বলা হয়। বাচ্চারা পাপ কর্ম করে

না। কৃষ্ণেরও জন্মদিন পালন করে। কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। এ সবই বাবাই বোঝান বাচ্চাদেরকে।

এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে উত্তম। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। সত্যযুগে ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হবে না। ঈশ্বরের থেকে নিশ্চয়ই স্বর্গের প্রাপ্তি হবে। এ হল তোমাদের অতি অমূল্য দুর্লভ জীবন। তাই তো সকলের হতে পারে না। এই ড্রামাই এমন তৈরী হয়ে রয়েছে। যারা কল্প পূর্বে পড়েছিল, তারা-ই আবার পড়ছে। ভগবানই নিশ্চয় ভগবান ভগবতী রচনা করেন। কিন্তু আমরা তাদেরকে ভগবান ভগবতী বলতে পারি না। কেননা গড ইজ ওয়ান। এই নিরাকারেরই হল সকল মহিমা। সাকারের খোড়াই মহিমা হয় ! লক্ষ্মী - নারায়ণকে নিরাকারই এমন বানিয়েছেন। তোমরাও বাবার দ্বারা স্বর্গের মালিক তৈরী হচ্ছে। রাজযোগ শিখছ। বরাবর গীতাতে রাজযোগ রয়েছে। রাজস্ব যখন স্থাপিত হয়েছিল তাহলে তো সেই সময় বিনাশও হয়েছিল। এখন হল সঙ্গম। শিববাবা আসেন এবং এই খেলা সমাপ্ত করেন। তারপর কৃষ্ণের জন্ম হয়। ভক্তি মার্গে অনেক বড় বড় মন্দির বানায়। সেই সব মন্দিরে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ছিল। এখন তো সব লোপ হয়ে গেছে। ভক্তি মার্গের শাস্ত্র পড়তে পড়তে, যাত্রা করতে করতে মন্দির বানাতে বানাতে আর খরচা করতে করতে ভারত কাঙ্গাল হয়ে গেছে।

এখন তোমরা যেমন মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছ, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, ব্লিসফুল, এ সবই হল বাবার মহিমা। বাবা বলেন - ভারত হল সবচেয়ে সুন্দর তীর্থ স্থান। কিন্তু কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়াতে সমস্ত সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে। নাহলে সকল শিব মন্দিরেই ফুল চড়াত। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন সেই এক। আধা কল্প তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করে নীচে আসো। সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হবে। এখন বাবা বলেন তোমার যা যা ব্যাগ ব্যাগেজ আছে সব আমাকে দিয়ে দাও, তোমাকে আমি সত্যযুগে ট্রান্সফার করে দেব। আমি তো কিছুই নিই না। মানুষ তো নিজের জন্যই করে, আবার বলে আমি তো নিষ্কাম ভাবে করি। কিন্তু নিষ্কাম তো কেউ করতে পারে না। সব জিনিসেরই ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। আমি তো বাচ্চারা তোমাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন প্রদান করি। তোমাদের জন্যই আমি বৈকুণ্ঠ নিয়ে আসি। বাচ্চাদের সার্বভৌমত্বের সুভিনয়র (সংগত) প্রদান করি। তো সেটা নেওয়ার জন্য যোগ্য হতে হবে। স্বর্গের মালিক হতে হবে। হাতের উপরে বহিস্ত (স্বর্গ) লাভ হয়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বা সেকেন্ডে বাদশাহী। দিব্য দৃষ্টি দাতা হলেন শিব বাবা। সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান। এই সাকার বাবার হাতে চাবি নেই। বাবা বলেন আমি বাচ্চারা তোমাদেরকে রাজস্ব প্রদান করি। আমি রাজস্ব করি না। তারপর তোমরা যখন ভক্তি মার্গে যাবে তখন তোমাদেরকে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা মনোরঞ্জন করব। কত সুন্দর ভাবে বাবা তোমাদের বোঝান।

বাবা কল্প - কল্প, কল্পের সঙ্গমে এক বারই আসি। বাকি এত এত অবতার - সে সব হল গালগল্প। এই শাস্ত্র হলই ভক্তি মার্গের। সে সবই পূর্ব থেকেই ফিঙ্কড রয়েছে, নতুন কিছু নয়। যা কিছু হয় তা ড্রামাতেই রয়েছে, একে সাক্ষী হয়ে দেখো। বাবা খুব ভালো ভাবে বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, আমি তোমাদের ইনশিওর ম্যাগনেট (ইনশিওরেন্সের বড় ব্যাপারী) তোমাদের একটি পাই পয়সাও নষ্ট করি না। কড়ি থেকে তোমাদেরকে হীরে তুল্য বানাই। এই সবই শিববাবা এনার দ্বারা বলেন। করনকরাবনহার হলেন তিনি। নিরাকার এবং নিরহঙ্কারী তিনি। গড ফাদার কীভাবে বসে পড়ান।

বাবা কখনও এমন বলেন না যে আমার চরণে পড়ো। বাবা হলেন ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট। বাবা বলেন যাদেরকে মালিক বানিয়েছি তারা প্রথমে অনেক অনেক সুখ ভোগ করে, এখন সবাই দুঃখী হয়ে গেছে। সুখও অনেক পাওয়া যায়, কোনো ধর্মে এত সুখ পাওয়া যায় না। এমন বলতে পারবে না যে কেবল ভারতবাসীকেই কেন ? অন্যদেরকে নয় কেন ? আরে এত এত মানুষ, সবাই তো আসতে পারবে না। ড্রামা এমনই তৈরী হয়ে আছে। ভারতেই দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। ভগবান এসে সত্যিকারের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বাবা বলেন আমি আবার এসেছি। তোমরা ৮৪ জন্ম পার্ট বাজিয়েছ, এখন আবার ঘরে ফিরে যাবে। এই বস্ত্র অনেক পুরানো হয় গেছে। সাপের মতো (সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে)। সন্ন্যাসী তখন বলে আত্মা, পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়। এই অবস্থায় থাকতে থাকতে তারপর শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু ব্রহ্মতে তো কেউ লীন হয় না। কিন্তু তাদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রথর হয়। শান্ত হয়ে বসে শরীর ত্যাগ করে। ব্রহ্ম তো বাবা নয়। এ হল তাদের বুদ্ধির ভ্রম। যেমন হিন্দুদের এই ভ্রম রয়েছে যে আমরা হলাম হিন্দু ধর্মের। আরে, হিন্দু ধর্ম কোথা থেকে এসেছে ? এটা তো হল হিন্দুস্তানের নাম। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল। এখন দেখো কত ধর্ম ! কত কত ভাষা ! সেখানে তো ভাষাই একটি। বলে ওয়ান গভর্নমেন্ট চাই, কিন্তু সব গভর্নমেন্ট ওয়ান কীকরে হবে। ব্রাদারহুড কী তাও বোঝে না। সর্বব্যাপী বলে দেয়, তাহলে তো ফাদারহুড হয়ে গেল। তাহলে ফাদার বলে কাকে ডাকবে ? এটাও বোঝার বিষয় তাই না। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) কারও অবগুণ দেখবে না। এক শিববাবার সাথে কানেকশন রেখে ওঁনার যে শ্রীমং প্রাপ্ত হয় তাতে রাইট (সঠিক) মনে করে চলতে হবে। শ্রীমতের উপরে কখনো সংশয় ওঠাবে না।

২) নিজের তন-মন-ধন-কে পুরো ইনশিওর করতে হবে। প্রতিটি কদমে শ্রীমং নিতে থাকবে। ঈশ্বরীয় পার্ঠের উপরে সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে।

বরদান : - ন্যাচারাল অ্যাটেনশন বা অভ্যাস দ্বারা নেচারকে (প্রকৃতি) পরিবর্তন করতে সমর্থ সিদ্ধি স্বরূপ ভব

তোমাদের সকলের নিজ সংস্কার হল অ্যাটেনশনের। যখন টেনশনকে স্থান দিতে পার তবে অ্যাটেনশন রাখা এমন কী বড় ব্যাপার। তো এখন অ্যাটেনশনেরও টেনশন থাকবে না বরং সেটা ন্যাচারাল অ্যাটেনশন হবে। আত্মার ডিট্যাচ হওয়ার ন্যাচারাল অভ্যাস হবে। আত্মা ডিট্যাচ ছিল, আত্মা ডিট্যাচ এবার ডিট্যাচ হয়ে যাবে। যেমন বাণীতে আসার অভ্যাস এখন পাকা হয়ে গেছে, তেমনি বাণীর উর্ধ্বে, ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাসও ন্যাচারাল হয়ে গেলে তখন ডিট্যাচ ভাবের শক্তিশালী ভাইব্রেশনের দ্বারা সেবাতে সহজ সিদ্ধি প্রাপ্ত করবে এবং এই ন্যাচারাল অভ্যাস নেচারকেও বদলে দেবে।

স্লোগান : - অশরীরী ভাবের এক্সরসাইজ এবং ব্যর্থ সংকল্পের ভোজনের সতর্কতা গ্রহন করলে এভার হেল্দি থাকবে।

২৪-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সমেত তোমার যা কিছু আছে সে সবকিছুরই নৈবেদ্য দিয়ে ট্রাস্টী হয়ে চলতে পারলে মমত্ব-ভাব দূর হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাই কি এমন যুক্তি ও পদ্ধতি অবশ্যই শেখা উচিত ?

উত্তর :- সেবা করার যুক্তি ও পদ্ধতি অবশ্যই শেখা উচিত। আগ্রহ থাকতে হবে যে, কি করে লোকেদের যুক্তি-যুক্ত ভাবে প্রমাণ করে বোঝাতে পারবে - পরমাত্মা কে ! বাবার শ্রীমং তো তোমরা পেয়ে থাকো - বুদ্ধিমানের মতন সবাইকে বাবার সেই বাণীগুলি শোনাতে থাকো। বাবার প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে ছোট ছোট কাগজে ও কার্ডে খুব সুন্দর বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে তা বিতরণ করো, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ পরমাত্মাকে অপমান করা। বাচ্চারা, এই সেবা তীর্থযাত্রীদের নিকট বেশী করে করতে পারো।

গীত :- যার সাথী স্বয়ং ভগবান,

. তার আবার কিসের ভয় যতই আসুক ঝড়-তুফান

ওঁম শান্তি! বাচ্চারা - গীত তো শুনলে তোমরা। তোমরা বি.কে.-রাই এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারো। অথচ যে এই গীত গেয়েছে, সে কিন্তু এর মর্মার্থ কিছুই বোঝে না। যেহেতু তাদের সাথী তো আর ভগবান নয়। এছাড়া তারা এ কথাও জানে না ভগবান কবে আসেন - এসে নিজের বাচ্চাদের কিভাবে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হওয়ার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা দেন। বাবা স্বয়ং এসে নিজেই নিজের পরিচয় জানান। সেই বাবা স্বয়ং এখন নিজের বাচ্চাদের বি.কে.-দের সামনে বসে যা কিছু বলছেন, তোমরা বাচ্চারাও তা শুনছো। এই ঝড়-তুফানের প্রকৃত অর্থ কেবল তোমরা বি.কে. বাচ্চাই বুঝতে পারো। লোকেরা তো কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝড়-তুফানকে জানে। কিন্তু, তোমাদের ঝড়-তুফান তো হলো ৫-বিকার রূপী মায়ার। তোমাদের পুরুষার্থে এই মায়া-ই যত বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কিন্তু তার পড়োয়া করা চলবে না তোমাদের। একমাত্র উপায় হলো, কেবলমাত্র খুব মনোযোগ সহকারে বাবার স্মরণ করতে থাকা, তবেই সেই ঝড়-তুফান পালিয়ে যায়। যে প্রকৃত বাদশাহের বাচ্চা হবে, তার সেই নিশ্চয়তা থাকে যে, সেও বাদশাহ বাবার বাচ্চা। অর্থাৎ সেই বাদশাহীরও মালিক বা রাজকুমার-এমনই নেশার ঘোর থাকা উচিত বাচ্চাদের মধ্যে। বাচ্চারা, তোমাদের যার যার মধ্যে সেই নিশ্চয়তা পাক্সা আছে, তারাই বাবাকে আপন করে নিতে পেরেছো। এ কিন্তু নিজের বানানো কোনও সাধারণ ব্যাপার বা মাসীর ঘরে যাওয়া নয়। এর জন্য এমন ভাব আসতে হবে - ব্যস, আমার তো এক ও একমাত্র শিববাবাই আছেন, অন্য কিছু আর চাই না আমার। বি.কে. বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকেই এই কথাকে সেভাবে মানে না বলেই তো মায়ার ঝড়-তুফান তাদেরকে হয়রান করে। যে কারণে অনেকেই বাবার সঙ্গও ছেড়ে দেয়। দুনিয়ার লোকেরা তো ভগবানকে যথার্থ রূপে কেউ-ই জানে না। তোমরা বি.কে.-রাই প্রকৃত শিবালয়ে অর্থাৎ শিবমন্দিরেই আছো। সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই এখন বেশ্যালয়ে পরিণত। বর্তমান সময়ে (বিকারের কারণে) মানুষদের চরিত্র এখন বাঁদরের চাইতেও নিম্ন-স্তরের। ক্রোধ-বিকারেও মানুষ এখন বাঁদরের চাইতে বেশী। যদিও চেহারায়ে তারা মানুষ, কিন্তু মানুষ হয়েও তারা এমন সব কার্য-কলাপ করে যে, তা দেখে অবশ্যই বলা যেতে পারে, মানুষেরা এখন বাঁদরের থেকেও নিম্ন-স্তরে নেমে গেছে।

ভারতবাসীদের সবচেয়ে বড় শত্রু কে - যে মানুষদেরকে বাঁদরের চাইতেও নিম্ন-স্তরের বানিয়েছে ? এ খবর কেউ রাখে না। তাই বাবা বলছেন- তোমরা নিজেদের মন-দর্পনে নিজেদেরকে দেখো, এই তোমরাই পূর্বে কি সুন্দর স্বভাবের ছিলে, আর আজ কি করুণ পরিণতি হয়েছে। বাবা এসেছেন আবার তোমাদের তেমন উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। কিন্তু যারা বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে না, মায়া তাদেরকে উপযুক্ত হতে না দিয়ে -অমন বাঁদর বানিয়েই রাখে।

বাবা এখন শ্রীমত দিচ্ছেন - দেহ সমেত যা কিছুই আছে তোমার কাছে, সে সব কিছুই নৈবেদ্য চড়িয়ে দাও। এরপর বাবা তাকে বাবার সবকিছুই ট্রাস্টী বানিয়ে নেবেন। ফলে সবকিছুই মমস্ব দূর হয়ে যাবে। অবলা মাতা ও কন্যাদের জন্য এটাই খুব সহজ পন্থা। যেমন, রাজস্থানের কোনও রাজার সন্তান না হলে, তখন সে কাউকে দত্তক নিয়ে থাকে। যখন কোনও ধনী ব্যক্তি কোনও গরীব ঘরের বাচ্চাকে দত্তক নেয়, সেই বাচ্চা তখন খুবই খুশী হয়, এই কথা ভেবে- এখন সে কত বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছে। ঠিক যেমন, ধনী লোকের বাচ্চাদের মধ্যে ধন-সম্পদের (অহংকারের) একটা ঘোর থাকে, আমি কোটা-পতির বাচ্চা। কিন্তু এই স্তান-ধনের কোনও খবরই রাখে না তারা। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই তা জানো, এই স্তান-ধনের ঘোর কত বিশাল। আর তেমন শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় শ্রীমত অনুসারে চলতে পারলে। শ্রীমত অনুসারে চলতে না পারলে আর কি বা পাওয়া যাবে- কিছুই না। যেখানে স্বয়ং ভগবান বলছেন, কোনও কিছুই চিন্তা করার প্রয়োজন নেই তোমাদের। কেবলমাত্র রাত-দিন এই ঘোরের মধ্যেই থাকতে হবে। তবেই বাবা তোমাদেরকে আগামী ২১-জন্মের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্ষা দেবেন। একমাত্র বি.কে.-রাই এই উত্তরাধিকারী পায়। যেহেতু তারা বাবার আপন দত্তক সন্তান। যদিও বাস্তবে সবাই একই শিববাবার সন্তান। কিন্তু বাস্তবে এখানে তো শিববাবা স্বয়ং এসে বি.ক.-দেরকে এই পঠন-পাঠন ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ওঁনার সন্তান করে গড়ে তুলছেন। তোমরাও স্ব-শরীরে ওনারই সন্মুখেই বসে আছো, যেহেতু তোমরা জানো যে, শিববাবা তোমাদেরকে আপন করে নিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করার জন্য এই শ্রীমত দেন। বাচ্চারা, তোমরা যেন কারও নাম বা রূপের ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে নিজেদেরকে সেই জালে জড়িয়ে ফেল না। এক ও একমাত্র শিববাবার নাম ও রূপে নিজের মন ও বুদ্ধিকে স্থির থাকতে হবে। যার নাম ও রূপ জাগতিক সবার থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

বাবা আরও জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, (কল্প পূর্বেও) তোমরা তো আমারই বাচ্চা ছিলে, প্রকৃত অর্থে পূর্বে তোমরা ছিলে নির্বান-ধামের বাসিন্দা। তোমরা কি ভুলে গেলে যে তোমরা আত্মারা পরমধাম, শান্তিধাম অথবা নির্বানধামের বাসিন্দা ? তোমাদের প্রকৃত ধর্মই হলো শান্ত-স্বরূপ। বর্তমানের এই শরীর ও ইন্দ্রিয় তো কেবল কর্ম-কর্তব্য সমাধা করার জন্য। এগুলি না থাকলে তোমরা তোমাদের সেই অভিনয় করবেই বা কি প্রকারে ? তোমরা তো এটাও জানতে না যে, তোমরা আত্মারা প্রকৃতই নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা। যা সব মানুষদেরই তো জানা দরকার। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ তো আর তা জানবে না। লোকেরা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলাতেই, নিজেদেরকেই ভুলে গেছে যে, মূল অর্থে তারা আত্মা। অথচ লোকেরা কিন্তু আবার এ কথাও বলে, যীশুখ্রীষ্টকে, ইব্রাহিমকে তো পরমাত্মাই পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ বাবা-ই নিশ্চয় তাদেরকে পাঠিয়ে থাকবেন। একথা তো তোমরা জানোই, অবিনাশী এই ড্রামার চিত্রপট অনুসারে প্রত্যেককেই আসতে হয় এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে তাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় সমাধা করতে। সেক্ষেত্রে ওনাকে কারও পাঠাবার প্রশ্নই তো ওঠে না। বর্তমানে মানুষেরা রয়েছে অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে। তারা না চেনে বাবাকে, না জানে নিজেকে আর না

আছে জাগতিক রচনা-র কোনও ধারণা। আর এই জ্ঞানটুকুও নেই-ই যে, প্রকৃত অর্থে আমি আত্মা, কিন্তু আমার শরীর হলো পৃথক। আমরা আত্মারা আসি অসীম দূরের জগৎ শান্তিধাম থেকে। এইসব বিষয়গুলোকেই স্মরণ করিয়ে দেন বাবা। তার সাথে বাবা একথাও বলেন, অন্যদেরকেও তা স্মরণ করাও। খুব সুন্দর করে নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপাবে, তাতে যেন শিবের চিত্র অবশ্যই থাকে। তাতে এটাও দেখাতে হবে, ইনি হলেন বাবা, আর এনারা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সার উত্তরাধিকারী। আর তাতে একথাও লিখতে হবে- "তোমরা এসো, এসে পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে এমন আশীর্বাদী-বর্সার অধিকার প্রাপ্ত করো, যা পেলে তোমরাও লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে পারবে। তোমাদের এই ছাত্র-জীবন নর থেকে নারায়ণ হবার। ধনী পরিবারের বাচ্চারাও তা জানতে পারলে, তারও খুব খুশী হবে। যে যতই ধনী হোক না কেন, বি.কে.-দের তুলনায় তারা খুবই নগন্য। জগতের লোকেরা কত পরিশ্রম করে অল্প-কালের সামান্য সুখ-ভোগের জন্য। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো সদাকালের সুখ পেয়ে থাকো। যা কেবল তোমরা বি.কে. বাচ্চারাই বলতে পারবে। যেখানেই তোমরা যাও না কেন, তোমাদের হাতে যেন নিমন্ত্রণ-পত্র অবশ্যই থাকে। লোকদেরকে বুঝিয়ে বলবে, ইনি অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা সব আত্মাদেরই বাবা, যিনি স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। কিভাবে ওঁনার কাছ থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়, সেসব লেখা আছে এতে। এমন ধরণের নিমন্ত্রণ পত্র বা কার্ড এরোপ্লেন থেকেও নীচে ছড়াতে পারো। খবরের কাগজেও তেমন ধরণের বিজ্ঞাপন দিতে পারো। এমন করলে নামযশ ও খ্যাতি সম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী লোকদের কাছেও সেই নিমন্ত্রণ পৌঁছে যাবে। এই এ্যাডোপ্লেন যেমন বিনাশের জন্য, আমনি আবার তোমাদের সেবার কাজের উদ্দেশ্যেও। যদিও এই ধরণের সেবার কাজ গরীবদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাবা তো দীনের বন্ধু। তাই গরীব বাচ্চারাই বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। ধনীরা তো তাদের ধন-সম্পদের মমত্বেই আটকে থাকে। তাই সমর্পিত হতে গেলে তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাই এই সময়কালটা মাতা ও কন্যাদের সৌভাগ্য উদয়ের সময়।

বাবা এবার জানাচ্ছেন- উনি এই মাতাদের দ্বারাই ভারতের সাধু-সন্ন্যাসী, বিদ্বান-বিজ্ঞদের উদ্ধার করান। ভবিষ্যতে এই জ্ঞানের প্রচারের উন্নতির সাথে সাথে তারও সব আসবে এখানে। এখন তারা ভাবছে, তাদের মতন জ্ঞানী আর কেউ নেই জগতে। অথচ, তাদের ধারণা নেই যে, বাবা যে রাজযোগ শেখান তা ঘর-গৃহস্থ পরিবারে থেকেও শেখা যায়। যেহেতু, জাগতিক হঠ-যোগ তার কর্ম-সন্ন্যাস এই সহজ ররাজযোগ থেকে পৃথক ধরণের। ভগবান তো অবশ্যই আসবেন ওনার কর্ম-কর্তব্যের দ্বারা আপন বাচ্চাদেরকে (বি.কে.-দেরকে) স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী করে গড়ে তুলবার জন্য। অতএব বাচ্চারা, এই খুশীতে তোমাদের কতই না আনন্দিত হওয়া দরকার ! ব্রহ্মাবাবা যখন ভক্তি-মার্গে ছিলেন, তখন তার প্রিয় লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে কত স্বয়ং রাখতেন নিজের কাছে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র ওনার কাছে খুব আকর্ষণীয় ছিল, যা দেখে খুব খুশীও হতেন। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, স্ব-কল্যাণ অর্থাৎ নিজের কল্যাণ চাইলে, সর্বাগ্রে অন্যের কল্যাণ করতে হবে। অতএব সেবায় নিয়োজিত করো নিজেকে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো একেবারেই পরিস্কার। বাবার আশীর্বাদী-বর্সায় তোমরা বি.কে.-রাই বাবার উত্তরাধিকারী, দেবতুল্য, জগতের সর্ব-ক্ষমতার অধিকারী। চিত্রের একেবারে শীর্ষে শিববাবা, ঠিক তারই নীচে লক্ষ্মী-নারায়ণ - এইভাবে বোঝানোটা কত সহজ ব্যাপার। অতএব সবাইকেই নিমন্ত্রণ পাঠানো উচিত। যাতে সবাই অসীম-বেহদের বাবার কাছ থেকে অবিনাশী.আশীর্বাদী-বর্সা পেতে পারে। যেখানে যেখানে লোকদের ভীড় হয়, সেখানে গিয়ে এই প্রচার-পত্র অবশ্যই বিলি করা দরকার। এমন করলে কেউ কিছু বলতেও পারবে না। তবুও যদি কেউ

বিরুদ্ধাচারণ করে, তখন তোমরাই তা প্রমাণ করে দেবে যে, ইনি হচ্ছেন এমন এক বাবা, যার কাছ থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। যাকে লোকেরা সর্বব্যাপী বলে অবজ্ঞা করে। তাই বাবা বলেন- এই সর্বব্যাপী বলায় বাবাকে কতই না অপমান করা হয়। যেখানে উনি অনুপোষুতদেরও স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলেন, সেখানে ওনাকেই ফেলনা নুড়ি-পাথর বলা হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সেই অমূল্য শ্রীমতের মাধ্যমে বাবার নির্দেশ পাচ্ছো- এই প্রচার-পত্র চারিদিকে বিলি করতে থাকো। অমরনাথ তীর্থ-যাত্রায় তো দলে দলে অনেকই যায়, সেখানে গিয়েও এই প্রচার-পত্রের বিলি করো। সেই প্রচার-পত্রে যেন লেখা থাকে, যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ, ইত্যাদি কোনও কিছুতেই বাবাকে পাওয়া যায় না। অবশ্য তা বোঝার জন্য প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরও তো প্রয়োজন। বুঝতে হবে এই বাবা হলেন 'গড়-ফাদার' অর্থাৎ দেবতাদেরও পিতা। কিন্তু, কেবলমাত্র ভগবান, ঈশ্বর বা পরমাত্মা বললে, সেখানে পিতা অক্ষর বা শব্দের যোগ হয় না। একমাত্র 'গড়-ফাদার' বললে তখনই পিতা শব্দ যোগ হয়। আসলে সবাই আমরা এক গড়-ফাদারেরই সন্তান। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বললে তো পরমাত্মাকে পতিত বলাই হলো। যেখানে উনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ-মন্দিরের মতন পবিত্র জায়গায় গিয়ে আমরা যার শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করি। বাচ্চাদেরও এমনই যুক্তি সহকারে সেবায় উৎসাহ-আনন্দ থাকা উচিত।

তীর্থ-যাত্রীদের যাত্রাপথে নানাভাবে অনেক প্রকারের সেবা করতে পারো। লোকেরা তো এই স্থূল শরীরে জাগতিক তীর্থ-যাত্রার যাত্রী - আর তোমরা বি.কে. হলে মনে মনে যোগের সাহায্যে ঈশ্বরীয় তীর্থ-যাত্রার যাত্রী। এটাই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে লোকেদেরকে- তোমাদের সেই যাত্রার দ্বারা কোথায় কোথায় পৌঁছে যাও তোমরা। শংকর-পার্বতী তো সূক্ষ্ম-বতনে থাকেন, এখানে তারা আসবেনই বা কিভাবে ? এসব যা ভক্তি-মার্গের। অতএব তোমরা এভাবে অনেক সেবা করতে পারো। বেচারি ভক্তরা, তাদের তো কেবলই নানা জায়গায় ঠেলা-ধাক্কাই খেতে হয়, অতএব তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন, যেমনটি হন বাবা। তাদেরকে এ কথা স্মরণ করাও, তারা তো তাদের নিজের ধর্মকেই ভুলে বসে আছে। এই যে হিন্দু-ধর্ম -কে তা স্থাপন করলো। সেবা তো অনেক ভাবেই করা যায়। বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদেরকেই তা ঠিক করতে হবে। বাবা আসেন তার বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্সা দিতে, কিন্তু মায়া-ই কোনও কোনও বাচ্চাকে নাকে দড়ি দিয়ে সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। অতএব এই মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বসে আছো বাপদাদার সামনে। জগতের লোকেদের তো ধারণাই নেই, বাপদাদা এভাবে তোমাদের সন্মুখে এসে বসেন। যেহেতু আত্মারা এখন একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। যদিও তা একেবারেই নিভে যায়নি। খুব সামান্য আলোর শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এমন সময়ে বাবা এসে তাদের বুদ্ধির প্রদীপে জ্ঞান-ঘৃত ঢালেন। কেউ মারা গেলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালানো হয়। তেমনি এখানেও যোগের দ্বারা আত্মার জ্যোতিকে জাগিয়ে তোলা হয়, ফলে জ্ঞানের ধারণাকে সঠিক ভাবে ধারণ করতে পারো। ভারতের প্রাচীন রাজযোগের এত সুনাম, তাই এত খ্যাতি। নিবৃত্তি-মার্গে তো অনেক প্রকারের হঠ-যোগ শেখানো হয়। কিন্তু তাতে লাভের লাভ কিছুই হয় না। উল্টে তাদের অধঃপতনই হতে থাকে। এক ও একমাত্র যোগেশ্বর (শিব) ছাড়া আর কেউ-ই প্রকৃত যোগ শেখাতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর স্বয়ং সেই প্রকৃত যোগ শিখিয়ে থাকেন-যিনি নিরাকার।

এবার বাবা স্বয়ং বলছেন- "আমি-ই সেই, যে তোমাদেরকে এই রাজযোগ শেখাই। তোমাদের ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পাট এই জন্মেই শেষ হচ্ছে। অবশ্য কারও যেমন ৮৪-জন্ম, কারও ৬০ জন্ম,

আবার কারও বা এক বা দুই জন্মের পাট থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের কিন্তু খুব বেশী করে সেবার কার্য করতে হবে। এই ভারতই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল, তখন তা ছিল দেবী-দেবতাদের রাজ্য। এইসব তথ্য তোমরা ছাড়া আর কেউ-ই অন্যদের বোঝাতে পারবে না। হয়ত এর জন্য লোকদের দিক থেকে অপমান জনক কথাও শুনতে হতে পারে। বাবাকেই যখন তা শুনতে হয়, বাচ্চাদেরকে তো বলবেই লোকেরা। ভাল কাজের জন্য তা তো সহ্য করতেই হবে। এই ঘটনাও যে অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে রয়েছে। আবারও আগামী কল্পে এমনটাই ঘটবে। বাচ্চারা, এই বাবা তোমাদেরকে বানাতে চান পরশ-পাথরের মতন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। অতএব এমন বাবাকে সর্বদাই স্মরণ করা উচিত, যিনি তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী করে গড়ে তুলছেন। তাই তো বাবা তোমাদের উদ্দেশ্যে বলেন- বাচ্চারা, দীর্ঘজীবী হও, স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হও। এমন মিষ্টি-মিষ্টি বাবাকে কি তোমরা স্মরণ করবে না ? যেখানে একমাত্র স্মরণের যোগেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। পুরোনো পাপের বোঝার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তো দিতেই হবে। আর যদি যোগের দ্বারা তা না চোকাও তবে শাস্তি-দণ্ডের মাধ্যমে তা চোকাতেই হবে। তখন আবার তোমাদের করুণ দশা হবে। একবার বাবার বাচ্চা হয়ে, তারপর বাবাকে ছেড়ে চলে যাওয়া মানেই বিশ্বাস-ঘাতক হওয়া। পূর্বেই তোমাদের সেই সাক্ষ্যাংকার তো হয়েছেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি সদা নিরাপদ বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুঝতে হবে যে, এই বিনাশী শরীর ত্যাগ করে তোমাদের যেতে হবে শান্তিধামে। এখানে থাকার আর কোনও মজাই নেই এখন। আপন বাবার কাছে ফিরে যে যেতেই হবে। তাই লাগাতার বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। সেখান থেকে আবার স্বর্গধামে যেতে হবে। সত্যি, কি সুন্দর আমাদের এই তীর্থ-যাত্রার পথ। যদিও এসবের মধ্যে মায়াও যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন নিজের ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক ও একমাত্র শিববাবার নাম-রূপকে মন-বুদ্ধিতে রাখতে হবে। অন্য আর কারও রূপের ফাঁদে ফেঁসে যেয়ো না যেন।

২) মায়ার ঝড়-তুফানকে তোয়াক্কা করবে না। এক ও একমাত্র শিববাবা আছে আমার, আর কিছুই চাই না আমার এই বিধি অনুসারে ঝড়-তুফানকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

বরদান :- সর্ব প্রকার ব্যর্থের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে সেবা করে অথও সেবাধারী ভব

বিস্তার :- সেবা তো সবাই করে, কিন্তু সেবা করার সাথে সাথে যে নির্বিঘ্নে থাকতে পারে, তার মাহাত্ম্য অনেক। সেবার মধ্যে যেন কোনও প্রকারের বিঘ্ন না আসে। যেমন, বায়ুমণ্ডলের, সঙ্গী-সাথীর, আলস্যের! সেবাতে কোনও প্রকারের বিঘ্ন এলেই তা খণ্ডিত হয়ে যায়। অথও সেবাধারীর সেবাতে কখনও কোনও বিঘ্ন আসতেই পারে না। এমন কি সংকল্পেও সামান্যতম বিঘ্ন আসে না। সর্ব

প্রকার ব্যর্থের চক্র থেকে মুক্ত থাকতে পারলে, তবেই তাকে সফল আর অখণ্ড সেবাধারী বলা যাবে।

স্লোগান :- যে মন আর হৃদয় থেকে সৎ হয়, একমাত্র সে বাবা ও পরিবারের প্রিয় পাত্র হয়।

"হে মিঠে লাল -- রাত জেগে অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করো, দেহী অভিমানী হও, শ্রীমৎ বলে বাবার মতন নিরহংকারী হও"

প্রশ্ন:- শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মার মত-ও হল খুব বিখ্যাত - কেন ?

উত্তর :- কারণ ব্রহ্মাবাবা শিববাবার একমাত্র মুরব্বী বাচ্চা। ব্রহ্মাবাবার নিজের মতের অহংকার নেই। বাবা সর্বদা বলেন - তোমরা সদা কেবল বাবার শ্রীমৎ গ্রহণ করবে, এতেই তোমাদের কল্যাণ আছে। বাবা দেখ কত নিরহংকারী, মাতাদের বলেন বন্দে মাতরম। মাতারা হলেন জ্ঞান গঙ্গা, শক্তি সেনা, তাদের আগে রাখতে হবে, রিগার্ড অর্থাৎ সম্মান করতে হবে। এতে দেহ-অভিমান আসা উচিত নয় ।

গান :- যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীতের প্রথম লাইন শুনল। বলা হয় যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে। কিন্তু সঙ্গে একত্রে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না । যারা বাবার আপন হয়েছে তারা তো সাথে আছেই। যারা বাবার আপন তারা ব্রাহ্মণ যেখানেই থাকুক তাদের জন্যে হল সর্বগ্রহী জ্ঞানের বর্ষা । যারা শিববাবার নাতি নাতনি রূপে শপথ করে - বাবা, আমরা সদা পবিত্র থাকব, জ্ঞান অমৃত পান করব - তাদের জন্যই হয় জ্ঞানের বর্ষা । অমৃত কোনো জল নয়, বিশ্বের ন্যায় জ্ঞানকে অমৃত বলা হয়। সুতরাং তোমরা হলে পাণ্ডব সম্প্রদায়। যাদব সম্প্রদায়, কৌরব সম্প্রদায় গায়ন আছে তাইনা - কি করেছে তারা। তোমরা পাণ্ডব, তোমাদের উপরে জ্ঞানের বর্ষা বর্ষিত হয়। বাকি কৌরব-যাদবের জন্যে জ্ঞান অমৃতের বর্ষা নয়। এই কথা বাচ্চারা জানে যে যাদব কৌরবদের সংখ্যা বেশি। পাণ্ডব সংখ্যায় খুব কম। গায়ন আছে রাম গেল, রাবণ গেল যাদের অনেক সম্প্রদায়। রামের সম্প্রদায় পাণ্ডব সংখ্যায় খুব কম। এই হল পাণ্ডব গভর্নমেন্ট, শ্রীমৎ অনুসারে চলে যারা। এ তো হল ভগবানের গভর্নমেন্ট। কিন্তু গুপ্ত রূপে। তোমরা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে ভারতের নৌকো পার করি। যারা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে তারা নিজের জীবন নৌকো পার করে। যাদব ও কৌরবদের কাছে কত মহল আছে। বাচ্চারা তোমাদের কাছে কিছুই নেই। তিন পায়ের সম পৃথিবীও তোমাদের কাছে নেই। সবকিছুই তাদের। এও গায়ন আছে যাদের তিন পায়ের সম পৃথিবী নেই তাদেরই বিজয় হয়েছে এবং তারাই বিশ্বের মালিক হয়েছে। পাণ্ডব শক্তি সেনা হল গুপ্ত। শাস্ত্রেও দেখানো হয়েছে জুয়া খেলা, পাণ্ডবদের রাজত্ব ছিল তাদের জুয়া খেলায় হারানো হয়, এখানে না তো রাজ্য আছে, না আছে জুয়া খেলার কথা। এইসবই হল মিথ্যা। তোমরা বরাবর পাণ্ডব হও। শিববাবা হলেন রুহানী পান্ডা। বাচ্চাদের রুহানী যাত্রা শেখাতে এসেছেন। এই ব্রহ্মা দেহের দ্বারা শ্রীমৎ দেন। যেমন শিববাবার শ্রীমতের গায়ন আছে, তেমনই ব্রহ্মারও গায়ন আছে কারণ ইনি হলেন শিববাবার একমাত্র মুরব্বী বাচ্চা। এনার দ্বারা কত মুখ বংশাবলী রচিত হয়। পবিত্রতার কঙ্কন পরিয়ে বলা হয় - যত আমার মতানুসারে চলবে ততই অতি প্রিয় হবে। তোমাদের হীরে তুল্য জীবন হবে। শিববাবা বলেন - এনার (ব্রহ্মার) আর তোমাদের কানেকশন হল আমার সঙ্গে। হীরে তুল্য জীবন তোমরা প্রাপ্ত কর তাই এখন দেহি অভিমানী হও। শিববাবাকে যত স্মরণ করবে ততই দেহী অভিমানী হবে ফলে মায়া আক্রমণ করবেনা।

বাপদাদার দৃষ্টি সর্বদা বাচ্চাদের উপরে থাকে। যদি বাচ্চারা একটুও নিয়ম ভেঙে চলে তো বাপদাদার নাম বদনাম হয়। তাই শিক্ষা দিতে হয় - এমন কাজ করবেনা। যারা নাম খারাপ করে তাদের জন্যে বলা হয় সদগুরুর নিন্দুকের কোথাও স্থান নেই। এমন কোনো উল্টো কর্তব্য করবেনা। তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। যে স্মরণে থাকে তাদের দেহি অভিমানী বলা হয়। দেহ অভিমানে থাকলে মায়া জোরে প্রহার করবে। খুব উঁচু এই লক্ষ্য। স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়। কত ব্রাহ্মণ তৈরি হবে। গায়ন আছে ৩৩ কোটি দেবী দেবতা। বিজয় মালায় তারাই আসে যারা দেহী অভিমানী হয়। দেহ অভিমানী হওয়া অর্থাৎ মায়ার আক্রমণ হওয়া। দেহি অভিমানী হওয়া অর্থাৎ বাবার আপন হওয়া। এই কথাটি খুবই সূক্ষ্ম। পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন পিতা এবং প্রিয়তম। অসীম সুখ প্রদান করেন। বলেন বাচ্চারা তোমাদের জন্যে হাতের মুঠোয় স্বর্গ এনেছি। তোমরা শুধু শ্রীমৎ অনুসারে চল। শ্রীমৎ বলে দেহি অভিমানী হও। দেহ অভিমান তোমাদের পতিত করেছে। মায়া তোমাদের দেহ অভিমানী করেছে। রুহানী পিতাকে সবাই ভুলে গেছে। এখন বাবা এসে পরিচয় দিচ্ছেন। তোমরা নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। আমার তো কেবল শিববাবা ও বর্সা(স্বর্গের রাজস্ব)। দেহ অভিমানে আমার বললে স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য নিতে পারবেনা। আমরা হলাম আত্মা - এইটি পাক্ষা নিশ্চয় করো। আত্মা-ই হল পরমাত্মা .. এই যে জ্ঞানের ছাই বুদ্ধিতে ভরা আছে , সেসব বের কর। এখন দেহি অভিমানী হও। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের জীবন নৌকো পার হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলো। দেহী অভিমানী নাহলে মায়া জীবন যাত্রা বিষম করে দেবে। এমন অনেকের জীবন মায়া বিষম করেছে কারণ শ্রীমৎ অনুযায়ী চলেনি। এই হল যুদ্ধের ময়দান। তোমার কোনো কিছুতে হার মানা চলবেনা। কাম বিকারের ভূত তো একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। সেকেন্ড নম্বরে হল ক্রোধের ভূত।ক্রোধের বশে একে অপরের হত্যা করে। যাদব দের ক্রোধ বাড়বে। একেবারে যেন অসুরে পরিণত হবে। ক্রোধও হল বিরাত শত্রু। কাম শত্রুকে পরাজিত না করতে পারলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবেনা। ক্রোধ রূপী শত্রুও এমনই যা নিজেকেও দুঃখ দেয় অন্যদেরও দুঃখ দেয়। এইসবও হল ভবিতব্য। এখন যাদব, কৌরব, পাণ্ডব কি করে ? এইসব তোমরা জানো। এই হল পাণ্ডব গভর্নমেন্ট। এখন তোমরা দেখ পাণ্ডবদের রাজস্ব তো নেই। তিন পায়ের সম পৃথিবীও প্রাপ্ত হয়না। তাদের দেখো কত প্রতিপত্তি। তোমাদের মধ্যেও অনেক কম বাচ্চারা নারায়ণী নেশায় মত্ত থাকে। সব নেশাতে ক্ষতি হয়। দেহ অভিমানে এলে খুব ক্ষতি হয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা সদা শিববাবাকে স্মরণ করো। এমন ভেবোনা যে এই ব্রহ্মা জ্ঞান দিচ্ছেন। তিনি বোঝান শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা বলেন আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। এই ব্রহ্মাও আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়। আমরা স্মরণ করলে আমি সাহায্য করতেই থাকব। দেহ অভিমানী হয়ে থাকলে মায়া আক্রমণ করতেই থাকবে। তারপর একে অপরকে দুঃখ দেবে। এর মধ্যে দুই বিকার হল মহা শত্রু। নম্বর অনুযায়ী আছে কিনা। কাম-ক্রোধ হল প্রত্যক্ষ বিকার। মোহ-লোভ ইত্যাদি হল গুপ্ত। সুতরাং এইসব ভূতকে পরাজিত করতে হবে।

বাবা বলেন এখন তোমরা তিন পায়ের সম পৃথিবী প্রাপ্তি হয়না, তবু আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। বাবার সদা ইচ্ছে হয় বাচ্চার নাম হোক। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমরা কার সন্তান, তখন গর্বের সাথে উত্তর দেওয়া উচিত। ওহো, বাবা বাচ্চাদের কত উঁচুতে স্থান দেন। লৌকিক বাচ্চারা হয় কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ব্যারিস্টার কেউ অন্য কিছু - তখন পিতা খুশি হন । কোনো বাচ্চারা পিতা

সম্মান ধুলায় মেশাতেও দেরি করেনা। তোমাদের তো বাবার সম্মান উঁচু করতে হবে তাইনা। কুলকে কলঙ্কিত করে যে বাচ্চা তার জন্যে বাবা বলেন এর চেয়ে মৃত ভালো। এই বাবাও এরকম বলেন তোমরা কাম্বী, ক্রোধী হয়ে ঈশ্বরীয় কুলকে কলঙ্কিত কর। বাবার কাছে বর্সা তো পুরো নেওয়া উচিত। দেখছ তো এই মাম্মা-বাবা প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হন। তাহলে কেন-না আমরাও ওনাদের সিংহাসনে বিরাজিত হই। যথাযথভাবে তোমরা মাতা পিতার সিংহাসনে বিরাজিত হও তাইনা। বাচ্চারা সিংহাসনে বসলে তারা নিজেরাই নীচে আসবেন। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা বলেন রাজত্ব লাভ করো। প্রজাতে যেও না। নারায়ণী নেশায় থাকা উচিত। যদিও প্রজাতেও অনেকে বিত্তবান হয়, তবুও বলা হবে প্রজা তাইনা। রাজার চেয়েও বেশি প্রজাতে সম্পদশালী হয়। এই সময় গভর্নেন্ট তো কাঙাল। ঋণ নেয় অর্থাৎ প্রজা বিত্তবান তাইনা। বাবা বোঝান তোমরা জানো ভারতের গভর্নেন্ট এই লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন, এখন আবার হচ্ছেন। বাবার শ্রীমং অনুযায়ী চললে জীবন নৌকো পার হয়। শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। নাহলে মায়া গ্রাস করবে। অনেককে গ্রাস করেছে। যদিও এখান থেকে বেরিয়েছে, বিরাট লক্ষপতি হয়েছে। সবজি বিক্রেতা কোটিপতি হয়ে গেছে। বাবার কাছে আসে, বলে বাবা এখন ধন অনেক হয়েছে। বাবা বলেন তোমাদের উপরে অনেক বোঝা যাচ্ছে, শিববাবার কাছে তোমরা অনেক ভরণ পোষণ প্রাপ্ত করেছে। ঋণ হল কিনা, তাই খুব সাবধান। তখন তারাও বোঝে ঋণ মুক্ত হতে হবে। এমন অনেকে আছে। করাচী-তে তোমরা কন্যারা পালিয়েছিলে। সঙ্গে কিছু এনেছিলে কি? কিছুই না। শিববাবার খাজানা বা ভান্ডার থেকে তোমাদের প্রতিপালন হয়েছে। যারা শিববাবার নামে সারেন্ডার হয়েছে তাদের দ্বারাই বাচ্চারা তোমাদের লালন পালন হয়েছে। এই বাবা কি আর জানতেন যে এরা সবাই মিলে একত্রে এখানে এসে হাজির হবে। শিববাবা তাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং ভাঙি হওয়ার ছিল, তাই সবাই পালিয়ে এসেছে। তখন প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও কেউ বলিদান করেছে। অনেকে আবার পলায়নও করেছে। মায়া হারিয়েছে। মায়াও কোনো কম সমর্থবান নয়। এখন মায়াকে হারাতে হবে বাবার স্মরণ দ্বারা। যোগ শব্দটি বোলোনা। অনেক বাচ্চারা বলে যোগে বসাও। কিন্তু বসার অভ্যাস হয়ে গেলে চলতে ফিরতে তখন আর স্মরণ করতে পারবেনা। নতুনদেরও এইরূপ শেখাবেনা যে যোগে বসো। নতুন আত্মাদের তোমরা নিজের সামনে বসাও তখন তারা নাম রূপে আটকে যায়। অনুভবের আধারে বারণ করা হয়। মাতা পিতাকে কি একটি স্থানে স্মরণ করতে হয়? তোমরা উঠতে বসতে, সার্ভিস করতে বাবাকে স্মরণ করো। বাবার সন্তান যে হবে, সে রাত্তিরে জেগেও স্মরণ করবে। এমন অতি প্রিয় বাবা যিনি বিশ্বের মালিক করেন, ওনাকে কেনই বা স্মরণ করবেনা।

পারলৌকিক পিতার কাছে অসীম সুখের ভান্ডার প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন থেকে পুরুষার্থ কর, পরিশ্রম কর তবে জন্ম জন্মান্তর ঈশ্বরীয় প্রালব্ধ ভোগ কর। এমন তো নয়, সেখানে সত্যযুগে গিয়ে তোমরা এমন কর্ম কর যে রাজত্ব লাভ কর। না, এখানকার পুরুষার্থ দ্বারাই প্রালব্ধ প্রাপ্ত কর। খুব বিশাল এই পদ মর্যাদা। এমন অনেকে এসে আশ্চর্য হয়ে শুনে, ভালো ভালো বলে, পালিয়ে গেছে। অনেকে সেন্টার স্থাপন করেও পালিয়ে গেছে, পতিত হয়েছে ... কেউ সেন্টার স্থাপন করে ধীরে ধীরে পতনের দিকে গেছে। মায়া ওয়ান্ডারফুল কিনা। মায়া নাক ধরে নেয় তাই বাবা বলেন নিরন্তর স্মরণ করো। ভাবো শিববাবা বোঝাচ্ছেন। এনার চেয়ে মাম্মা বেশি তীক্ষ্ণ ছিলেন। বাবা হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। বাচ্চারা তোমাদেরও বুঝতে হবে যে আমরা হলাম নিরাকারী আত্মা, নিরহংকারী হতে হবে তবেই বর্সা প্রাপ্ত হবে। দেহ অভিমান আসা উচিত নয়। খুব মিষ্টি হতে হবে। সেখানে মায়া থাকেনা। তাহলে কেনই বা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করবনা। বাবার রাইট হ্যান্ড

হয়ে যাব। তারা কারা ? যারা সেন্টার স্থাপন করে। শ্রেষ্ঠ কর্ম করে, অনেকের কল্যাণ করে। কেউ সেন্টার স্থাপন করে চলেও যায়। সেসবের ফল প্রাপ্ত করে। একদিকে জমা , অন্যদিকে খালি হয়ে যায়। এইসব বাবা তো জানেন। ব্রহ্মাও জানেন। একমাত্র ব্রহ্মা হলেন মুরব্বী বাচ্চা। তোমরা সবাই হলে নাতি নাতনি। তোমরা জানো মাম্মা একনশ্বরে যান। বাবা সেকেন্ড নশ্বরে থাকেন। সুতরাং মাতাদের সম্মান করতে হবে। বাবা বলেন বন্দে মাতরম্। তাই বাচ্চাদেরও বন্দে মাতরম করতে হবে। মাতা না হলে উদ্ধার হবেনা। বাস্তবে সবাই হল সীতা। সবাই হল সজনী - একমাত্র সজনের অথবা সবাই হল সন্তান একমাত্র পিতার। বাবা নিজেই বলেন বন্দে মাতরম । যেমন কর্ম আমি করি, আমায় দেখে বাচ্চারা করে। তাই মাতাদের রক্ষা করতে হবে। এদের উপরে অনেক অত্যাচার হয়। কেউ বিঘ্ন স্বরূপ হলে মাতারা বন্ধনযুক্ত হয়ে যায়। পাপের ঘট এভাবেই ভরে, অসুর আক্রমণ করলে পাপ আত্মায় পরিণত হয়। হচ্ছে সবই ড্রামা অনুযায়ী, যার কিছুই পরিবর্তন হয়না। কল্প পূর্বের মতন প্রত্যেকে নিজের বর্ষা প্রাপ্ত করবে। সাক্ষাৎকার হয় - কে ভালো সহযোগ করেছে। শিববাবা বলেন আমি হলম দাতা, কিছু প্রাপ্ত করিনা। যদি মনে এইরকম সঙ্কল্প আসে যে আমরা দান করি, অহংকার এলেই পতন হয়। শিববাবা বলেন তোমরা নুড়ি পাথর দিয়ে রিটার্নে কতখানি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি করো ! বাবা সর্বদা দাতা স্বরূপ। শিববাবাকে আমি দান করি - এইরূপ সঙ্কল্প কখনোই বুদ্ধিতে আসা উচিত নয়। আমি এক পয়সা দিয়ে লক্ষ প্রাপ্ত করি, ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। বাবা হলেন সদগতি দাতা, ঝুলি ভরেন যিনি। গুপ্ত দান করা উচিত, বাবাও হলেন গুপ্ত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহী-অভিমানী হয়ে মায়াকে পরাজিত করতে হবে। রাত জেগে অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) বাবার মতন নিরাকারী, নিরহংকারী হতে হবে। শিববাবাকে দান করি - এই রূপ সঙ্কল্পও যেন না আসে।

বরদান :- অলৌকিক পদ্ধতির লেন দেন দ্বারা সদা বিশেষত্ব সম্পন্ন উদার হৃদয়বান হও

ব্যাখা: যেমন কোনো মেলায় গিয়ে টাকা দিয়ে জিনিস নাও। নেওয়ার আগে দিতে হয়, তো এই রুহানী মেলায় বাবার কাছে বা একে অপরের কাছে যেমন কিছু নাও অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণ করো। যখন কোনো গুণ অথবা বিশেষত্ব ধারণ কর তখন সাধারণ ভাব স্বতঃই শেষ হয়ে যায়। গুণ ধারণ করলে দুর্বলতা স্বতঃই শেষ হয়। অর্থাৎ এই হয়ে যায় দেনা। প্রতি সেকেন্ড এইরূপ লেনা দেনা করায় উদার মনের অধিকারী হও তাহলে বিশেষত্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান - নিজের বিশেষত্ব গুলি ব্যবহার করো তাহলে প্রতি কদমে প্রগতির অনুভব হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আধাকল্প ধরে মায়া তোমাদের অভিশাপ দিয়ে এসেছে, এখন বাবা তোমাদের সব অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বর্ষা দিতে এসেছেন, তোমরা শ্রীমতে চললে বর্ষা প্রাপ্তির উপযুক্ত হতে পারবে"

প্রশ্ন :----- দেহী - অভিমানী হওয়ার যথার্থ রহস্য তোমরা বাচ্চারা কি বুঝেছ ?

উত্তর :--- পুরানো দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে বাবার হওয়া অর্থাৎ মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃত) হওয়া মানেই দেহী - অভিমানী হওয়া । এই পুরানো জুতাকে (শরীর) ভুলে বাবার সমান অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ কর -- এই হলো দেহী - অভিমানী হওয়ার যথার্থ রহস্য ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনেছে । একদিকে ভক্তরা চরম অন্ধকারে, অন্য দিকে মাতা - পিতার বাচ্চারা, যাঁর মহিমা তোমরা শুনেছ আর এখন সামনে বসে আছ । বলা হয় শিবায় নমঃ । তারপর চট করে বলে দেয় তুমি মাতা - পিতা ...সবার মাতা - পিতা, স্বামীও তিনি । বোঝানো হয়েছে - মনুষ্য মাত্রই নর অথবা নারী সবাই ভক্ত, কনে (নব বধূ বেশী কন্যা) আর একমাত্র তিনিই হলেন বর, স্বামী, মাত - পিতা । কিন্তু বাস্তবে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের পিতা উনি, প্রেমিকাদের প্রেমিক । একথা শুধু তোমরা বাচ্চারাই জান আর সবাই তো অন্ধকারে । তোমরা এখন আলোতে এসেছ। তোমরা জান আমরা এখন বাবার সামনে বসে আছি । নিরাকার ভগবান কিভাবে সৃষ্টি রচনা করেছেন ? নিশ্চয়ই মাতা - পিতাকেও চাই, এইজন্য বাবা বলেছেন আমি এনার দ্বারা(ব্রহ্মা) বাচ্চাদের নতুন জন্ম দিই । তোমরাও বলা, আমরা এই পুরানো দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে বাবার হয়েছি অর্থাৎ দেহী - অভিমানী হয়েছি । বাবা তো চিরকালের দেহী -অভিমানী । তিনিই এ-সময় এসে দেহী -অভিমানী হওয়ার রহস্য বুঝিয়ে দেন । তোমরা যাঁর মহিমা করতে - - স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব ... তাঁর সামনেই বসে আছ। হয়তো নিজের গ্রামে আছ কিন্তু তাঁর সামনেই আছ । বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করতে । পতিত পাবন বাবা জানেন যে, আমাকেই পতিতদের পবিত্র করতে হবে । স্মরণ তো তাঁকেই করে তাই না ! পতিত পাবন এসো । এখন তো তোমরা সঙ্গম যুগে । তোমরা জান যে, বরাবর আমরাই পতিত ছিলাম । পতিতদের পাবন করতে পারেন এক বাবাই যাঁর গায়ন করা হয় শিবায় নমঃ । বাচ্চারা বাবাকে ডাকে । বাচ্চা সবার প্রিয় হয় । বাচ্চাদের সেবার্থেই বাবা এসে হাজির হন । বাচ্চা জন্ম নেবার পর বাবা তার সেবা করার জন্য উপস্থিত হয়ে যান । এখন তোমরা জান ওঁনার দ্বারাই আমরা এখন পবিত্র হচ্ছি । প্রকৃতই তিনিই আমাদের প্রিয় পিতা, যাঁকে আমরা আধাকল্প ধরে ডেকে এসেছি । সত্য - ত্রেতা যুগে আমরা বাবার বর্ষা পেয়েছিলাম, তারপর হারিয়ে গেছে । মায়ারূপী রাবণের অভিশাপগ্রস্ত হয়ে গেছি । আমরা একদম দুখী হয়ে পড়েছিলাম । দুনিয়াতে সবাই দুখী থেকে দুখী, দুঃখের পাহাড় যেন ভেঙে পড়েছে । তখনই বাবা বলেন, আমি আসছি । সবাই পাপাত্মা হয়ে গেছে । পাপ করতে করতে দুখী হয়ে পড়েছে । বাবা এসে পুণ্য আত্মা তৈরি করেন, বর্ষা দেন । তোমরা জান বরাবরের মতোই আমরাই আবার বেহদের বাবার কাছ থেকে বর্ষা নিই । মায়া অভিশাপ গ্রস্ত করে দেয় আর বাবা এসে অভিশাপ মুক্ত করেন । বাবা বলেন, "আমাকে স্মরণ করলে তোমরা চির

শান্ত হয়ে যাবে । এখানে তো শান্তি হতেই পারেনা , দুখধাম না ! আমি তোমাদের শান্তি ধামে নিয়ে যাই । ওখানে সুখ, শান্তি, ধন ইত্যাদি সব আছে । বেহদের বাবার কাছে থেকে তোমরা 21 জন্মের জন্য ঝুলি ভর্তি করতে এসেছ । প্রত্যেকে নিজ নিজ পুরুষার্থ অনুসারে বর্ষা পাবে, যখন ভগবানের সন্তান হয়েছ । উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং স্বর্গের বর্ষাই দেবেন । আমরা ওঁনার সন্তান, সুতরাং নিশ্চয়ই বর্ষা পাব । বাবা বলেন, 5 হাজার বছর আগে তোমাদের বর্ষা দিয়েছিলাম। তারপর হারিয়ে ফেলেছ । এখন সঙ্গম যুগে আবার তোমরা বর্ষা পাচ্ছ । তোমরা জান যে, কল্পের প্রথমে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ হয়েছিলে, আবার ধীরে ধীরে সবাই আসতে থাকবে । দিনে দিনে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বৃদ্ধি পাবে । বংশকুল বৃদ্ধি পেতে থাকবে । তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, বাবাই তোমাদের সৃষ্টি করেন । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । বাবা তোমাদের সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, অহিংসা পরম ধর্ম গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন । দেবতারা কখনও হিংসা করেন না। তোমরা জান আমরাই দেবতা ছিলাম, এখন আবার হতে যাচ্ছি । চক্রাকারে দেবতা কূল থেকে ঋত্রিয় কূল বা বর্ণতে এসেছি , তারপর ঋত্রিয় কূল থেকে বৈশ্য কূল বা বর্ণে এসেছি । আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি । এখন বাবা আবার এসেছেন বর্ষা দিতে । অভিশাপ মুক্ত করে পতিত থেকে পাবন করে তুলতে । এখানে মনুষ্য মাত্রই সব অভিশাপ গ্রস্ত হয়ে পড়ে আছে । বাবা এসে শাপ মুক্ত করে বর্ষা দেন । এখন হলো সঙ্গমযুগ, সত্য যুগ আর বেশি দূরে নয় । স্বর্গ এতটাই কাছে, যতটা আত্মা শরীরের কাছে । মনুষ্য মনে করে স্বর্গ অনেক দূরে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের অনেক কাছে চলে এসেছ । পাঁচ হাজার বছর আগের কথা যখন স্বর্গ ছিল । আধা কল্প স্বর্গ ছিল আর আধা কল্প নরক । এখন স্বর্গ কাছেই । বাবা বলেন, সেকেন্ডে স্বর্গের রাজ্য নাও । তোমরা জান যে, আমরা যখন বাবার হয়ে যাই তখন স্বর্গের মালিক হতে পারি, ঠিক যেভাবে একজন বাচ্চা বোঝে সে তার বাবার বর্ষার উত্তরাধিকারী ; অপরদিকে বাবাও জানে উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে । যদিও সে ছোট বাচ্চা কথা বলতে শেখেনি কিন্তু বাবা জানে সে উত্তরাধিকারী। ইনি হলেন বেহদের বাবা। আত্মা জানে আমি বাবার বাচ্চা হয়ে তাঁর বর্ষার উত্তরাধিকারী হয়ে গেছি । বাবাও বলেন তোমরা তো স্বর্গের উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ই হয়েছ কিন্তু বর্ষার মধ্যে শ্রেণী ভেদ আছে ; কেউ সূর্যবংশে, কেউ চন্দ্রবংশে আবার কেউ প্রজাতে আসবে । পদেরও আলাদা আলাদা ভাগ আছে । বাচ্চারা বলবে, আমরা বাবার সম্পত্তির মালিক হই । তোমরা বাচ্চারা জান যে আমরা বেহদের বাবার বাচ্চা, আমরা সারা বিশ্বের মালিক হব । শুধু ভারত নয় সারা বিশ্বের । যদিও ভারতেই রাজত্ব করব কিন্তু বিশ্বের মালিক হব । ওখানে দ্বিতীয় কোনও রাজা রাজত্ব করার জন্য থাকে না । তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত । বেহদের বাবা আর বেহদের বাচ্চা । তোমরা বলবে এখন আমরা স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি । বাবার মতো মিষ্টি আর কেউ নেই । বাবা বাচ্চাদের জন্য নিষ্কাম সেবা করেন । নিজে মালিক হন না, বাচ্চাদের মালিকানা দেন । মানুষ বলে এই দাদা তো (ব্রহ্মা) অনেক সুখ ভোগ করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে এসে সন্ন্যাস নিয়েছেন, এতে কি হলো ? শিববাবা সম্পর্কে এমন কথা কেউ বলবে না । বাবা বলেন, আমি স্বর্গের সুখ গ্রহণ করিনা, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে রাজধানী তোমাদের হাতে তুলে দিই। এই লৌকিক জগতের সেই সব রাজারা নিজেরা রাজত্ব করে তারপর রাজ্য প্রদান করে । এই বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা আমি পরমধাম থেকে এসেছি তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করতে, আমি রাজত্ব করিনা । আমাকে এই পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয় তোমাদের পবিত্র করার জন্য ; এখানেও কত বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । কৃষ্ণ কাউকে অপহরণ করে নি, তোমরাই দৌড়ে বাবার কাছে আস । তোমরা বলবে, আমরা বাবার কাছে যাই সম্পূর্ণ বর্ষা নেওয়ার জন্য । সামনে গিয়ে তাঁর কোলে আশ্রয় নিই

। ঈশ্বরীয় কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, বর্সা পাব বলে। বাবা আসেন পতিত দুনিয়াতে রাবণ রূপী শত্রু থেকে মুক্ত করতে । ৫ বিকার রূপী রাবণই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু । এই শত্রু থেকে তোমাদের মুক্ত হতে হবে । পতিত পাবন এক বাবাই যাঁকে শিবায় নমঃ বলা হয় । সবার প্রেমিক এখন তোমাদের অর্থাৎ প্রেমিকাদের ফুল বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন । এখন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুই-ই পতিত । আমি তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করে তুলি যাতে তোমরা পবিত্র শরীর লাভ কর । তারপর তোমরা সত্য যুগে মহারাজা -মহারানী হবে । সাজন এসে উপযুক্ত করে তোলেন । তোমরা জান যে, মায়া রূপী রাবণ অযোগ্য বানিয়েছে। এখন শিববাবা ব্রহ্মা শরীর দ্বারা যোগ্য করে তোলেন যদি শ্রীমতে চলো । শ্রীমত হলো ভগবানের । মাত - পিতা ঔঁনাকেই বলা হয়, কৃষ্ণকে নয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জান, যাঁর মহিমা করা হয়, তাঁর কাছেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করছি । অবশ্যই ব্রাহ্মণ কূলের হতে হবে, তারপর দৈবীকূলে যেতে পারবে। নিশ্চিত ভাবেই ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই প্রথম ব্রাহ্মণ শিখি (উষ্ম) সৃষ্টি হয়েছিল । তোমরা ব্রাহ্মণরা রুহানী পান্ডা, রুহানী সেবাধারী । বাবা বলেন, আমি তোমাদের পান্ডা হয়ে এসেছি প্রকৃত তীর্থ করাতে । তোমাদের খুব সহজ রীতিতে বলি, শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । তোমাদের কখনও মন্দ কথা শোনা উচিত নয়, মন্দ বাক্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। এই সময় সারা দুনিয়াতে পাঁচ ভুতের (বিকার) প্রবেশ ঘটেছে, সূতরাং মন্দই শোনাবে । বেহদের বাবার কত বড়ো মহিমা কিন্তু বলে দেয় সর্বব্যাপী । তোমরা বোঝাতে পার -- গীত গাও পতিত পাবন এসো, তারপর বল সর্বব্যাপী । তাই যদি হয়, তবে তো সবারই পবিত্র হওয়া উচিত । সর্বব্যাপী বলার জ্ঞানই তো ভারতকে নাস্তিক আর কানাকড়ির মতো মূল্যহীন বানিয়েছে । বাবা তো বলেন, আমি কল্পে কল্পে এসে তোমরা বাচ্চাদের পতিত থেকে পাবন করে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই । আমি তোমাদের সেবায় উপস্থিত হই, যতই সহন করতে হোক না কেন ; আমি তোমাদের সেবার্থে হাজির হই । আমি তো জানি অনেক বাচ্চা, কেউ শ্রীমতে চলে, কেউ চলেনা , আবার কেউ জানেও না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা, নিশ্চয়ই তিনি প্রজাদেরও পিতা হবেন। ক্রিয়েটর ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন । ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা বাচ্চাদের শিক্ষা দেন । আদরের বাচ্চারা, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে আর তোমাদের বুদ্ধির তালাও খুলে যাবে । পাথর থেকে পারস বুদ্ধি বানানোর সেবা করতে এসেছি । নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি । বাবা আসেনই সঙ্গমে । যখন সারা দুনিয়া পতিত তমোপ্রধান জড়জড়ীভূত হয়ে যায়, একে অপরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে, কাম কাটারি চালিয়ে একে অন্যকে দুঃখ দেয় । এখন তোমরা বাচ্চারা জান যে, আমরা বাবার কাছে শান্তিধামে যাব তারপর সুখধামে আসব। বাবা বলেন, বাচ্চাদের রুহানী নয়নে বসিয়ে সুইট হোমে নিয়ে যাব । এখন তোমরাও পান্ডার বাচ্চা পান্ডা হচ্ছ। তোমাদের নামই হলো শিব শক্তি পান্ডব সেনা । প্রত্যেককে বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার কাছে যাওয়ার পথ বলে দাও । তোমাদের নিজেদেরও বর্সা নিতে হবে আর অন্যদেরও দিতে হবে । দেখ - মিরাত থেকে ২২ টা পার্টি এসেছে । ওরা পরিশ্রম করছে, প্রত্যেককে কড়ি থেকে হীরে তুল্য হওয়ার পথ দেখাচ্ছে । গায়নও আছে - ভগবান, তুমি অন্ধের লাঠি । বাবা এসে কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়াতে নিয়ে যান । তোমরা জান আমরা অসুর থেকে আবার দেবতা হচ্ছি । আমরাই এই বর্ণতে পুরো চক্র লাগিয়ে এসেছি । এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতা হব । তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী । এটাই তোমাদের অলঙ্কার কিন্তু বিষ্ণুকে দেওয়া হয়েছে। কেননা, তোমাদের তো এই পার্ট চিরস্থায়ী নয়, তাই দেবতাদের এই নিশান দেওয়া হয়েছে । বাবার তো বাচ্চাদের প্রতি করুণা হয়, আবার না মায়ার প্রভাব এসে পড়ে। বাবাকে স্মরণ না করলেই মায়া এসে খেয়ে ফেলবে । বাবা

বেশি পরিশ্রম করার কথা বলেন না, শুধু বলেন বাবাকে স্মরণ কর আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর । এ হলো রুহানী যাত্রা, তোমরাও যাত্রা কর । বাবাকে খোড়াই ভুলে যাওয়া উচিত ? যোগ শব্দটি সরিয়ে দাও। শুধু বাবাকে স্মরণ কর । তোমরা কি বাবাকে ভুলে যাও? বাবা বলেন, অশরীরী হয়ে যাও, তোমরা হলে অশরীরী ; এখানে এসে শরীর ধারণ কর । এখন শরীরের ভাব ছাড়, আমি এসেছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । আমি হলাম কালেরও কাল । এই পুরানো দেহকে ভুলে আমাকে স্মরণ কর, এই শরীর পুরানো জুতা হয়ে গেছে, এরপর তোমাদের নতুন শরীর দেব । পুরানোর প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেল। আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব । সুতরাং খুশি হওয়া উচিত যে , আমরা বাবার ঘরে ফিরে যাব । পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে আমরা শান্তিধাম ছেড়ে এসেছি, এখন আবার ফিরে যাব । এখানে হলো দুখধাম । বাবা এসে বাচ্চাদের সেবা করেন । আত্মা, যা নোংরা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে তাকেই স্বচ্ছ পবিত্র করে প্রজ্জ্বলিত করে তোলেন । সুপুত্র বাচ্চা যে হবে সে বলবে আমি তো শ্রী নারায়ণকে বরণ করবো । বাবা বলেন, নিজের মনের দর্পণে দেখ কোনও ভুত বসে নেই তো ! ভুতকে তাড়াও যাতে ভুতের রাজত্বই শেষ হয়ে যায় । বাবা তো বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত । তিনি বিচিত্র, তাঁর কোনও চিত্র নেই । বাবা অন্যের অরগ্যান্স দ্বারা শিক্ষা দেন, বাস্তবে তো সব আত্মারাই বিচিত্র । পরে চিত্র (শরীর) ধারণ করে পার্ট বাজাতে আসে । বাবা বলেন, আমি এই চিত্র (ব্রহ্মার শরীর) বা প্রকৃতির আধার নিয়ে মাতাদের গুণানের কলস প্রদান করি । যখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জেনে যাও তখনই বর্ষা পাও । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবাকে স্মরণ করে, বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ রূপে মায়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে ।

২) দেহ ভাব ছেড়ে অশরীরী হতে হবে, পুরানো দুনিয়া থেকে মমত্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- স্ব-স্থিতির শক্তি দ্বারা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় সমর্থ স্বরূপ মাস্টার নলেজফুল হও

স্ব- স্থিতি অর্থাৎ আত্মিক স্থিতি । পর - স্থিতি ব্যক্তি বা প্রকৃতি দ্বারা আসে কিন্তু স্ব-স্থিতি যদি শক্তিশালী হয়, তবে পর-স্থিতি তার উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনা। স্ব-স্থিতিতে স্থিত থাকে যে আত্মা, সে কোনও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়না, কারণ সে নলেজফুল আত্মা । সে ত্রিকালদর্শী, সর্ব আত্মাদের নলেজ তার মধ্যে থাকে । সে জানে যে আত্মা পর-বশ, তাই শুভভাবনা, শুভকামনা দ্বারা তার সেবা করবে, ঘাবড়ে যাবে না, সবসময় খুশিতে থাকবে।

স্লোগান :- ভাগ্যবান সে-ই যে সবসময় ভাগ্যের গুণগান করে, দুর্বলতার নয় ।

২৭-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৩-১২-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য

আজ, রত্নাকর বাবা তাঁর সওদাগর বাচ্চাদের দেখছেন । সওদা সব বাচ্চারাই করেছে । কার সাথে সওদা করেছে আর তোমরা কারা সওদা করেছে ? দুনিয়ার হিসেবে তোমরা খুব ভোলা বাচ্চা, কিন্তু ভোলা বাচ্চারা অতিশয় চতুর বাবাকে চিনতে পেরেছে । তাহলে তোমরা ভোলা হলে নাকি চতুর হলে ? দুনিয়ার লোক, যারা নিজেদের অনেক বিষয়ে চতুর মনে করে, তাদের বিপরীতে তোমাদের ভোলা মনে করা হয়, কিন্তু সবাই তোমরা তাদের ভোলা বলো, কারণ অতি চতুর বাবাকে বোঝার মতো চাতুর্য তাদের নেই । তোমরা বাচ্চারা মূলকে জেনেছো সেখানে তারা বিস্তারে যাচ্ছে । সবাই তোমরা এক -এর মধ্যে পদম প্রাপ্ত করেছে, আর তারা এখনো লক্ষ্য কোটি গুনছে । চেনার চোখ, যাকে শ্রেষ্ঠ নলেজের নেত্র বলা হয়, প্রতি কল্পে সেটা কার প্রাপ্ত হয় ? তোমরা সব ভোলা আত্মাদের । তারা কি আর কেন, এভাবে, নয়তো কিভাবে এইসব প্রশ্নের বিস্তারে খুঁজতে থেকে যায় । সেখানে সবাই তোমরা বলো, উঁনিই আমার বাবা , আমার বাবা বলে রত্নাকর - এর সাথে সওদা করেছে । তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলো, বা রত্নাকর বলো, তিনি তোমাদের থালা ভরে ভরে রত্ন দিচ্ছেন । সেই রত্নে তোমরা খেলা করো, সেই রত্নে তোমরা পালিত হও, সেই রত্নে তোমরা দোল খাও, শুধু রত্নই রত্ন ! হিসেব করতে পারবে, কতো রত্ন তোমরা লাভ করেছে ! অমৃতবেলায় চোখ খোলার সাথে সাথেই বাবার সাথে মিলিত হয়ে রত্ন দিয়ে খেল, তাই না ! সারাদিন ধরে তোমরা কি কারবার করো ? রত্নের কারবার করো, তাই তো ! বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্নের পয়েন্টস গোনো তোমরা, তাই না ? সুতরাং, রত্নের সব সওদাগর, তোমরা রত্নখনির মালিক । এই রত্ন তোমরা যত বেশি ব্যবহার করবে, সেইসব ততই বেড়ে যাবে । সওদা করা অর্থাৎ মালামাল হওয়া । তাহলে কিভাবে সওদা করতে হয় শিখেছো তোমরা ? সওদা করা হয়ে গেছে নাকি এখনও করতে হবে ? তোমরা নম্বরক্রমে সওদাগর নাকি সবাই তোমরা নাম্বার ওয়ান ? তোমাদের সবার লক্ষ্য তো নাম্বার ওয়ান, কিন্তু যারা নাম্বার ওয়ান তারা এই রত্নে এত বিজি থাকবে যে অন্য কোনো ব্যাপারে কোনকিছু দেখার, শোনার বা ভাবার সময় থাকবে না । এমনকি, মায়া তাকে বিজি দেখে চলে যাবে । মায়াকে বারংবার তাড়ানোর মেহনত করতে হবে না । সেইজন্য আজ বাপদাদা একদিকে খ্যাতিনামা সেই সব বাচ্চাদের দেখছিলেন, যারা নিজেদের নলেজফুল বলে । তিনি লক্ষ্য করছিলেন তারা কি কি করেছে । অনেক বিষয়ে তাদের সম্যক জ্ঞান আছে, কিন্তু বিশেষ একটা বিষয়ে তারা অনভিজ্ঞ । অনেক বিষয় তারা বুঝতে পারে কিন্তু বিশেষ একটা বিষয়ে নয় । তাদের বিপরীতে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের দেখছিলেন । বাপদাদাও দুধরণের ফারাক দেখে গীত গাইছিলেন । তোমরাও সেই গীত গাও । যে গীত ব্রহ্মাবাবারও প্রিয় । বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের সম্পর্কে সেই গীত গাইছিলেন, যা আজ ব্রহ্মাবাবা খুব মজা করে গাইছিলেন, কতো ভোলা, কতো প্রিয়, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা ! ঠিক যেমন তোমরা বাচ্চারা বাবার জন্য গাও, তাই না ! বাবাও বাচ্চাদের জন্য এই গীত গান । এইভাবে এই স্মৃতিস্বরূপে বাচ্চাদের জন্য কে গাইবে, কে জেনেছে মিষ্টি তুমি, কার হয়েছে প্রিয় ! এই স্মৃতি সদা তোমাদের নির্মাণ বানিয়ে স্ব-অভিমানের নেশায় স্থিত থাকতে সমর্থ বানায় । এই নেশায় কোনো লোকসান নেই । এতটাই নেশা থাকে তোমাদের ? অর্ধেক কল্প তোমরা নিজেদের ভগবানের গীত গেয়েছ, এখন ভগবান তোমাদের জন্য গাইছেন । দুধরণের বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা অনুকম্পা এবং স্নেহ দুইই উপলব্ধি করছেন ।

ব্রহ্মাবাবা আজ ভারতের এবং বিদেশের অপরিচিত (যারা এখনও বাবাকে জানেনি) বাচ্চাদের বিশেষভাবে স্মরণ করছিলেন। দুনিয়ার লোকে তাঁদের ভি.আই.পি. (VIPs) বলে, কিন্তু বাবা সেই বাচ্চাদের ভি.আই.পি. বলেন যার অর্থ ভেরি ইনোসেন্ট পার্সন (very innocent person) এই রূপেই তিনি তাদের দেখছিলেন। তোমরা সবাই সেন্ট (Saint, দিব্য আত্মা), তাঁরা ইনোসেন্ট কিন্তু এখন তাদেরও যৎকিঞ্চিৎ দাও। কিভাবে তাদের কণামাত্র দিতে হয়, জানো তোমরা? তোমাদের লাইনে তাঁদের নাম্বার এখন পিছনে নাকি সামনে? কি ভাবছো? (বাপদাদা সাইলেন্সের ড্রিল করালেন)

এইভাবে, সাইলেন্সের শক্তি সেই আত্মাদের দাও। এখন তাদের সঙ্কল্প আসে যে তাদের কোনো অবলম্বন বা নতুন রাস্তা খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। এখন তাদের ইচ্ছা উৎপন্ন হচ্ছে। এবার তোমাদের সবার কাজ হলো তাদের রাস্তা দেখানো। একতা এবং দৃঢ়তা এই দুই উপায়ে তোমরা তাদের রাস্তা দেখাতে পারো। সংগঠনের শুভ ভাবনা এমন আত্মাদেরকে ভাবনার ফল দেওয়ার নিমিত্ত হবে। তোমাদের সবার শুভ সঙ্কল্প সেই আত্মাদের মধ্যেও শুভ কার্য করার সঙ্কল্পকে উৎপন্ন করবে। এই বিধি এখন থেকেই আপন করে নাও। যদিও বড় কার্য তখনই সফল হয় যখন সবার শুভ সঙ্কল্পের আছতি হয়। বুঝেছ তোমরা? বাপদাদা তো এটাই সবাইকে বলেন যে কোনো বাচ্চা বঞ্চিত না থেকে যায়! সবাই তোমরা সমৃদ্ধশালী (মালামাল) হয়েছ, তাই না? আচ্ছা -

শ্রেষ্ঠ সওদাগর যারা এইরকম শ্রেষ্ঠ সওদা করে, যারা সদা রত্নে পালিত হয় এবং রত্ন দিয়ে খেলা করে, রত্নাকর (রত্নখনি) বাবার অতি স্নেহী সদা সহযোগী হারানিধি, যাদের বাবাকে চেনার চোখ আছে, সদা আমার বাবা - এই গীত গায়, এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

গ্রুপের সাথে সাক্ষাৎকার: -

মাদ্রাজ নিবাসীদের প্রতি :- সবাই উদ্যম-উৎসাহে আছ তো! সবার মনে একই উদ্যম-উৎসাহ আছে, কিভাবে বাবাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই না? এখন তোমরা স্টেজও তৈরি করছো, তাই তো? প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলন করতে তোমরা স্টেজ প্রস্তুত করছো। অন্যান্যরাও স্থূল পতাকা উত্তোলন করে, কিন্তু তোমরা কোন পতাকা উত্তোলন করবে? কাপড়ের তৈরি পতাকা উত্তোলন করবে, কি করবে তোমরা? সে তো নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু প্রকৃত কোন পতাকা তোমরা উত্তোলন করবে? বাবাকে প্রত্যক্ষ করার। তোমরা সেই পতাকা উত্তোলন করবে যেটা বাবা আসার ধ্বনি ছড়িয়ে দেবে। এটারই তো প্রস্তুতি করছো তোমরা, তাই না! যে সকল আত্মারা বঞ্চিত তারা সবাই যেন আলোকপ্রাপ্ত হয়ে রাস্তা খুঁজে পায়। এই পুরুষাথী তোমরা সবাই করছো এবং পরেও করতে হবে। যদি তোমরা এখন থেকে এই তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও তো সেই সময়ও এই তরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে পারবে। এইরকম প্রস্তুতি নিয়েছ, তাই না? সদা এটাই ভাবছো, যা এখনও পর্যন্ত হয়নি তা তোমরা সবাইকে করে দেখাবে। তোমাদের কিছু নতুনত্ব করে দেখাতে হবে। নতুন বিষয় এটাই যে সব আত্মারা যেন বাবার পরিচয় পায় তারা যেন উপলব্ধি করে, বর্ণন করে, অনুভব করে যে বাবা এসেছেন। আচ্ছা -

আমন্ত্রিত ভাই-বোনের গ্রুপের সাথে :-

সবাই তোমরা নিজেদের বিশেষ আত্মা মনে করো, তাই না? তোমরা বিশেষ আত্মা নাকি হতে হবে? করবো, দেখবো, ভাববো - এইরকম 'বো' শব্দ, যা ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল ভাষা, তোমরা বলো না তো? নিজেদের মহত্বকে জানো, উপলব্ধি করো, তোমাদের কতো মহত্ব! বাচ্চাদের মহত্ব বাবা যতটা

জানেন, বাচ্চারা নিজেদের মহত্ব সদা স্মরণে রাখেনা । জানে, কিন্তু মনে রাখেনা । যদি স্মরণে থাকতো তো সদাসর্বদা সমর্থ হয়ে অন্যদেরও সমর্থ বানানোর, উদ্যম-উৎসাহ বাড়ানোর নিমিত্ত হতো ! তোমরা নিমিত্ত, তাই তো ? যা কিছু অতীত তা' তোমরা অতীত করে দিয়েছো । অতীতকে ভুলে, তোমাদের বর্তমান ভবিষ্যৎকে সদা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিয়েছো । যারা সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, চলতে চলতে তোমরা নিজেদের সেইরকম উপলব্ধি করো, কিন্তু তোমরা তো সাধারণ নও ! তোমরা শ্রেষ্ঠ । তোমরা সম্পর্ক- সঙ্কল্পের ব্যবহারে এসেছো, পড়াশোনা করেছো, গৃহস্থালি সামলিয়েছো; এগুলো বিশেষত্ব নয়, এটাও সাধারণ হওয়া । এইসব তো যারা লাস্ট নম্বরে আসে, তারাও করে । তাহলে, যারা লাস্ট নম্বরে, তারা যা করে আদি রত্নও যদি তাই করে তবে বিশেষত্ব কি হলো ? আদি রত্ন অর্থাৎ প্রতিটা সঙ্কল্পে এবং কর্মে অন্যদের থেকে বিশেষ । দুনিয়ার লোকের তুলনায় সবাই তোমরা পৃথক অথচ প্রিয় হয়েছো, কিন্তু অলৌকিক পরিবারেও, সাধারণ পুরুষাধীদের থেকে তোমরা বিশেষ । দুনিয়ার হিসেবে লাস্ট নাম্বারও বিশেষ, কিন্তু ঈশ্বরীয় পরিবারে আদি রত্ন তোমরা, তোমরা বিশেষ । সেই হিসেবে নিজেকে দেখ । বরিশ্ঠ এবং অভিজ্ঞ যারা তারা সদা ছোটদের সবচেয়ে ভালো এবং সহজ রায় দেয়, রাস্তা দেখায় । এইভাবে, তোমরা শুধু মুখেই বলোনা, করে দেখাও । সুতরাং প্রতি পদক্ষেপ, প্রতি কর্ম এমন হতে হবে যাতে ঈশ্বরীয় পরিবারের আত্মাদের কাছে বিশেষ বলে প্রতীয়মান হয় । এটাই বিশেষ আত্মাদের কর্তব্য, তাই না ! যারাই তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের দেখে, তাদের বিশেষভাবে বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । যেমন দেখ, মধুবনেও যখন তোমরা দিদি এবং দাদীকে সাকাররূপে দেখ, তখন তাঁদের কর্মে বিশেষভাবে অন্তর্লীন হয়ে আছে এমন কি দেখ ? বাবাকে দেখতে পাও, তাই না ? তোমরা আত্মারাও সাকারে আছ, তাই না ! তাঁরা ব্রহ্মার মতো বিশেষ পার্টধারী তো নন, নিরাকার শিববাবার মতনও না, ব্রহ্মার মতনও না, কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণ । সুতরাং তাঁরাও ব্রাহ্মণ আর তোমরাও ব্রাহ্মণ । সুতরাং, তারা বিশেষ নিমিত্ত আত্মা হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কিভাবে নিমিত্ত হয়েছেন ? তাঁরা মনে করেন এটা তাঁদের দায়িত্ব, তাই না ? তাঁদের দায়িত্ব বোধই তাঁদের বিশেষ বানিয়ে দিয়েছে । নিজেদের এইরকমই অনুভব করো তো ? তোমরাও দায়বদ্ধ, তাই না ? নাকি দিদি-দাদীই শুধু দায়বদ্ধ ? সেবার ক্ষেত্রে তো তোমরাই নিমিত্ত, তাই না ! চতুর্দিকে বাপদাদা বিশেষ সব আত্মাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন । কিছুজন এক জায়গায় আর অন্যরা আবার আরেক জায়গায় । এত দায়িত্বগুণ সদা স্মৃতিতে থাকতে হবে । দিদি-দাদীকে যেমন নিমিত্ত দেখেছো, একইভাবে, তোমাদের থেকেও অন্যদের অনুভব হতে দাও । তারা যেন অনুভব করে যে তোমরা আদি রত্ন, তোমাদের থেকেই তারা বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণা লাভ করবে । তাঁরা তো এইরকম বলেন না যে তাঁরা দিদি-দাদী, সুতরাং তাঁদের মানতে হবে, কিন্তু তাদের কর্ম স্বতঃই অন্যদের আকৃষ্ট করে । এইভাবে তোমাদের কর্মও যেন সবাইকে আকৃষ্ট করে । এতই দায়িত্ব তোমাদের । তোমরা ধীরগতি তো নও, তাই না ? কি করতে পারি ? কিভাবে এটা করতে পারি ? আমার ডবল দায়িত্ব ! তোমরা এই ধরণের উক্তি করোনা । তোমরা ছেড়ে দিয়ে ছাড় পেয়েছো । বেহদের এত দায়িত্বে থাকা বাবাকে তোমরা দেখেছিলে তো, তাই না ? তাঁর স্থূল দায়িত্ববোধ, তাও তোমরা দেখেছো । শিববাবার ব্যাপার তোমরা একপাশে সরিয়ে রাখো, কিন্তু ব্রহ্মাবাবাকে তো সাকারে তোমরা দেখেছো, তাই না ! স্থূলভাবেও ব্রহ্মাবাবা যা করেছিলেন সেরকরম দায়িত্ব কারও ছিলোনা । তোমরা ভাবো, কি করতে পারি, এইরকম বায়ুমন্ডলেই তো থাকি । ভাইব্রেশন খারাপ ! সারস তো আমাকে ঠোঁকর মারে । সর্বত্র আসুরিক সম্প্রদায় ! কিন্তু ব্রহ্মাবাবা আসুরিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পৃথক থেকেও প্রিয় হয়ে দেখিয়েছেন, তাই না । সুতরাং, ফলো ফাদার ।

এখন কি করবে তোমরা ? যখন তোমরা এখান থেকে ফিরে যাবে, প্রত্যেকের এই অনুভব হতে দাও যে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য স্তম্ভ এসে গেছে । বুঝেছ তোমরা ! তোমরা বাবার আশার এমনই তারকা । ছোট ছোট ব্যাপারগুলো তোমাদের হৃদয়ে স্থান দিওনা । অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির হৃদয় উদার এবং বড় হয় । তাদের মন ছোট হয়না । ব্রহ্মাবাবা যেমন সকলের দুর্বলতা অন্তর্লীন করে প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন সেইরকম তোমরাও নিমিত্ত । কখনো এমন ভেবোনা, এইজন এই করছে । এইজন শোনেই না । যারা শোনেনা তাদেরকে শোনানো তোমাদের কাজ । তারা ছোট, বড় তোমরা । বড়দের বদলাতে হবে । ছোটরা তো হাসিঠাটাই করে, সেইজন্য তাদের দুর্বলতা দেখো না । বিচক্ষণতার সাথে তাদের দুর্বলতা অন্তর্লীন করে বাবা সমান কারিগর হও । এতটাই তোমাদের দায়িত্ব । তোমাদের এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তোমাদের দায়িত্ব আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য । বুঝেছ তোমরা ? তোমরা সাগরের সন্তান, তাই না ? সাগর কি করে ? সবকিছু নিমজ্জিত করে নেয় । ! সাগর সবার সবকিছু অন্তর্লীন করে তাদের রিক্রেশন করে দেয় । তোমরাও সবার সবকিছু অন্তর্লীন করে তাদের রিক্রেশন করো । যারাই আসবে তাদের যেন অনুভূত হয় যে এই বিশেষ আত্মার সঙ্গে এসে বিশেষ রঙ লেগেছে, সহযোগ লাভ করেছে । তোমরা তাদের মতো 'সহযোগ দাও, সহযোগ দাও' এইরকম বলোনা, তাই না ? তোমরাই তো সহযোগ দাও । আদি থেকেই তোমরা সহযোগ দিয়েছো, সুতরাং অন্তর্ পর্যন্ত তোমরা সহযোগ দেওয়ার সাথী হবে, তাই না ? যদি সবাই তোমরা এত সহযোগ দাও তো ছোটরাও উড়বে । যে স্থানে তোমরা যাবে সেই স্থানের তারাও উড়ে যাওয়ায় সমর্থ হয়ে যাবে, তাই না ! তোমরা উড়ান-আসন হয়ে যাও, যাতে যে-ই এতে বসবে, সম্পর্কে আসবে, সেও উড়বে । বাপদাদা খুব খুশি, কোন্ ব্যাপারে খুশি ? কতো সাথী আছে ! যারা তাঁর সমান, তিনি যখন তাদের দেখেন, তখন সেই সমান বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশি হন । এখানে এখন অল্পই এসেছে, কিন্তু এখনো আরও আছে, যতজনই এসেছে বাবা তাদেরই দেখে বাবা খুশি হন । এখন উড়ান-আসন হয়ে সবাইকে তো উড়াও । তোমাদের ভাইরা এত মেহনত করছে, দয়া হয়, তাই না ! সহযোগ দাও আর উড়াও ।

এটাই বিশেষ আত্মাদের সেবা । জিজ্ঞাসুদের বুঝিয়েছ, কোর্স করিয়েছ, মেলার আয়োজন করেছ এবং অন্যদের উৎসাহ যুগিয়েছ । এইসব সবাই করতে থাকে । মেলাতেও তারা যেন তোমরা সব বিশেষ আত্মাদের বিশেষত্ব দেখে । তোমরা দাঁড়ানোর সাথে সাথে সকলেই অত্যন্ত আগ্রহী হয় । যারা কাজ করে তাদেরই বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সহযোগ প্রয়োজন হয় । কাজ করার মতো এখন তোমাদের অনেক ছোট ভাই-বোন এসে গেছে । তোমাদের বড়দের কর্তব্য সেইসব সাথীদের স্নেহের দৃষ্টিতে দেখা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার হাত বাড়িয়ে দেওয়া । তোমাদের দেখে তাদের স্মরণে যেন বাবা এসে যান । সবার মুখ থেকে যেন বের হয় তোমরা বাবার স্বরূপ । যেভাবে এই দু'জনের (দিদি এবং দাদীর) জন্য বের হয় যে এনারা বাবার স্বরূপ, কারণ সেবায় তাঁরা প্র্যাকটিক্যাল কর্ম করছেন । সুতরাং, এইভাবে দূত সঙ্কল্পের সমারোহ অবশ্যই পালন করো । কি বুঝেছ তোমরা ? তুফানের কবলে তো পড়ো না তোমরা, তাই না ? তোমরা তুফান ডিঙিয়ে যাও, তুফানে পড়ো না । তোমরা এক্সাম্পল, তাই না ! তোমাদের দেখে সবার উপলব্ধি হয়, এইভাবেই চলতে হবে, এইভাবেই হয় । অতএব, এতটাই অ্যাটেনশন রাখতে হবে ।

বরদানঃ - নির্বিল্ল স্থিতি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পাওয়ারফুল বানিয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

তোমাদের সেবা হলো সবচেয়ে আগে নিজেকে নির্বিঘ্ন বানানো আর তারপরে অন্যকে নির্বিঘ্ন বানানো । যদি নিজেরাই বিঘ্নিত হতে থাকে তবে অন্তে নির্বিঘ্ন থাকতে পারবে না এইজন্য বহুকালব্যাপী নির্বিঘ্ন স্থিতি বানাও, কমজোর আত্মাদেরও বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া শক্তি দিয়ে শক্তিশালী বানাও, মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার স্থিতি অনুভব করো, তবেই বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল হবে ।

স্লোগানঃ - রয়্যাল বাবার রয়্যাল বাচ্চাদের প্রতিটা কর্মে রয়্যালটি প্রতীয়মান হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা বাবার উত্তরাধিকারী হতে হলে নিজেকে সমর্পণ করো, অর্থাৎ সব কিছুর থেকে নষ্টমোহ হও। সাকার বাবাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করো"

প্রশ্ন :- পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তথা অনেক আত্মাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার সাধন কি ?

উত্তর :- পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তন - মন এবং ধন সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করে দাও, এরপর ট্রাস্টি হয়ে সবকিছুর দেখভাল করো। প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে থাকো। শ্রীমত বলে -
- তোমরা বাচ্চারা নিজাদের অর্থ পাপ কাজে লাগাতে পারো না। পাপ আত্মাদের দান দেওয়া -- এও পাপ করানোর নিমিত্ত হওয়া তাই যদি অর্থ থাকে তাহলে রুহানী হাসপিটাল খোলো -- এতে অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে পারবে।

গীত :- আমাদের তীর্থ সব থেকে আলাদা

ওম শান্তি। মিষ্টি বা হারানিধি বাচ্চারা নিজাদের মহিমা শুনেছে। বাবা বুঝিয়েছেন -- ভারতেই পাপাত্মা, ভারতেই পুণ্যাত্মা বলা হয়। ভারতবাসীই পতিত - পাবনকে ডাকে। সত্যযুগে তো পতিত থাকে না। তাকে বলা হয় স্বর্গ, শিবালয়, পুণ্য আত্মাদের ভূমি। কলিযুগ হলো পাপ আত্মাদের ভূমি। ভারতে দান - পুণ্যও অনেক হয়। এই সময় তোমরা বাচ্চারাও বাবাকে তন - মন এবং ধন সবকিছুই দিয়ে দাও। তোমাদের সামনে উদাহরণও আছে। এই ব্রহ্মা বাবা নিমিত্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি যেমন কর্ম করবো, আমাকে দেখে অন্যেরাও তেমন করতে থাকবে। তাই বাবা বলেন, এনার দ্বারা আমি এমন কর্ম করাই যে স্বর্গে ইনি এক নম্বর হয়ে যান। ইনি তন - মন - ধন সব কিছু উৎসর্গ করে তৎক্ষণাৎ নষ্টমোহ হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের সন্তানদের উত্তরাধিকারী না করে এই মায়েদের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। সবকিছু মায়েদের দায়িত্বে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ট্রাস্টি করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন -- মায়েরা এই সবকিছুই এখন তোমাদের চরণে বা নিমিত্তে। তোমরা উত্তরাধিকারী হয়ে যাও। ব্যস, তিনি আর কোনো কিছুর দিকে তাকাননি। আমরা তো বাবার হয়ে যাই। ভক্তিমার্গে জন্ম জন্ম ধরে মানুষ গেয়ে এসেছে -- আমি বলিহারি যাবো, আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তাই আমি এই মায়েদের নিজের উত্তরাধিকারী বানাই। এই মায়েদের দ্বারাই এই সৃষ্টির কল্যাণ হয়। প্রথমে মাতাদেরকে নিজের গুরু বানিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যস, আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয়। না হলে তো বাচ্চা ইত্যাদির প্রতি মোহ এসে যায় তাই একদম এদের সকলের থেকে মোহ মুক্ত হয়ে বাবার সঙ্গে মন লেগে গেছে। বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হলে হৃদের সবকিছুই তো দিতে হবে। কিন্তু বাবা হলেন দাতা, তিনি কখনোই কিছু নেন না। শিববাবা কেবল আমাদের দেনই। তিনি নির্দেশ দেন -- এমন - এমন করো। তাই এই মাতা-রাই গুরু হয়ে যায়। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব.... প্রথমে আসেন মাতা। সত্যযুগেও প্রথমে লক্ষ্মী তারপরে নারায়ণ। প্রথমে রাধা, তারপরে কৃষ্ণ। বাবা যেমন মায়েদের সামনে রাখেন তেমনই পুরুষদেরও মায়েদের সামনে রাখতে হবে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বেচারী অবলা।

তোমরা এই সময় সকলেই জ্ঞান নদী। ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলন সাগরে হয়। কলকাতায় ব্রহ্মপুত্র নদী আছে। শিবজয়ন্তীতে ওখানে বড় মেলা বসে। ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগরের সঙ্গমে সমস্ত যাত্রী যায়। সেখানে গিয়ে সকলেই স্নান করে। শিববাবা হলেন জ্ঞান সাগর আর ব্রহ্মা হলো নদী। এখন তোমরা এসেছো ব্রহ্মা নদী আর সাগরের মেলায়। কিন্তু এ সবই হলো জ্ঞানের কথা। জ্ঞান সাগর থেকে তোমরা নির্গত হয়েছে। জ্ঞান স্নানেই সকলের কল্যাণ হয়। এখানে জলের কোনো ব্যাপার নেই। এই ব্রহ্মপুত্র নদী হলো ব্রহ্মা, শিববাবার সন্তান। তীর্থের রহস্যও তোমরা জানো। আমরা এখন বুদ্ধিযোগের যাত্রায় আছি। এই বুদ্ধিযোগ লাগাতে হয় পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে। ভক্তিমার্গে তো মানুষ কতো মাথা ঠুকতে থাকে। বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকেই না। বাবা বলেন -- আমি একবারই এসে মত দিই যে, আমার সাথে যোগ লাগাও। এমন আর কেউই বলে না। জ্ঞানের সাগর বাবাই সুখের সাগর এবং আনন্দের সাগর। প্রত্যেকের মহিমা আলাদা - আলাদা। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তিনি হলেন পতিত - পাবন। তিনি হলেন এক, তিনি এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার ভূমিকা পালন করছেন। তিনি নিজেই বলেন -- আমি কল্পে কল্পে এসে সবাইকে তীর্থে নিয়ে যাই। সব ভক্তরাই পুরুষার্থ করে মুক্তির জন্য। নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসীরা মুক্তি চায়, তারা মনে করে এই সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান। এক পাইয়ের সুখ আর বাকি সব দুঃখ। স্বর্গে তো এমন হবে না। বাবা বুঝিয়েছেন, সেটা হলো নিবৃত্তি মার্গের রজোগুণী হৃদের সন্ন্যাস। আর এ হলো সতোগুণী বেহৃদের সন্ন্যাস। আমাদের তো এই সম্পূর্ণ ছিঃ - ছিঃ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে নতুন সৃষ্টিতে আসতে হবে। আমরা তো দেবতা হই, তাই না। মানুষ তো লক্ষ্মীর আহ্বান করে তখন কতো পরিষ্কার করে। এখন তো হলো বেহৃদের কথা। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পরিষ্কার হতে হবে, পাঁচ তত্ত্বও আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যায়। ওখানে তো এক নম্বর বৈভব থাকে। ফুল ইত্যাদি এমন হয় যে ঘরে বসেও সুগন্ধ আসতে থাকে। আতর ইত্যাদি লাগানোরও প্রয়োজন হয় না। ধূপেরও দরকার হয় না। প্রাকৃতিক সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকে। স্বর্গের নামেই মুখ মিষ্টি হয়ে যায়।

পরম পিতা পরমাত্মা এসে সৃষ্টিকে এমন উঁচু বানান, তাই এমন বাবার সঙ্গে কতো প্রেম করা উচিত। প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, বাবা আমরা নষ্টমোহা হয়ে আপনার সঙ্গে যোগ লাগাবো। আপনাকেই উত্তরাধিকারী করবো। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কামাই (ভাগ্য জমা) করতে হবে। তাই এই কামাইয়ের শখ থাকা উচিত। যা করবে তাই পাবে। এই দুনিয়ায় মানুষ যা করবে তাই পাপ করবে। এখন বাবার কাছে বলিহারি গেলেই তোমরা আমার শ্রীমতে চলবে। ধন সবসময় পাত্র বুঝেই দেওয়া হয়। যদি কোনো মদ্যপকে দেওয়া হয় তাহলে তার ফলে দোষ এসে যাবে। কুপুত্র বাচ্চাকে দিলে তার পাপ তোমাদের উপর এসে যাবে। তাই হিসেব - নিকেশ শোধ করো। সমর্পিত হলে এরপর কাউকে দেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না, না হলে আবারও পাপ হয়ে যাবে। কন্যাদেরও দিতে হবে। যদি স্বর্গের মালিক না হতে চাও, স্বর্গে যেতে না চাও, নরকেই গোত্তা খেতে চাও তাহলে আর কি করা যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ছোটো বা বড় সকলেরই মৃত্যু হবে। এই যাদব আর কৌরবরা নিজেদের প্ল্যান বানাচ্ছে। পাণ্ডবদের আবার তাদের নিজেদের প্ল্যান। জিত তো পাণ্ডবদেরই হবে, তাই না। শূল লড়াইয়ের তো কোনো কথাই নেই। এখানে তো জ্ঞান আর যোগের কথা। শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছুই পড়েছো সেই সবকিছু ভুলে যাও। নতুনভাবে এখানে বসে পড়াশোনা করো। জীবন্মুত হয়ে বাবার বাচ্চা হলে সবকিছুই ভুলে যাবে। তোমরা হলে ছোটো বাচ্চা। বাবা বলেন, এখন তোমরা আমার হয়ে আমার থেকে শেখো। নিজেকে কোলের ছোটো বাচ্চা মনে করো। বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান। এরমধ্যে যেমন ছোটোও আছে আবার বৃদ্ধও আছে। সবাইকেই বাচ্চা

বানিয়ে দেন । তিনি শ্রীমত দেন -- বাচ্চারা, এখন পর্যন্ত যা কিছুই শুনেছো সব ভুলে যাও । কোনো খারাপ কথা শুনো না, খারাপ জিনিস দেখো না --- কোনো মানুষের কথা শুনো না । মানুষ যা কিছুই করবে সব বেঠিক (আনরাইটিয়াস) এবং ভুল করবে । সবথেকে ভুল হলো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা । আরে, বাবা সর্বব্যাপী হলে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা কার থেকে নেবে । তাহলে তো সবাই বাবা হয়ে গেলো । শিবোহম বা তত্বম বলে দিলে আশীর্বাদী বর্ষার কথা দাঁড়ায় না । সবাইকে ভুল পথ বলে ডুবিয়ে দেয় । তোমাদের পতিত কে বানায় ? রাবণের মতে চলে তাই বাবা বলেন, এই সবকিছু ভুলে যাও । আমাকে স্মরণ করো । তুমি মৃত মানেই দুনিয়া মৃত তোমার কাছে । প্র্যাকটিকালিও এই পুরানো দুনিয়া শেষ হতেই হবে । কবরস্থান হতে হবে, তারপর পরীস্থান হবে । বোম্বস পড়বে । সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে । তারপর আবারও নতুন হবে । হিরোসিমা এখন কতো নতুন হয়ে গেছে । এখন প্রধানত সম্পূর্ণ ভারত আর সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে । মনে করো সবাই এখন মৃত এখানে । এখন পরীস্থান বৈকুণ্ঠের জন্য পুরুষার্থ করা উচিত ।

বাচ্চারা বুঝতে পারে যে এখন বাপদাদা এসেছেন । শিববাবা ব্রহ্মার রথে এসে রথী হন । এমন নয় যে কৃষ্ণ কোনো অর্জুনের রথী হয়েছিলো । তা নয় । পরম পিতা পরমাত্মা এই রথে বসে শোনান । বাবা তো খুবই ব্যস্ত থাকেন । তিনি বলেন, আমি আসি এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে । তাহলে আমাকে কতো রূপ ধারণ করতে হয় । আমি অনেকের জ্যোতি জাগাই । আমার সাথে যোগ লাগাও, এই পেটল ঢালো তাহলেই ব্যটারী জাগ্রত হবে । প্রদীপ যদি নিভে যায় তাহলে বারে বারে তাতে ঘি ঢালা হয় । বাবা বলেন, এখন সম্পূর্ণ যোগ লাগাও । এ তো জানোই যে বাবা এই ব্রহ্মার শরীরে আমাদের পড়ানোর জন্য এসেছেন । ভগবান উবাচঃ, ভগবান কি বলেন ? বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো । মৃত্যু তোমাদের শিয়রে উপস্থিত । ছোটো - বড় সকলেরই মৃত্যু হবে । এ হলো মৃত্যুলোক । আমি অমরনাথ এসেছি অমর কথা শোনাতে । তোমরা হলে পার্বতী অথবা সীতা । তোমরা সকলেই এখন রাবণের জেলে । শোক বাটিকাতে পড়ে রয়েছো । বাবা এসে তোমাদের অশোক বাটিকাতে নিয়ে যান । সেখানে কোনো শোক থাকে না । এখন তোমরা বাচ্চারা সঠিক আর বেঠিক চিন্তা করার বুদ্ধি পেয়েছো । ঠিক কি, ভুল কি, পুণ্য কি, পাপ কি --- এ সবই তোমরা জানো । যোগ ভঙ্গ হলে মায়া পাপ করিয়ে দেবে, এইসময় মায়া হল তমোপ্রধান তাই প্রতি পদে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । শ্রীমতে চললে কোনো ক্ষতি হবে না । মানুষ তো ভগবানকে চেনে না । বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের শিক্ষা দিতে । তোমরা আমার বাচ্চারা হলে প্রাণের থেকেও প্রিয় । আমি জানি, তোমরা বাচ্চারা খুব দুঃখী হয়ে গেছো । এখন আমি তোমাদের সুখের দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । আসল আর নামমাত্র বাচ্চার রহস্যও তোমাদের বুঝিয়ে বলেছি । আসল বাচ্চাদের প্রতি বাবার নজর থাকে । আসল বাচ্চারা রাজস্বের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেবে । আর নামমাত্র বাচ্চারা প্রজার বর্ষা নেবে । এইভাবে সমস্ত দৈব রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তোমরা সেই রাজস্ব পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । প্রথম বিষয়ই হলো পবিত্রতার । বিকারের বিকল্প এলেও কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তা করা উচিত নয় । ক্রোধ এলেও তা প্রকাশ করা উচিত নয় । যদি তোমাদের মধ্যে এই বিকারের ভূত থাকে তাহলে লক্ষ্মীকে কিভাবে বরণ করে নেবে । যার মধ্যে পাঁচ বিকার থাকে তাকে বাঁদর বলা হয় । বাবা বাঁদরের পরিবর্তে তাঁর নলিনী বাচ্চির (নলিনী দিদি) ফটো দিয়েছেন । কোনো খারাপ কথা বলো না, কোনো খারাপ জিনিস দেখো না -- এই চিত্র আছে । ওই বস্টিকে তার লৌকিক পিতা সেন্টার খুলে দিয়েছিলেন । যা কিছু পুঁজি ছিলো তিনি সব বিক্রি করে নলিনীকে দিয়েছিলেন । বাবা যেমন সব

মাতাদের দিয়ে দিয়েছিলেন তেমনই ইনি (কাকু ভাই, নলিনী দিদির পিতা)) নিজের সন্তানকে দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এ তো কন্যাই, কেন না এর দ্বারা শুভ কার্য করাই। নলিনী বস্তু বলেছিলো - আমি বিয়ে করবো না। ওই অর্থ এই কাজে লাগিয়ে দাও। আমি পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার সেবা করবো। যদিও তার পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকেই উত্তরাধিকারী করেছিলেন। তার পদ কতো উঁচু হয়ে যাবে। অনেক উঁচু পদ পাবে। তিনি অনেকের আশীর্বাদ পাবেন কেননা তিনি গডলী হাসপিটাল বা গডলী কলেজ খুলেছিলেন। এই সময় মানুষের চলন এমনই যে সব পাপ কাজে লাগিয়ে দেয়। নিজে পাপ করতে আর করাতে থাকে। সবাই পাপাত্মা হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন -- বাচ্চারা, তোমরা পরিশ্রম করো। তোমাদের উপর অনেক পাপের বোঝা আছে। নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো। অন্তিমে যেন এই অবস্থা থাকে। সন্ন্যাসীরাও এমন বসে বসেই চলে যায়। তারা মনে করে আমরা গিয়ে ব্রহ্ম লীন হয়ে যাই। ব্যস এই কথা বলে তারা শরীর ছেড়ে দেয়। তখন চারিদিকে গভীর নিঃশব্দতা ছেয়ে যায়। এই বাবা তাঁর নিজের অনুভবের কথা শোনান। অনুভবও তো হয়।

বাবা বলেন, তোমরা বাচ্চারা হলে এই সৃষ্টির পাপাত্মাদের পূণ্যাত্মায় পরিবর্তন করার জন্য প্রকৃত জ্ঞান গঙ্গা। গঙ্গার ধারে দেবতার মন্দির দেখানো হয়েছে। নাম রেখে দিয়েছে গঙ্গা। এখন জলের নদী তো আর পতিত - পাবনী হতে পারে না। আর না দেবতারা পতিত পাবন। ব্রাহ্মণরাই তো পতিত পাবন। ওরা গঙ্গার ওপর দেবতার ছবি রেখে দিয়েছে। দেবতারা তো পতিতকে পবিত্র করেন না। মানুষের মধ্যে তো এই জ্ঞান নেই যাকে জিজ্ঞেস করা যায়। কোথায় ওই জলের নদী আর কোথায় এই দেবতারা। এই সময় তোমরা জ্ঞান গঙ্গায় জ্ঞান স্নান করো তাই তোমরা দেবতা হয়ে যাও। তোমাদের কাজই হল মানুষকে দেবতা বানানো। এখানে আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। আত্মাদের ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন।

বাবা এসে জ্ঞান আর যোগের ইঞ্জেকশন দেন। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বাবা এই জ্ঞান আর যোগ শিখিয়েছিলেন, যাকে ভক্তিমার্গের মানুষ প্রাচীন গীতার জ্ঞান আর যোগ বলে থাকে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মনে কোনো বিকার এলেও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করো না। রাজস্ব পাওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২) জীবন্মুত হয়ে নিজেকে ছোট বাচ্চা মনে করতে হবে। এক বাবার থেকেই শুনতে বা শিখতে হবে বাকি সবকিছুই ভুলে যেতে হবে।

বরদান :- অ-চিন্ত হয়ে বাবার শক্তিকে সাহায্যের রূপে অনুভব করী চিন্তামুক্ত ভব

কোনো কোনো বাস্তা চিন্তা করে -- কি করে সেবার বৃদ্ধি হবে, খুব ভালো ভালো জিজ্ঞাসু না জানি কবে আসবে, কতো পর্যন্ত সেবার জন্য ছুটোছুটি করতে হবে। শুধুমাত্র চিন্তা করলেই সেবার বৃদ্ধি হয় না। চিন্তামুক্ত হয়ে বুদ্ধিকে যদি ফ্রি রাখো তাহলে বাবার শক্তি সাহায্যের রূপে অনুভব করবে আর সেবার বৃদ্ধিও স্বতঃ হতে থাকবে। বাবা হলেন করাবনহার আর কার্যের নিমিত্ত আমি আস্লাম ----- একেই বলা হয় চিন্তা মুক্ত অর্থাৎ একের স্মরণ। তার কোনো চিন্তাই হয় না। যেখানে শুভ চিন্তন থাকে সেখানে কোনো চিন্তা থাকে না।

স্লোগান :-- নিজের উপরাম এবং পৃথক স্থিতির দ্বারা সর্ব বিষয়ের কিনারা করে নিলে বাবার সাহায্যের অনুভব করবে।

৩১-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়া তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাহারায় আছে। সুতরাং সামান্য গাফিলতিও করো না যেন। লাগাতার দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার পুরুষার্থে ব্যস্ত রাখো নিজেকে"

প্রশ্ন :- সর্বদাই কিসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে বাবার কাছে ? কি এমন উপায় আছে সেই ভান্ডারের সম্পদে নিজেকে ভরপুর করার ?

উত্তর :- পবিত্রতা-সুখ-শান্তির ভাণ্ডার সদাই ভরপুর থাকে বাবার কাছে। স্থায়ীরূপে সুখ আর শান্তি চাইলে, দিশাহীন ভাবে বনে-জঙ্গলে ঘোরা-ঘুরির প্রয়োজন নেই। পবিত্রতাই সুখ আর শান্তির মূল আধার। পবিত্র হতে পারলেই তোমারও সব ভাণ্ডার ভরে যাবে। বাবার এই আগমন তো বাচ্চাদেরকে পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্যই। বাবা যে স্বয়ং সদাকালের পবিত্র।

গীত :- হবেন না তিনি কখনোই আমার মন থেকে দূর,
আছেন যে হৃদয়েরই গভীরে
যে ফাঁস লেগেছে হৃদয়ে তা ছাড়াবি কেমনে

ঔম্ শান্তি! বাচ্চাদের দ্বারা গাওয়া গীত তোমরা বাচ্চারাই শুনছো। বাচ্চাদের আত্মাই তা গেয়েছে। অতএব, বাচ্চাদেরকে এখন দেহী-অভিমানী হতে হবে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে 'আত্মা' নিশ্চয়তা আনতে হবে। তবে এমনটা মোটেই হয় না যেন নিজেদেরকেই পরমাত্মা ভেবে বসলে। যেমন জাগতিক সন্ন্যাসীরা বলে থাকে- "যাহা আত্মা - তাহাই পরমাত্মা।" যার ফলে তা এমন হয়ে দাঁড়ায় গঙ্গা যেন উল্টো দিশায় বইছে। তাই বাবা এখন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এতদিন ধরে তোমরা 'দেহ-অভিমানী' ভাবে চলে আসছো, কিন্তু এবার 'দেহী-অভিমানী' হও। এই বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু এবার ঘরে ফেরার পালা। বাচ্চারা, সত্যযুগ তোমাদের প্রালঙ্কার যুগ। যদি এখানে তোমরা 'দেহী-অভিমানী' হয়ে বাবার এই জ্ঞানকে সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারো, তবেই পরবর্তীতে জ্ঞানের প্রালঙ্কে তদনুরূপ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করার সুযোগ পাও। সেখানে (সত্যযুগে) দেহ-অভিমান বা দেহী-অভিমান - এ সবার প্রশ্নই নেই। বর্তমানে মানুষেরা এটাই জানে না, প্রকৃত অর্থে তারা আত্মা। আর তাদের (আত্মাদের) প্রকৃত বাবা পরমাত্মা। একেবারে হতবুদ্ধির হয়ে আছে যে তারা। যেহেতু জাগতিক সন্ন্যাসীরা যেখানে বলে থাকে - আমরা, তোমরা, সবাই পরমাত্মা। যদিও তাই, কেবল তুমিই তুমি। কিন্তু তাতে কি কিছু লাভ হয় - তা তো হয় না। লোকেরা কেবল তাদের ভাবনায় তা ভাবে। কিন্তু সবার ভাবনা তো আর একই প্রকারের হয় না। একই পরিবারে বাবা আর ছেলের ভাবনাও এক হয় না। কোথাও আবার দেখো, বাচ্চা তার নিজের বাবাকেই হত্যা করে। যেহেতু বর্তমান সময়টা পাপের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই সবাই এমন অপবিত্র-পতিত হয়ে আছে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়েছো। সদা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে চলতে পারলে আগামীতে তোমরাই রাজা-রানীর মত হতে পারবে। তাই তো তোমাদের এই বাবা বার-বার বলতে থাকেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। নিজের মনে এমন ভাবনা পাক্কো করো, তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে, স্বয়ং পরমাত্মা বাবা শিক্ষাদানও করছেন আবার নিজের প্রকৃত পরিচয়ও জানাচ্ছেন।

নানা পদ্ধতিতে তোমাদের আত্মার পুরোনো সংস্কারগুলিরও পরিবর্তন করার প্রয়াস করে চলেছেন। এই আত্মার মধ্যেই যে সংস্কারের প্রলেপ পড়ে থাকে, যা পরবর্তীতেও আত্মার মধ্যেই সেই সংস্কার থেকেই যায়। কিন্তু শরীরের বিনাশ হয়ে যায়। তোমাদের আত্মাই শরীরের মুখ ইন্দ্রিয় দিয়ে এসব কথা বলে থাকে। আত্মরাই আবার এও বলে, "বাবা এবার থেকে কেবল আপনার সাথেই স্মরণের যোগে ব্যস্ত থাকবো আমি। আমার এই শর্ত কখনই ভঙ্গ হবে না বাবা। যদিও পবিত্রতার কারণে অনেক প্রকার বাধা-বিঘ্নও আসবে। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্ছনাও সহ্যে হবে। কিন্তু তোমার এই কন্যা সবকিছু অন্যায়-অত্যাচারকেও সহ্য করবে।" তখন বাবা বলেন- যেমন দুঃখ-কষ্টে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, "হায় রাম", "হে প্রভু",-এমন কথাও কিন্তু বলা চলবে না তোমাদের। তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা এইভাবেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরাই আবার বাবার কাছে জানতে চাও, "বাবা, আমাদের এই দুঃখের অবসান কবে হবে ? আমাদের যে অনেক মার-ধোরও সহ্য করতে হয়।" গীতেও তার বর্ণনা আছে, "যতই অন্যায় অত্যাচারের আঘাত সহ্য করতে হোক না কেন, বাবা তোমাকে স্মরণ করা থেকে বিচ্যুত হবো না মোরা। যেমনটি বাবার ছিলাম, তেমনটি বাবারই আছি, এর পরেও বাবারই থাকবো মোরা। একমাত্র বাবার হয়েই যে থাকতে হবে মোদের। মন-বুদ্ধির যোগ যেন এই বাবার সাথেই জুড়ে থাকে।" এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। কোনও একদিন তো অবশ্যই এই অন্যায়-অত্যাচারের অবসান হবে। তাই এখন কিছু-কিছু অত্যাচার সহ্য তো করতেই হবে। অবিনাশী ড্রামাতেও এমনটাই যে আছে। অবলাদের প্রতি অত্যাচারও অনেক হয়ে থাকে। তাই তো কত পূর্ব থেকেই এই গীত রচিত হয়ে আছে। যার নেপথ্যের প্রকৃত অর্থ জগতের লোকেরা জানেই না। শাস্ত্রগুলিতে যেন রেকর্ডের মত পূর্ব থেকেই তা লিখিত হয়ে আছে। কিন্তু তবুও লোকেরা বলবে, এমনটা কখনও হতে পারে না যে, এইভাবে রেকর্ডের গীতের অর্থের সাথে একে মেনে নেওয়া যায়। এসব তো কেবল সিনেমার গানের রেকর্ড। সে যাই হোক না কেন, এরও রচয়িতা তো এই বাবা-ই। বাচ্চারা, লোকদেরকেও ঠিক এভাবেই বোঝাতে হবে। যে কোনও প্রকারেই হোক, পবিত্র যে হতেই হবে। বাবার নির্দেশাবলীও মেনে চলতেই হবে। যদিও সাধারণ মানুষেরা এত সহজে তা বুঝতে চাইবে না। তারা তো শিব আর শংকরকে একই জন ভেবে দুজনকেই এক করে ভাবে। এমন কি, লোকেরা তো ভক্তির ঘোরে কৃষ্ণকেও ভগবান মেনে এমন ভাব করে, যেন তাকে ডাকলেই কৃষ্ণ এসে হাজির হবে। যেদিকেই তাকাও কেবল কৃষ্ণই- কৃষ্ণ। আবার যে রাধার পূজারী হয়- সে বলবে, যেদিকেই তাকাও কেবল রাধা আর রাধা। তেমনি সাঁই-বাবার অনুগামীরা বলবে, চারিদিকেই দেখো কেবল সাঁই আর সাঁই সত্যি কি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে লোকেরা ! অবশ্য এমনটা যে হবারই ছিল। অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট যে এভাবেই লেখা হয়ে আছে বহু পূর্ব থেকেই।

বাচ্চারা, তোমরা যদি লোকদের বোঝাও, তোমাদের এই জ্ঞান যজ্ঞের যে শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা বিনাশের কার্য সম্প্রদান করার হেতু। তখন তাতেও আবার তারা বলবে, বি.কে.দের বাবা এমন জ্ঞান-যজ্ঞেরই রচনা করছেন, যার দ্বারা কেবল বিনাশ কার্যই সম্পাদিত হয়। একদিকে জগতের লোকেরা যেখানে শান্তির কামনা করছে, অপরদিকে তোমরা বি.কে.-রা বিনাশের কথা বলছো ? যেহেতু এই যজ্ঞের নাম রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ। আবার সেই কার্যও চলে বি.কে. ব্রাহ্মণদের দ্বারা। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণেরা হলে তোমরা ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরা। জাগতিক ধনী ব্যাবসায়ীরা তো জাগতিক রীতি-নিয়মে জাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কর্ম করে থাকে। কিন্তু একমাত্র এই রুদ্র-যজ্ঞেরই যত নাম-যশ ও মহিমা। লোকেরা যেসব যজ্ঞ করে তাতে কিন্তু জ্ঞান শব্দ থাকে না। আর তোমাদের এই যজ্ঞ হলো রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ। কিন্তু জগতের লোকদের সেইসব যজ্ঞ জ্ঞানের প্রশ্নটাই

নেই। তাই বাবা এবার বুঝিয়ে বলছেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ -এদের মধ্যেও তখন সেই জ্ঞানই তো আর থাকে না। এই জ্ঞান পেয়ে তা অর্জন করেই তো তাদের সদগতি হয়। ফলে তারা তা হতেও পেরেছে। জ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃত সদগতি হয়। স্বর্গ-রাজ্য তো সদগতি প্রাপ্তধারীদেরই রাজ্য-রাজত্ব। এইসব বিষয়গুলিকে ভাল করে বোঝার ব্যাপার। এখানে বসে বাবা স্বয়ং এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন ওনার ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের। অথচ লোকেরা বলে, রথের উপর বসে রথী সেই জ্ঞান শুনিয়েছিল। এই শরীরকেও তো রথ বলা হয়। প্রত্যেকের রথেই আত্মারূপী রথী-ই তো রয়েছে। তেমনি ব্রহ্মাবাবার রথেও শিববাবার আত্মা অবস্থান করছেন। তাই শিববাবা তা স্বীকার করেই বলেন, ভাড়া স্বরূপ ব্রহ্মাবাবার এই রথকে আধার করে, সেখানেই অবস্থান করছেন তিনি। যেমন বাড়ীতে কোনও ভাড়াটে রাখলে, সেই একই বাড়ীতে বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটে উভয়েই বাস করে, ঠিক তেমনই বাবাও ওনার (ব্রহ্মার) রথে (শরীরে) একসাথেই উভয়ের আত্মাই সহবস্থান করছে।

বাবা জানাচ্ছেন, আবারও উনি এসেছেন বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাবার জন্য। এই বিশেষ শিক্ষার শিক্ষাদানের কথা একমাত্র উনি ছাড়া আর কেউই তা করতে পারে না। তোমাদের এইসব পয়েন্টগুলি বোঝানো হচ্ছে, ধারণা আনার জন্য। তোমাদের এই বাবা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে চলেছেন কল্প-কল্প ধরে, আসেন কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই। শুধুমাত্র একটি শব্দের ভুলের জন্য, বাবার নামের বদলে কত অবতার, কত কিছুর নাম লেখা হয়েছে অজ্ঞানী শাস্ত্রকারদের দ্বারা। কিন্তু এখন সত্যিকারের কল্প-বৃক্ষের নীচে বসে আছো তোমরা। তার সাথে যে রাজযোগ শিখছে তা আগামী ভবিষ্যতের রাজা-রাণীর পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে। বর্তমান দুনিয়ার লাথপতি-কোটিপতি সবারই সবকিছু মাটিতেই মিশে ধুলায় পরিণত হবে। হঠাৎ-হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, অবশেষে সবকিছুর বিনাশ তো অবশ্যই হবে। কত শত বোম্-ও বানানো হয়েছে, যা সবার কাছেই আছে, কেবলমাত্র সেই নিমিটেই। তারা যেগুলি বানিয়েছে তা তো আর সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্য নয়, যা তাদের লাথ-লাথ কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তি মনে করে। আবার এই বম্ব তৈরী না হলে, বিনাশ বা হবে কেমন করে। এক মুহূর্তেই সবকিছু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তবে এমন কিছু হবে না যে, লোকেরা আহত হয়ে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রনা ভোগ করতেই থাকবে। এমনই জিনিষ তৈরী হয়েছে, যাতে মুহূর্তেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এর দ্বারাই তো হবে, আগামীতে এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ। এবার তো তা স্পষ্ট হলো। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে বাবাও স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন বি.কে.-দেরকে। যেমন, পবিত্র আত্মাদের সামনে নতশিরে সবাই নমন জানায় - বাবা তাই বলছেন, বাচ্চারা তোমরাও পবিত্র হও। তোমাদের আত্মার ডানা ভেঙে গিয়েছে, তোমরা উড়বেই বা কেমন করে ? যত বেশী জ্ঞান-যোগের বল ধারণ করতে পারবে, তোমাদের আত্মার ডানাও তত শক্তিশালী হতে থাকবে। স্বর্গ-রাজ্যের রাজধানীর রাজত্ব পাওয়া মাসীর বাড়ীর নয়, কোনও ছেলেখেলা ব্যাপার নয়।

বাবা জানাচ্ছেন - প্রধান কথাই হলো "আমি আসলে আত্মা আর এটা হলো আমার শরীর।" প্রকৃত অর্থে আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। এই শান্তি পাবার জন্য এদিক-ওদিক ঘোড়া-ঘুড়ি বা ঠেলা-ধাক্কা খাবার প্রয়োজন হয় না। যেমন এক গল্পে আছে, রাণীর হার তার নিজের গলাতেই আছে, অথচ বাইরে চতুর্দিকে সবাই তা খুঁজে চলেছে। আর এখানে তো তোমরা সবাই রাণী। তাছাড়া শান্তির জন্য কোনও বন-জঙ্গলে যাবার প্রয়োজন পড়ে না। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হলো মায়া-নগরী। তাই যে রাজত্বে শান্তিই নেই, সেখানে শান্তি পাবেই বা কি করে ! তবুও হয়ত কেউ বলে, অমূকের মাধ্যমে সে

শান্তি পেয়ে থাকে। তা হলেও, তা তো অতি স্বল্প কালের কাক-বিষ্টার তুল্য সুখ কিম্বা শান্তি। যেখানে তোমাদের প্রয়োজন অবিনাশী শান্তি। অর্থাৎ তোমাদের দরকার স্থায়ী শান্তি। পবিত্রতা ধারণ করে যত খুশী সুখ ও শান্তি নিতে পারো। এটা তো শিববাবার অফুরন্ত ভাণ্ডার। যিনি সদা কালের পবিত্র, তিনি স্বয়ং এসে সবাইকে পবিত্র বানান। এদিকে জাগতিক সন্ন্যাসীরা ভাবে, আত্মা নির্লেপ হয়। শরীরই পাপ ধারণ করে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো, তোমাদের এই বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনাকারী। তোমরা নিজেরা যথার্থ রীতিতে বুঝে অন্যদেরকেও তা বোঝাবে। প্রতি কল্পেই তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যিনি এ ভাবেই পড়িয়ে থাকেন-তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। যাকে আবার পতিত-পাবন সদগতি দাতাও বলা হয়। সবাইকেই দুর্গতি থেকে সদগতিতে তিনিই নিয়ে যান। বাচ্চার সদগতি তো বাবারাই করবে, তাই না ! আর এই বাবার নামই তো সদগতি-দাতা। উনি এমন কোনও কারণ ঘটায় না যে, ওনাকে দুর্গতি-দাতা বলা যেতে পারে। ওনাকে আবার পতিত-পাবনও বলা হয়। কিন্তু আত্মাদের পতিত বানায় কে ? যা লোকেরা কেউ জানেই না। বাবা কারণ জানিয়ে বলেন, যখন থেকে বাম-মার্গের নিম্নগতিতে তোমাদের পতন হতে থাকে, তখন থেকে দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে রাবণের প্রবেশ ঘটে।

মন্দিরগুলিতে বড়-বড় আকারের কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রাখা থাকে। নীচে পরিচয় হিসাবে লেখা থাকে "শ্যাম-সুন্দর।" (অর্থাৎ শ্যাম বা কালো থেকে উজ্জ্বল-সুন্দর) যিনি সত্যযুগে ছিলেন উজ্জ্বল স্বর্ণাভ সুন্দর, তারপর কলিযুগে মায়া-সর্পের দংশনের বিষে তিনিই এমন কুৎসিত-কদাকার কালো হয়ে যায়। অথচ ভাবো, লোকেরা কোন সময়কার তথ্যকে গল্প বানিয়ে কোন সময়ের সাথে জুড়ে দিয়েছে। আসলে লোকেরা এসবের প্রকৃত তথ্যটাকেই যে জানে না। এমন কি তারা তো রচয়িতা বাবা ও ওঁনার রচনাকেও জানে না। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হবে, মায়া যেমন শক্তিশালী তেমনি ভয়ঙ্করী। তার উপরে বর্তমান সময়ে মায়া চূড়ান্ত তমোপ্রধান অবস্থায়। এমত অবস্থায় কাউকেই তুলে আছাড় দিতে দেবী করবে না সে। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে ছুড়ে ফেলে দেবে। আর এটাই তোমাদের প্রকৃত যুদ্ধস্থল। তাই বাবা বার-বার তোমাদের বুঝিয়ে চলেছেন - বি.কে. বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের কল্যাণ চাইলে, অবশ্যই দেহী-অভিমানী হয়ে চলো। নিজেকে আত্মা ভেবে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তোমাদের অস্তিম ভাবনাতেই তোমরা সেই নির্দিষ্ট দিশায় পৌঁছে যাবে। অস্তিমে তোমাদের সংস্কারগুলিই সব তোমাদের সামনে এসে হাজির হবে। এত জন্মের পাপের বিনাশ হতে সময় তো লাগবেই। তাই অস্তিম সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে এই পুরুষার্থ চালিয়ে যেতে হবে। পুরুষার্থের প্রথম এবং প্রধান কথাই হলো -দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। পরমাত্মা বাবা তোমাদের আত্মাকে এই পার্থের দ্বারা বাবার মতন করে গড়ে তুলছেন। যেমন যখন কোনও ব্যারিস্টার অন্যকে ব্যারিস্টারীর পাঠ পড়ায়, তখন সে চায়, তার সেই ছাত্রও যেন তার মতনই ব্যারিস্টার হতে পারে। অবশ্য এসব কিছুই নির্ভর করে বিদ্যার্থীর নিজের পুরুষার্থের উপর। আবার এমনও হয় কোনও ব্যারিস্টার একটা কেসেই লাখ টাকা রোজগার করে। তাই বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন- তোমরা এমন ভাবে পুরুষার্থ করো, যেন অনেক উচ্চ-পদের দাবীদার হতে পারো। এই দুনিয়ার লাখপতি-কোটিপতির সবকিছুই তো ধূলায় মিশে যাবে। কিন্তু তোমাদের এই দীনবন্ধু-কৃপাসিদ্ধ বাবা তো আছে কেবল বাচ্চাদের জন্যই।

এবার বাবা জানাচ্ছেন - যারা যুদ্ধ করে, তাদের কাজই হলো, হয় মারো-নয়তো মরো। মৃত্যুর পরে তাদের আত্মারাও সেই সংস্কারই সাথে নিয়ে যায়। যদিও তাদের পরবর্তী জন্ম সেই গৃহস্থ পরিবারেই হবে, তবুও কিন্তু তাদের লড়াকু স্বভাবই হবে। দেখ, কত সহজ-সরল পদ্ধতিতে বাবা তা বুঝিয়ে দিলেন। এতবার জন্ম নিতে নিতে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ জমে আছে ঘাড়ে, তাই খুব সুন্দর ভাবে যোগযুক্ত হতে পারলেই সেইবিকর্মগুলি বিনাশ হতে পারবে। এছাড়া এই পাপের বোঝা হাল্কা করবেই বা কি প্রকারে ! অতএব যতটা বেশী সম্ভব বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তখন বাচ্চারা বলে, বাবা সত্যি তুমি কি মিষ্টি! বাবাও প্রতি উত্তরে বলেন - ওগো আমার আদরের বাচ্চারা, এবার থেকে তোমরা যেন আর কোনও ভুল করো না। মায়া খুব ভীষণ দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছে তোমাদের, অতএব দেহী-অভিমানী ভাবে থাকো তোমরা। এটা এক প্রকারের বুদ্ধিযোগের দৌড় প্রতিযোগিতা। এর মধ্যেই যাবতীয় সবকিছু রয়েছে। তাই বাবা এতবার করে জানাচ্ছেন, নিজের কল্যাণ চাইলে, যোগের অভ্যাসে পাকা-পোক্ত হতে হবে। একমাত্র তবেই খুব আনন্দে থাকতে পারবে। বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ভবিষ্যতের সৌভাগ্যের জন্য বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা তোমরাই সর্বাগ্রে পেয়ে থাকো। তাই কলিযুগ থেকে তোমাদের আগমন শুরু হয় না। তোমরা রাজ্য-ভাগ্য লাভ করো কল্প শুরুর সত্যযুগ থেকেই। তাই সেই উচ্চতায় পৌছতে তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী হতেই হবে। এত সহজে কি আর বিশ্বের মালিক হওয়া যায়! কত প্রকার দুঃখ-কষ্ট, ঝড়-ঝাপটা সহন করতে হবে তোমাদের। এই বন্ধনে যুক্তদেরকে কত মার-ধোরও সহ্যে হয় তোমাদেরকে। শেষে কিন্তু তোমাদেরই জয় হয়। অতএব তোমরা লাগাতার বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। তোমাদের এই স্মরণের যোগই আসল বল অর্থাৎ যোগবল। যা কেবল এক ও একমাত্র এই বাবা-ই শেখান তোমাদের। যা ধারণ করতে পারলে সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারো তোমরা। এমনটি আর কেউ পারে না। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের পুরো অবিনাশী ড্রামায় সর্বশ্রেষ্ঠ পার্টধারী হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। যেমন একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, দুই বিড়ালের মধ্যে ঝগড়ার সুযোগে, বাঁদর পিঠে খেয়ে পালালো। ঠিক তেমনই, কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়। যা কেবল উদাহরণের জন্য, সেখানে বস্তু মাখনের ব্যাপার নয়। স্বর্গ-রাজ্যকে মাখন হিসাবে বোঝানো হয়েছে। যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি-জগৎকে মাখন হিসাবে বলা হয়েছে। এই বাবা-ই তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলেন। এমন বাবার সান্নিধ্যে মিলিত হবার জন্য তো অনেক দূর থেকেও দৌঁড়ে আসা যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমি আত্মা, রখী রূপে এই রথে বিরাজমান। এই অভ্যাস করতে করতে সম্পূর্ণ রূপে দেহী-অভিমানী হতে হবে। বুদ্ধি-যোগের প্রতিযোগিতা করতে হবে।

২) সম্পূর্ণরূপে নষ্টোমোহা হতে হবে। এই অস্তিম জন্মে হাজারো-অন্যায় সহ্য করেও পবিত্র হতেই হবে।

বরদান :- সদা নিজে দিলখুশ মিঠাই খেয়ে আর অপরকেও খাইয়ে প্রকৃত সেবানন্দ ভব

বিস্তার :- যে রোজ অমৃত-বেলায় দিলখুশ মিঠাই খায়, সে নিজে যেমন সারাদিন খুশীতে থাকে তেমনি অন্যেরাও তাকে দেখে খুশী হয়ে যায়। এই দিলখুশের খাবার যে কোনও পরিস্থিতিতেই হাল্কা ও ছোট করে দেয়। পাহাড়ের মতো ভারীকেও তুলোর মতো হাল্কা বানিয়ে দেয়। অতএব সদা স্মৃতিতে সজাগ থাকবে, আমি নিজে যেমন দিলখুশ মিঠাই খাব, অন্যদেরকেও তা খাওয়াতে হবে। এমন কি অশ্রুসজল নয়নেও মনে সদা খুশী রাখতে পারলে, তবেই বলা যাবে সদানন্দ-সম্ভিদানন্দ। তার এমন চেহারাতেও সেবা হয়ে যায়। যেহেতু চেহারাতেই জ্ঞানের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়।

স্লোগান :- যার প্রতিটি সংকল্পের থেকে অনেকের শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার প্রেরণা প্রাপ্ত হয় - সে-ই হল পুণ্যস্বামী।